পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 129 Thursday, 10 April, 2025 ✻ ৩০ বর্ষ, ১২৯ সংখ্যা ✻ ২৭ চৈত্র ১৪৩১, বৃহস্পতিবার, ১০ এপ্রিল ২০২৫ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য- ৩ টাকা

দুর্যোগের ভ্রুকুটি বাংলার মাথায়, বৃষ্টি কোন কোন জেলায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ এপ্রিলঃ বৃহস্পতিবার থেকেই সব জেলাতেই ঝড়-বৃষ্টি। তবে কোথাও কম, কোথাও বেশি। পশ্চিমের কিছু জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে শিলাবৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাতেরও আশঙ্কা থাকছে। ইতিমধ্যেই বঙ্গোপসাগরে তৈরি নিম্নচাপ সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে বলে জানাচ্ছেন আবহাওয়াবিদরা। বর্তমানে এটি দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও পশ্চিম মধ্য ও বঙ্গোপসাগর এলাকায় অবস্থান করছে। হাওয়া অফিস বলছে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় এটি আরও বেশি ঘনীভূত হবে। ধীরে ধীরে এটি উত্তর-পূর্ব দিকে এগিয়ে যাবে। হাওয়া অফিস বলেছে, বুধবার মাঝরাত থেকে রাজ্যের প্রায় সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির আশঙ্কা থাকছে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টির সতর্কতা মূলত পাঁচ জেলায়। উপকূলের জেলা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর-সহ পশ্চিমের জেলা পশ্চিম বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, বীরভূমের কিছু সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস চলছে। সঙ্গে ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাসও বইবে। বৃহস্পতিবারও ৯ জেলায় ঝড়-বৃষ্টির সতর্কতা থাকছে। শুক্রবারও ঝড় বৃষ্টির সতর্কতা থাকছে দক্ষিণবঙ্গের ছয় জেলাতে। শুক্রবার থেকে আবার উপরের দিকের পাঁচ জেলাতে বৃষ্টি বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়িতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড় বাতাস বইতে পারে। অন্যদিকে এদিন সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। মঙ্গলবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৪.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বা আপেক্ষিক আর্দ্রতা ঘোরাফেরা করছে ৫০ থেকে ৯০ শতাংশের মধ্যে। চলতি সপ্তাহে ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে কলকাতাতেও। সপ্তাহান্তে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেহে দমকা ঝোড়ো বাতাসও বইতে পারে।

চাকরিহারাদের আজকের আন্দোলনকে ‘ধ্বংসাত্মক’ অ্যাখ্যা শিক্ষামন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ এপ্রিলঃ চাকরিহারাদের আন্দোলনকে ‘ধ্বংসাত্মক’ অ্যাখ্যা দিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। সঙ্গে এও বললেন, ‘‘চাকরিহারারা নিজেরাই ঠিক করুন, তাঁরা সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন নাকি ‘প্রোভেকেশনে’ পা দিয়ে ধ্বংসাত্মক আন্দোলেন নামবেন?’’ শিক্ষামন্ত্রীর প্রশ্ন, ‘‘মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসের পরও প্রতিবাদের প্রশ্নটা আসছে কোথা থেকে? সহযোগিতার কোনও অভাব হচ্ছে কি? তাঁরা তো সরকারের থেকে সহযোগিতাও চাইছেন। একটু ধৈর্য্য না ধরার কী রয়েছে?’’ কারা সত্যি সঙ্গে রয়েছে, সেটা চাকরিহারাদেরই বুঝতে হবে বলে বললেন শিক্ষামন্ত্রী। চাকরিহারাদের উদ্দেশে শিক্ষামন্ত্রীর পরামর্শ, ‘‘আজকের আচরণ স্পষ্ট বলে দিচ্ছে একটিই কথা, তুমি সর্প হয়ে দংশন করো, ওঝা হয়ে ঝাড়ো। তুমি ওঝারূপী সর্পকে বিশ্বাস করবে, না সরকারকে বিশ্বাস করবে, তোমার ব্যাপার।’’ বুধবার চাকরিহারাদের ডিআই অফিস অভিযান ছিল। জেলা থেকে রাজপথে আছড়ে পড়ে চাকরিহারাদের ক্ষোভ। তবে কসবায় ধরা পড়ে বাংলার সবথেকে বড় বিপন্নতার ছবি। চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের লাঠিচার্জ করছে পুলিশ! কিন্তু কেন এই পরিস্থিতি? কেন চাকরিহারারা ডিআই অফিস অভিযানে নামলেন? তা নিয়েই প্রশ্ন তুললেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য, ‘‘নেতাজি ইন্ডোরে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা দেওয়ার পর তাঁদের নেতৃস্থানীয়দের সঙ্গে বৈঠক করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আইনিভাবে কীভাবে যোগ্য শিক্ষকদের চাকরি ফেরত দেওয়া যায়, ওদের নেতৃত্বের সঙ্গে সে বিষয়েই কথা হবে। কবে আসবেন, সেই তারিখও ঠিক হয়ে গিয়েছে। সেই বৈঠকে থাকবেন এসএসসি-র চেয়ারম্যানও, পুরো কমিটি থাকবে। বিভাগীয় সচিব থাকবেন। বসে একটা সুরাহা, দাবি শোনার কথা। কিন্তু তারপরও কেন ডিআই অফিস অভিযান?’’ শিক্ষামন্ত্রীর পাল্টা প্রশ্ন, ‘‘যে সরকারের কাছে দাবি নিয়ে তাঁরা আসছেন, শিক্ষা দফতর সাহায্য করছে, এসএসসি সাহায্য করছে- তাহলে কীসের প্রতিবাদ? কীসের আন্দোলন? আন্দোলন দেখানোর তো দিন রয়েছে। সেটা এমন পন্থায় নিয়ে যেতে হবে, যে সরকারই যাতে হাত তুলে না নেয়!’’ তবে শিক্ষামন্ত্রী এটাও স্পষ্ট করে দেন, যে কোনও ধরনের উস্কানি, উত্তেজনার মধ্যেও সরকার চাকরিহারাদের পাশে রয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘‘তালা ভাঙুন, অন্য কোনও উস্কানি দিন, তবে একটাই বলব সরকার পাশে আছে। কোনও উস্কানিতে পা না দিয়ে সংবরণ করা উচিত। ওরাই আমাদের সঙ্গে বসতে চাইছে, আবার একটা ধ্বংসাত্মক আন্দোলনের দিকে যাচ্ছে? তবুও বলব আমরা সাহায্য করতে বদ্ধপরিকর।’’ শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য, ‘‘মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন, কোনও স্কুলে টারমিনেশন লেটার নেই। আমরা পোর্টাল আপডেট করব। ওনারা আশঙ্কা করছেন। হয় আন্দোলন করুন, নয়তো আলোচনা করুন। ওরা যে কোনও পন্থা নিতে পারে, আমরা শান্ত ভাবে, মানবিকভাবে সাহায্য করতে বদ্ধপরিকর।’’ উল্লেখ্য, গত সোমবারই নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে চাকরিহারাদের একাংশের সামনে বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রীকে। তাঁদের জন্য বিকল্প পথ খোঁজার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। সরকার সুপ্রিম কোর্টের কাছে পুনর্বিবেচনার আর্জি জানিয়েছে। কিন্তু আপাতত শিক্ষকদের স্বেচ্ছাশ্রম দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। দু'মাস পুষিয়ে দেওয়ারও আশ্বাস দিয়েছেন মমতা। কিন্তু ‘স্বেচ্ছাশ্রম’, ‘পুষিয়ে দেওয়া’ এই শব্দবন্ধগুলোতেই আপত্তি রয়েছে চাকরিহারা শিক্ষকদের।

চাকরিহারাদের ওপর লাঠিচার্জ নিয়ে মুখ খুললেন সিপি

’এটা একতরফা ছবি, পুরোটা দেখুন’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ এপ্রিলঃ সকাল থেকে চাকরিহারাদের বিক্ষোভ ঘিরে রণক্ষেত্র শহর কলকাতার কসবা এলাকা। অভিযোগ উঠেছে, প্রতিবাদী শিক্ষকদের লাথি মারে পুলিশ, শুরু হয় ধস্তাধস্তি। এর পরে পরিস্থিতি এমনই দাঁড়ায়, লাঠি চার্জ করতে হয় পুলিশকে। এই ঘটনার প্রেক্ষিতেই সাংবাদিক বৈঠক করে পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা জানালেন, লাঠি চার্জ অনভিপ্রেত, তবে পুরো ফুটেজ দেখা দরকার। একতরফা কোনও ছবি দেখে পরিস্থিতি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক নয়। এদিন সাংবাদিক বৈঠকে মনোজ ভার্মা বলেন, ‘‘আমাদের ছ'জন আহত হয়েছেন। একজনের আঘাত গুরুতর। পুলিশ যখন আক্রান্ত হয়েছে, তখনই পুলিশ বাধ্য হয়ে কিছু পদক্ষেপ করেছে।’’ তিনি স্পষ্ট করে বলেন, ‘‘পুরো ফুটেজ আমরা দেখছি। লাথি মারার যে ছবি দেখানো হচ্ছে, সেটা একটা অংশ। পুরোটা নয়। যে ছবি দেখানো হচ্ছে সেটা অবশ্যই কাম্য নয়, তবে পুলিশ এমন অ্যাকশন কেন নিল, সেটাও দেখতে হবে। যে পুলিশকর্তারা ফিল্ডে রয়েছেন, আমরা তাঁদের কাছে রিপোর্ট চেয়েছি। তবে আবারও বলছি, যে ছবি দেখা গিয়েছে সেটা কোনওমতেই কাম্য নয়।’’ শুধু তাই নয়, সিপি আরও বলেন, ‘‘যদি এই ধরনের বিক্ষোভ-প্রতিবাদের কথা স্থানীয় পুলিশকে আগে থেকে জানানো হয়, তাহলে পুলিশ নিশ্চয় সহযোগিতা করবে। কসবার ক্ষেত্রে পুলিশের কাছে আগে থেকে কোনও তথ্য ছিল না।’’

আজ সকালে খবর আসে, কসবা ডিআই অফিসের সামনে চাকরিহারা, বিক্ষোভকারী শিক্ষকদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি শুরু হয়েছে। এর পরে লাঠিচার্জও করে পুলিশ। অসুস্থ হয়ে পড়েন একাধিক শিক্ষক। পরে পুলিশি বক্তব্যে দাবি করা হল, প্রথমে আক্রমণের মুখে পড়ে পুলিশই। তার পরেই ‘আত্মরক্ষার্থে’ গোলমাল নিয়ন্ত্রণ করে তারা। এই নিয়ে বুধবার দিনভর নিন্দার ঝড় ঘনিয়েছে নানা মহলে। দুপুর ১২টা নাগাদ রাজ্যের এডিজি আইনশৃঙ্খলা জাভেদ শামিম রাজ্যের সমস্ত এসপি-কে নির্দেশ দেন, রাজ্যের যে সমস্ত ডিআই অফিসের সামনে চাকরিহারা শিক্ষকরা গিয়ে আন্দোলন করছেন, বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন, তাঁদের গায়ে কোনওরকম হাত তোলা যাবে না। শান্তির পথে এবং আলোচনার মাধ্যমেই বিষয়টি সামাল দিতে হবে।

‘আসল মানুষ হতে গেলে ক্ষমা করা শিখতে হবে’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ এপ্রিলঃ বাংলা মানে সর্ব ধর্ম, সর্ব বর্ণের মিলনক্ষেত্র। বিভাজন নয়, একতায় বাংলার মূলমন্ত্র। তিনি থাকতে বাংলার এই ঐক্য নষ্ট হতে দেবেন না বলে বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার নেতাজি ইন্ডোরে মহাবীর জয়ন্তীর অনুষ্ঠান থেকে সকলকে সতর্ক করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘কেউ কেউ রাজনৈতিক প্ররোচনা দেয়। আমি বলছি, ‘দিদি’ আছে আপনাদের সঙ্গে। দিদি আপনাদের রক্ষা করবে। আপনাদের প্রপার্টি রক্ষা করবে। কেউ উস্কানিতে পা দেবেন না।’’ কেন এই সতর্কবার্তা, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সম্প্রতি বাংলাদেশে তৈরি হওয়া অশান্তির পরিবেশের প্রসঙ্গ টেনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘বাংলাদেশে অশান্তির প্রভাব পড়েছিল সীমান্তেও। মনে রাখবেন, একতা রক্ষা করাই আমাদের দায়িত্ব। যারা সবাইকে ভালবাসে, তাকে সবাই ভালবাসে। লড়তে হলে একতার জন্য লড়াই করুন। একতার জন্য হাঁটুন। জিয়ো অর জিনে দো। বাংলার সম্প্রীতিই বাংলার অহঙ্কার।’’ বছর ঘুরলেই রাজ্যের বিধানসভা ভোট। সেদিকে লক্ষ্য রেখে এবারে রাম নবমীকে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে হিন্দুত্বের জিগিড় তুলেছিল পদ্মশিবির। অতীতে রামনবমীর দিন অশান্তির

ঘটনা ঘটেছে রাজ্যে। সেদিকে লক্ষ্য রেখে এবারে রামনবমী নিয়ে বাড়তি তৎপর ছিল পুলিশ। তবে ৬ এপ্রিল রাজ্যজুড়ে নির্বিঘ্নেই পালিত হয়েছে রামনবমী। বিজেপির তরফে অভিযোগ করা হচ্ছে, বাংলায় হিন্দুরা বঞ্চিত, অবহেলিত। সরাসরি কোনও রাজনৈতিক দলের নামোল্লেখ না করলেও মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, ‘‘অনেকে বলছেন বাংলায় হিন্দুরা নাকি অবহেলিত। এটা ঠিক নয়।’’ এরপরই মমতা বলেন, ‘‘অনেকে প্রশ্ন তুলছেন, আমি কেন সর্বধর্মর অনুষ্ঠানে যাই? আমি যাবই সব জায়গায়। আমাকে গুলি করলেও আমি একতার পক্ষে। এটাই আমাদের একতা। যে যাই বলুক আমি যাব।’’ মমতা এও বলেন, ‘‘ভরসা রাখুন। আমি আপনাদের বিরোধী নই। আমি আপনাদের পাশে আছি। আপনারা এগিয়ে চলুন। আমি আগেও ছিলাম, আগামীতেও আপনাদের পাশে থাকব।’’ মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ‘‘ঐক্যের জন্য লড়তে হবে। গোটা বিশ্বের কাছে সেই বার্তা পৌঁছে দিতে হবে। ঐকতার জন্য ভাবতে হবে, ঐকতার জন্য কাজ করতে হবে।’’ মমতার কথায়, ‘‘মানুষ তো সকলেই। কিন্তু মানবিকতা আর মনুষ্যত্বই আসল মানুষে রূপায়িত করে।’’ মমতা বলেন, ‘‘আমরা তো রক্ত মাংসের মানুষ। কিন্তু মানবিকতা, মনুষ্যত্ব একজন মানুষকে মানুষ হিসাবে গড়ে তোলে। সেই আসল মানুষ, যাঁরা সবাইকে ভালবেসে। যারা সবাইকে ভালবাসে, তাকে সবাই ভালবাসে।’’ আর এ প্রসঙ্গে জৈন ধর্মের বাণীও উদ্ধৃত করেন তিনি। মমতা বলেন, ‘‘জৈন ধর্মেই রয়েছে, কেউ যদি পাপ কাজ করে, তাহলে তাকে ক্ষমা করে দাও। জৈন ধর্মের লোকেরা তাই ক্ষমা চান।।’’ সে প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেন, ‘‘আমি এরকম দু-তিন জনকে চিনি, তাঁরা এখানকার নয়, বাইরের। নির্বাচনের সময়ে আমাদের সঙ্গে অনেক পাঙ্গাপাঙ্গি হয়েছে তাঁদের। কিন্তু পরে ওনারাই বলেছেন, যেন আমি তাঁদের ক্ষমা করে দিই! তাঁরাও বলেছিলেন, ‘যদি কোনও ভুল হয়ে থাকে, তাহলে ক্ষমা করে দিই’। এই শিক্ষাটা আমাদের সকলের জন্য শিক্ষা, সকলকেই শিখতে হবে।’’

চাকরিহারাদের সরকারের উপর ভরসা রাখতে বললেন মুখ্যসচিব

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ এপ্রিলঃ চাকরিহারাদের বিক্ষোভে বুধবার সকাল থেকে উত্তপ্ত গোটা রাজ্য। এরই মধ্যে কলকাতার কসবায় ডিআই অফিসে যে ছবি সামনে এসেছে, তাতে নতুন করে বিতর্কের মুখে পড়েছে পুলিশ। হাতে লাঠি নিয়ে পেটানোর পাশাপাশি বিক্ষোভকারীর পেটে লাথিও মারতে দেখা গিয়েছে এক পুলিশকর্মীকে। সেই ঘটনায় পুলিশ কমিশনারের পর এবার মুখ খুললেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। বুধবার বিকেলে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন মুখ্যসচিব। শুরুতেই তিনি দাবি করেন, চাকরিহারাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আশ্বাস দিয়েছেন, তারপরও এই ঘটনা বাঞ্ছনীয় নয়। সরকারের উপর ভরসা রাখার আর্জি জানান তিনি। তিনি বলেন, ‘‘গত ৭ তারিখ মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন। এইসব শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চাকরি যাতে থাকে, তার জন্য আইনি পদক্ষেপ করার কথা বলেছিলেন। কিন্তু তারপরও কিছু কিছু জায়গায় এই ধরনের ঘটনা ঘটছে।’’ মুখ্যসচিবের দাবি, মানবিকভাবে প্রচেষ্টা করছে সরকার। সবার পাশে দাঁড়ানোর পরিকল্পনাও রয়েছে। তা সত্ত্বেও কিছু জায়গায় কিছু ঘটনা ঘটছে, যা বাঞ্ছনীয় নয়। চাকরিহারা শিক্ষকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘‘আবার আশ্বাস দিচ্ছি। সকলে শান্তি বজায় রাখুন। ভরসা রাখুন।’’ পুলিশ কেন মারল, সেই প্রসঙ্গে মুখ্যসচিব দাবি করেন, ‘‘সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর করা হয়েছে। পুলিশ সিরিয়াসলি ইনজিওরড (গুরুতর আহত)। এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল যে পুলিশকে অ্যাকশন নিতে হয়েছে। পুলিশ অনেক রিকোয়েস্ট করার পর বাধ্য হয়ে অ্যাকশন নিয়েছে। তাঁর বক্তব্য, আইন শৃঙ্খলা তো নিয়ন্ত্রণ করতেই হবে।’’

জেলায় জেলায় চাকরিহারাদের গর্জন, প্রতিবাদে ডিআই অফিসে তুমুল উত্তেজনা

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

আজকের দিনটা যেন যেন এক মহাপ্রলয়ের গল্পে পরিণত হয়েছে। জেলায় জেলায়, প্রত্যেকটা জেলা শিক্ষা দপ্তরের (ডিআই) অফিসের সামনে আন্দোলনরত চাকরিহারাদের প্রতিবাদে উত্তাল। এই আন্দোলন শুধুমাত্র চাকরি হারানোদের ক্ষোভের প্রতিফলন নয়, বরং এটি একটি প্রতিবাদী ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে যেখানে চাকরিহারারা নিজেদের ভবিষ্যত এবং তাদের অধিকার রক্ষার জন্য রাস্তায় নেমে এসেছে। মেদিনীপুর ডিআই অফিসে যে তুমুল ঘটনাটি ঘটেছে, তা একেবারে নজরকাড়া। বুধবার সেখানে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা অফিসে তালা ঝুলিয়ে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেন। তাদের দাবি, চাকরির পরীক্ষার মাধ্যমে যারা যোগ্য, তাদের দ্রুত চাকরি দেওয়া হোক। তবে, তাদের প্রতিবাদ শুধু অফিসের বাইরেই সীমাবদ্ধ ছিল না, মেদিনীপুরে আন্দোলনরত চাকরিহারারা এক ধরনের প্রতীকী প্রতিবাদও দেখান। তাঁরা এসএসসি কমিশনের ‘শবদেহ’ কাঁধে নিয়ে তাদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ করেন। এক আন্দোলনকারী বলেন, ‘‘কমিশন তো এখন এক শবদেহে পরিণত হয়েছে, যা আর কোনো কাজে আসছে না।’’ এদিকে, দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটে কর্মসূচির সময়ও একই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হয়। চাকরিহারারা মিছিল করে ডিআই অফিসের দিকে এগোচ্ছিলেন। পুলিশ মিছিল আটকানোর চেষ্টা করলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং পুলিশের সঙ্গে চাকরিহারাদের তর্কবিতর্ক শুরু হয়। বিক্ষোভকারীরা বলছেন, ‘‘দুবছর আগে আমরা পিপিই মডেল চেয়েছিলাম, যেখানে দেখেছিলাম শিক্ষাকে বেসরকারিকরণের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তবে আজ, এতদিন পর, পরীক্ষা দিতে বললে কীভাবে আমাদের উঁচু মানের পরীক্ষা দেওয়ার আশা করা হয়?’’ মেদিনীপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের মতো, পূর্ব মেদিনীপুরেও পরিস্থিতি ছিল উত্তপ্ত। প্রায় তিনশো জন

চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী মানিকতলার ডিআই অফিসে গিয়ে চাবি লাগিয়ে দেন, যার মাধ্যমে তারা তাদের দাবি জানাতে চেয়েছেন যে, যোগ্যতার ভিত্তিতে তালিকা প্রকাশ করা হোক এবং যারা চাকরি হারিয়েছেন, তারা আবারও চাকরিতে বহাল থাকুক। এই আন্দোলন ছিল শুধু চাকরিহারাদের একটি সামাজিক অধিকার ও রাজনৈতিক সংগ্রাম, যা প্রতিটি জেলা থেকে একে একে বিভিন্ন আঙ্গিকে প্রকাশ পেতে থাকে। এদিকে, চাকরিহারাদের আক্ষেপ শুধুমাত্র চাকরি হারানোর সীমিত না। তাঁদের প্রতিবাদ গভীর শঙ্কার প্রকাশ, সরকারের অঙ্গীকারের প্রতিফলন এবং আগামীদিনে যে কিছু প্রভাব ফেলতে পারে এমন বৃহত্তর আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্য। তারা একমুখী দাবি জানাচ্ছেন- ‘‘যারা যোগ্য, তাদের চাকরি দেওয়া হোক। না হলে আমাদের প্রতিবাদ থামবে না।’’ এই অবস্থা থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, সরকারের কাছে চাকরিহারাদের দাবি কতটা গুরুত্বপূর্ণ, আর তাঁদের ভবিষ্যতকে সামনে রেখে সমাজ ও প্রশাসন কীভাবে ব্যবস্থা নেবে, তা এখন সময়ের ওপর নির্ভর করছে। এদিন কসবায় চাকরিহারা মিছিল করে ডিআই অফিসের উদ্দেশে আসছিলেন। ডিআই অফিসের কাছে আসতেই পুলিশি বাধার মুখে পড়তে হয় তাঁদের। শুরু হয় পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি। পুলিশ টেনে হিঁচড়ে চাকরিহারাদের সরানোর চেষ্টা করে। পড়ে যান বেশ কয়েকজন। ওই অবস্থাতেই লাঠিপেটা করা হয় বলে অভিযোগ। বেশ কয়েকজন লাঠির আঘাতে গুরুতর চোট পান। মহিলাদেরও লাঠিচার্জ করা হয়েছে বলে অভিযোগ। প্রতিবাদে ডিআই অফিসের সামনেই শুয়ে পড়ে প্রতিবাদ জানাতে থাকেন চাকরিহারারা। এক চাকরিহারা অচৈতন্য হয়ে পড়েন। এলাকায় বাড়ানো হয় পুলিশের সংখ্যা। পুলিশের উচ্চ পদস্থ কর্তারা চলে আসেন। ক্ষোভের আগুন বাড়তে থাকে তড়তড়িয়ে। এক চাকরিহারা বললেন, ‘‘পয়সা ছাড়া একটা কাজ হয় না, একটা ফাইল এটেবিল থেকে ওটেবিল যায় না। যে কোনও ফাইল। পেনশন হোক, যা হোক এখন ওরা বসে বসে মজা নিচ্ছেন।’’ আরেক চাকরিহারা বলেন, ‘‘ডিআই-ও ঘুষ খান। আমরা জঙ্গি নই, আমাদের কেন লাঠিপেটা? আমরা কি অস্ত্র নিয়ে এসেছিলাম? কার নির্দেশে এমনটা হল?’’ আরেক চাকরিহারা শিক্ষক অনিশ চট্টোপাধ্যায় বললেন, ‘‘এত তো ভিডিয়ো হচ্ছে, দেখান তো কোথাও আমরা ভায়োলেন্ট হয়েছি? আজ আমরা শিক্ষক হয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে, হাতে পেন কোথায়? ছাত্রদের চোখে চোখ রাখতে পারছি না।’’ পাঁচশো টাকার নোট হাতে নিয়ে প্রতীকী বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন চাকরিহারারা। এক চাকরিহারা বলেন, ‘‘পুলিশ ঘুষ দেবো, ঘুষ আমাদের দেখা করতে দিন। আমরা পুলিশকে ঘুষ দিতে চাইছে। আমাদের ওপর অন্যায় হয়ে আসছে।’’ আরেক চাকরিহারা বলেন, ‘‘ঘুষখোরদের ঘুষই দেব। যোগ্যতার, শিক্ষার যেখানে কোও মূল্য নেই, সেখানে টাকারই মূল্য!’’ আরেক শিক্ষক বলেন, ‘‘আমাদের ভেরিফিকেশনের সময়েও ওরা টাকা ডিমান্ড করেছিল। আমাদের যোগ্য শিক্ষকরা যারা পুলিশ ভেরিফিকেশনের জন্য প্রস্তুত ছিল, তখনও টাকা ডিমান্ড করেছিল। কারোর পাঁচশো টাকা, কারোর ১০০০ টাকা দাবি করেছিল। এখন ওরা ২ টাকা ঘুষের যোগ্য।’’

ফের রেপো রেট কমালো আরবিআই, ২৫ বেসিস পয়েন্ট কমে হল ৬ শতাংশ

মুম্বই, ৯ এপ্রিল ঃ ফের রেপো রেট কমালো রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)। এবার রেপো রেট ২৫ বেসিস পয়েন্ট কমানোর কথা ঘোষণা করেছেন আরবিআই-এর গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা। ফলে রেপো রেট কমে দাঁড়াল ৬ শতাংশে।রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার (আরবিআই) ৬ সদস্যের মুদ্রা নীতি কমিটি (এমপিসি) সর্বসম্মতিক্রমে রেপো রেট কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, রেপো রেটের হারেই আরবিআই অন্যান্য ব্যাঙ্ককে ঋণ দেয়। তা ২৫ বেসিস পয়েন্ট কমিয়ে ৬ শতাংশ করেছে আরবিআই। আরবিআই-এর গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা বুধবার বলেছেন, আরবিআই-এর মুদ্রা নীতি কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে রেপো রেট কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ২৫ বেসিস পয়েন্ট কমার পর রেপো রেট এখন ৬ শতাংশ।

বাঁকুড়ায় বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পালিত হল মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়াঃ বাঁকুড়া জেলার ওন্দা ব্লকের শিশু মিত্র পুরস্কার প্রাপ্ত মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের নিয়ে বিভিন্ন সক্রিয়তা ভিত্তিক বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস কর্মসূচী ৭ ই এপ্রিল থেকে পালন করা হচ্ছে।বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাননীয় মধুসূদন দে মহাশয় জানান যে,১৯৪৮ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রথম স্বাস্থ্য সম্মেলনে গত ৭ ই এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পালনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।১৯৫০ সালের ৭ ই এপ্রিল থেকে বিশ্বজুড়ে নানা কর্মসূচীর মাধ্যমে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পালিত হযে.আসছে। ২০২৫ সালের বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের মূল ভাবনা মা ও শিশুর স্বাস্থ্য।এই দিন থেকে মা ও নবজাতকের স্বাস্থ্যের উপর এক বছর ব্যাপী বিশেষ প্রচার অভিযান চালানোর কর্মসূচী নেওয়া হযেছে।বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা দেবলীনা ঘোষাল মহাশয় জানান যে, বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষ্যে মদনমোহনপুর গ্রাম সংসদ এলাকায় মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের উপর তিন দিন ব্যাপী বিশেষ প্রচার অভিযান কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। নিরাপদ পানীয় জল এবং মিড- ডে -মিল খাওয়ার আগে সাবান দিয়ে হাত পরিষ্কার করার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

পুলিশের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ

বেলগাছিয়া(হাওড়া)ঃহাওড়ার বেলগাছিয়া ভাগাড়ে ভূমিধসের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় একশত পরিবারকে পুলিশের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হলো। মঙ্গলবার হাওড়ার লিলয়া থানার পক্ষ থেকে ১০০টি পরিবারকে ওই খাদ্যসামগ্রী দেওয়া হয়। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া সিটি পুলিশের ডিসি নর্থ বিশপ সরকার, এসিপি নর্থ আব্দুল গফফার, লিলুয়া থানার ভারপ্রাপ্ত অধিকারিক সুদীপ দাশগুপ্ত সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। ডিসি নর্থ বিশপ সরকার বলেন, এটি আমাদের কন্টিনিউয়াস প্রসেস। আমরা আজকে চাল, ডাল, সোয়াবিন, বাচ্চাদের জন্য দুধ, ড্রিংকস দিয়েছি। এর মাধ্যমে আমরা অনেক মানুষের সাথে যোগাযোগ করতে পারছি। তাদের কি সমস্যা সেই সমস্যা বুঝতে পারছি। তাদের সমস্যার ব্যাপারে বলতে পারছি। এদিন প্রায় ১০০ জনকে খাদ্যসামগ্রী দেওয়া হয়েছে। এটি প্রায় প্রতি সপ্তাহে দেওয়া হচ্ছে।

জৈনধর্মের সাহিত্য ভারতের বৌদ্ধিক গৌরবের মেরুদণ্ডঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল ঃ জৈনধর্মের সাহিত্য ভারতের বৌদ্ধিক গৌরবের মেরুদণ্ড, এই মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার সকালে দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে আয়োজিত 'নবকার মহামন্ত্র দিবস' অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, জৈনধর্মের সাহিত্য ভারতের বৌদ্ধিক গৌরবের মেরুদণ্ড। এই জ্ঞান সংরক্ষণ করা আমাদের কর্তব্য। এই কারণেই আমরা প্রাকৃত এবং পালি ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা দিয়েছি।প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, নবকার মহামন্ত্রের এই দর্শন বিকশিত ভারতের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে যুক্ত। আমি লালকেল্লা থেকে বলেছি - বিকশিত ভারত মানে উন্নয়নের পাশাপাশি ঐতিহ্যও। এমন একটি ভারত যা থামবে না, এমন একটি ভারত যা থেমে থাকবে না। এই ভারত উচ্চতা স্পর্শ করবে, কিন্তু নিজস্ব শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না।প্রধানমন্ত্রীর কথায়, নবকার মহামন্ত্র শুধু একটি মন্ত্র নয়। এটি আমাদের আস্থার কেন্দ্রস্থল। আমাদের জীবনের চাবিকাঠি এবং এর তাৎপর্য কেবল আধ্যাত্মিক নয়। এটি সকলকে নিজের থেকে সমাজে যাওয়ার পথ দেখায়, এটি মানুষ থেকে বিশ্বে যাওয়ার একটি যাত্রা। এই মন্ত্রের প্রতিটি শব্দই নয়, প্রতিটি অক্ষরই একটি মন্ত্র। এদিন অন্যদিকে নেতিবাচক চিন্তাভাবনা, অসততা ও স্বার্থপরতাই শত্রু, এগুলির ওপর জয়লাভই আসল বিজয়। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার সকালে দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে আয়োজিত 'নবকার মহামন্ত্র দিবস' অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, নবকার মন্ত্র বলে নিজের ওপর বিশ্বাস রাখো। শত্রু বাইরে নয়, আমাদের মধ্যেই আছে। নেতিবাচক চিন্তাভাবনা, অসততা, স্বার্থপরতা, এগুলোই শত্রু এবং এগুলির ওপর জয়লাভ করাই আসল বিজয়। জৈন ধর্ম আমাদের নিজেদের ওপর জয়লাভ করতে অনুপ্রাণিত করে।'নবকার মহামন্ত্র দিবস' অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জনগণকে ৯টি সংকল্প গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন। প্রথম সংকল্প - জল সংরক্ষণের সংকল্প, দ্বিতীয় সংকল্প - মায়ের নামে একটি গাছ, তৃতীয় সংকল্প - পরিচ্ছন্নতার মিশন, চতুর্থ সংকল্প - স্থানীয়দের জন্য সোচ্চার, পঞ্চম সংকল্প - দেশ দর্শন, ষষ্ঠ সংকল্প - প্রাকৃতিক কৃষিকাজ গ্রহণ, সপ্তম সংকল্প - স্বাস্থ্যকর জীবনধারা গ্রহণ, অষ্টম সংকল্প হল - যোগব্যায়াম এবং খেলাধুলাকে জীবনে আনা, নবম সংকল্প হল - দরিদ্রদের সাহায্য করার সংকল্প।

কেন্দ্রীয় সরকার নিজেকে ব্যর্থতা ঢাকতে চাইছেঃমল্লিকার্জুন খাড়গে

আহমেদাবাদ, ৯ এপ্রিল ঃকেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। তাঁর অভিযোগ, সরকার জনগণের কাছ থেকে কিছু লুকাতে চায় এবং নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে চাইছে। ওয়াকফ সংশোধনী আইন সম্পর্কে বুধবার কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, জনসাধারণের সঙ্গে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করার পরিবর্তে, সরকার সংসদে ভোর ৩-৪টা পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের জন্য বিতর্ক চালিয়েছে। মণিপুরের মতো বিষয়গুলিতে, বিতর্ক শুরু হয়েছিল ভোর ৪ঃ৪০ মিনিটে। আমি অমিত শাহকে বলেছিলাম, আমাদের পরের দিন এটি নিয়ে আলোচনা করা উচিত, কারণ আমাদের এই বিষয়ে কথা বলতে হবে, কিন্তু সরকার এতে রাজি হয়নি। এর থেকে বোঝা যায় যে সরকার জনসাধারণের কাছ থেকে কিছু লুকাতে চায় এবং নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে চাইছে।বুধবার আহমেদাবাদে আয়োজিত সর্ব ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির (এআইসিসি) অধিবেশনে মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেছেন, এখন নির্বাচনী প্রতিষ্ঠানগুলিও তাঁদের নিয়ন্ত্রণে এবং সরকার সবকিছুতেই হস্তক্ষেপ করছে এবং সর্বত্র নিজস্ব আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করছে। নির্বাচনে কেলেঙ্কারি হচ্ছে। ইলেকট্রনিক প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে সাথে, বিশ্বের উন্নত দেশগুলি ইভিএম পরিত্যাগ করে ব্যালট পেপারের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। বিশ্বের কোথাও ইভিএম পাওয়া যায় না। ১৪০ কোটি মানুষ গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে, আজ হোক অথবা কাল হোক, এই দেশের তরুণরা উঠে দাঁড়াবে এবং আপনাদের হাত ধরে বলবে, আমাদের ইভিএম নয়, ব্যালট পেপার থাকা উচিত।এদিনে অন্যদিকে আহমেদাবাদদেশের অর্থনীতিতে একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খা।গে। আমেরিকার শুল্ক চাপানো প্রসঙ্গে বুধবার আহমেদাবাদে আয়োজিত কংগ্রেসের সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির (এআইসিসি) অধিবেশনে মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেছেন, আমেরিকা আমাদের উপর ২৬ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে, কিন্তু তাঁরা সংসদে এই বিষয়ে কোনও আলোচনার অনুমতি দেয়নি। আমরা একই বিকেলে এই বিষয়টি উত্থাপন করেছি, কিন্তু তাঁরা তা গ্রহণ করেনি। দেশের অর্থনীতিতে একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে।মল্লিকার্জুন খাড়গে আরও বলেছেন, মহারাষ্ট্রে কী ঘটেছে? রাহুল গান্ধী সংসদে এবং সংবাদ সম্মেলনে এই প্রশ্নটি উত্থাপন করেছিলেন, কিন্তু সরকার প্রভাবিত হয়নি। বিধানসভা এবং সংসদ নির্বাচনের মাঝামাঝি সময়ে, যদি সেখানে ৫০ লক্ষ ভোট বেড়েছে, তাহলে এটি কেমন নির্বাচন কমিশন, তাঁরা কী ধরণের ভোটার তালিকা তৈরি করেছে? মহারাষ্ট্র নির্বাচন একটি জালিয়াতি। হরিয়ানায়ও একই ঘটনা ঘটেছে।

গরমে নাজেহাল দিল্লি, গুজরাট ও রাজস্থানেও অসহনীয় অবস্থা

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল ঃদিল্লি-সহ উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অংশে অত্যধিক গরমে দুর্বিষহ অবস্থা। অসহনীয় গরম গুজরাট এবং রাজস্থানেও। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত এই তাপপ্রবাহ চলবে। গরমে নাজেহাল অবস্থা মহারাষ্ট্রেও, সেই রাজ্যের আকোলায় তাপমাত্রার পারদ ঊর্ধ্বমুখী। গরম এতটাই বেশি যে স্বাভাবিক জনজীবন বিপর্যস্ত হচ্ছে।রাজস্থান, সৌরাষ্ট্র এবং গুজরাটের কচ্ছের কিছু কিছু জায়গাতেও বিক্ষিপ্ত ভাবে তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি দেখা গিয়েছে। এই অত্যধিক গরমের মধ্যেই সুখবর জানিয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর। আইএমডি জানিয়েছে, উত্তর-পশ্চিম ভারতে ১০ এপ্রিলের পর থেকে তাপপ্রবাহ কমবে এবং গুজরাট ও মধ্যপ্রদেশে ১১ এপ্রিলের পর থেকে গরম কমবে।এদিকে, তীব্র গরমের মধ্যেই দিল্লিতে সর্বোচ্চ বিদ্যুতের চাহিদা ৫০২৯ মেগাওয়াট ছুঁয়েছে, যা এই মরশুমের সর্বোচ্চ। গতকাল বিকেল ৩ঃ৩০ মিনিটে সর্বোচ্চ লোড রেকর্ড করা হয়েছিল। এই মরশুমে দিল্লিতে সর্বোচ্চ লোড ৯০০০ মেগাওয়াটে পৌঁছানোর সম্ভাবনা রয়েছে বলেন।

বিধাকয়দের মধ্যে ধস্তাধস্তি, চূান্ত বিশৃঙ্খলা জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভায়

জম্মু, ৯ এপ্রিল ঃ ওয়াকফ (সংশোধনী) আইন নিয়ে বুধবারও অশান্ত হল জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভা। বুধবার বিধানসভা চত্বরেই হাতাহাতি, ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন বিধায়করা। চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার মধ্যে দুপুর একটা পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভার অধিবেশন।ওয়াকফ আইন নিয়ে আলোচনার দাবি জানান ন্যাশনাল কনফারেন্স বিধায়করা। এরপর হইহট্টগোল তৈরি হয়। বিধানসভা চত্বরেই হাতাহাতি, ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন বিধায়করা। এরপর দুপুর একটা পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভার অধিবেশন।

তিরুপতি-কাটপাডি সিঙ্গল রেললাইনে ডাবলিং প্রকল্পে অনুমোদন কেন্দ্রের, ব্যয় হবে ১,৩৩২ কোটি

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল ঃ অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুর মধ্যে তিরুপতি-পাকালা-কাটপাডি সিঙ্গল রেললাইন সেকশনে (১০৪ কিমি) ডাবলিং প্রকল্পে অনুমোদন দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। এ জন্য খরচ হবে ১,৩৩২ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বুধবার বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিরুপতি থেকে কাটপাডি পর্যন্ত ডাবলিং প্রকল্প অনুমোদন করেছেন, এ জন্য খরচ হবে ১৩৩২ কোটি টাকা।এছাড়াও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ২০২৫-২০২৬ সময়কালের জন্য প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিচাই যোজনার একটি উপ-প্রকল্প হিসেবে কমান্ড এরিয়া ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট আধুনিকীকরণের অনুমোদন দিয়েছে, যার প্রাথমিক মোট ব্যয় .১৬০০ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা হাইব্রিড অ্যানুইটি মোডে পঞ্জাব ও হরিয়ানায় ১৮৭৮.৩১ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৯.২ কিলোমিটার দীর্ঘ ৬ লেনের অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রিত জিরাকপুর বাইপাস নির্মাণের অনুমোদন দিয়েছে।

গড়বেতায় গাছে ধাক্কা বেপরোয়া লরির, চালকের মৃত্যু ও খালাসি আহত

গড়বেতা, ৯ এপ্রিল ঃপশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতায় জাতীয় সড়কে লরি দুর্ঘটনার প্রাণ হারালেন দুর্ঘটনাগ্রস্ত লরির চালক। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন লরির খালাসি। মঙ্গলবার গভীর রাতে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। লরি থেকে চালকের দলা পাকানো দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ট্রাকের খালাসিকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, মঙ্গলবার রাতে একটি খালি লরি বেপরোয়া গতিতে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের দিক থেকে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে মেদিনীপুরের দিকে যাচ্ছিল। ভোররাত ২টো নাগাদ গড়বেতায় ঢোকার আগে ভাটমারার জঙ্গলে নিয়ন্ত্রণ হারান লরির চালক।জাতীয় সড়কের পাশে থাকা শাল গাছের সারিতে লরিটি সজোরে ধাক্কা মারে। দুমড়ে মুচড়ে যায় লরির সামনের অংশ। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় চালকের। খবর পেয়ে গড়বেতা থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ও উদ্ধারকাজ শুরু করে। লরির সামনের অংশ থেকে চালকের দলা পাকিয়ে যাওয়া দেহ উদ্ধার করা হয়। গুরুতর জখম ও রক্তাক্ত খালাসিকে উদ্ধার করে প্রথমে গড়বেতা গ্রামীণ হাসপাতালে ও পরে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে পাঠায় পুলিশ।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের 'মা ক্যান্টিন' প্রকল্প এবার বেলুড় স্টেট জেনারেল হাসপাতাল ক্যাম্পাসে, উদ্বোধন করলেন বিধায়ক ডাঃরানা চ্যাটার্জি

বালি(হাওড়া)ঃ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের 'মা ক্যান্টিন' প্রকল্প এবার বেলুড় স্টেট জেনারেল হাসপাতাল ক্যাম্পাসে, উদ্বোধন করলেন বিধায়ক ডাঃরানা চ্যাটার্জি। হাওড়ায় বালি পৌরসভার পরিচালনায় 'মা ক্যান্টিনে'র শুভ সূচনা হলো। গত মঙ্গলবার এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই 'মা ক্যান্টিনে'র সূচনা করেন বালির বিধায়ক ডাঃরানা চ্যাটার্জি। বালি পৌরসভার সহযোগিতায় বিধায়ক ডাঃ রানা চ্যাটার্জির উদ্যোগে, এনইউএলএম দপ্তর এবং স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের পরিচালনায় বেলু। স্টেট জেনারেল হাসপাতাল ক্যাম্পাসে এই 'মা ক্যান্টিন' চালু করা হলো। বিধায়ক ডা রানা চ্যাটার্জি জানান, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় বালি বিধানসভা এলাকাতেও এই প্রথম চালু হলো 'মা ক্যান্টিন'। এই ক্যান্টিন চালু হাওয়ায় প্রান্তিক মানুষের অনেক সুবিধা হবে। মাত্র পাঁচ টাকার বিনিময়ে তাঁরা প্রতিদিন দুপুরে এখান থেকে ভাত, তরকারি এবং ডিম পাবেন যা শরীরের পুষ্টির জন্য প্রয়োজন। এখানে যেমন একদিকে বেলুড় স্টেট জেনারেল হাসপাতাল, পাশেই রয়েছে বেলুড় রেল স্টেশন। তার পাশেই রয়েছে কলেজ। সুতরাং বহু মানুষ এখানে আসেন। 'মা ক্যান্টিন' চালু হওয়ায় সকলেই উপকৃত হবেন। এটি একটি অসাধারণ প্রয়াস। মুখ্যমন্ত্রীর মস্তিষ্কপ্রসূত প্রকল্প 'মা ক্যান্টিনে' মাত্র ৫ টাকায় পুষ্টিকর এবং পেট ভরা খাবার পাওয়া যাবে। এতে প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষ উপকৃত হবেন। এই এলাকায় একাধিক চিকিৎসা কেন্দ্র এবং হাসপাতাল রয়েছে। এখানে চিকিৎসার জন্য বহু মানুষ আসেন। শুধু তাই নয় কাছেই বেলু। স্টেশন থাকার কারণে বহু মানুষ এখান দিয়ে যাতায়াত করেন। সেই কারণে বহু মানুষের উপকারে আসবে এই ক্যান্টিন। আশা করা যায় এই ক্যান্টিন মানুষকে সঠিক পরিষেবা দেবে। আজ উদ্বোধনের দিনে স্পেশাল মেনুতে ছিল ভাত, মুসুর ডাল, সোয়াবিন আলুর তরকারি এবং ডিম সেদ্ধ। দাম মাত্র ৫ টাকা। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা এখানে পরিচালনার দাযিত্বে রয়েছেন। এনারা অত্যন্ত যত্ন সহকারে পরিবেশন করছেন। আশা করি আগামী দিনে এনাদের ভরসায় এই ক্যান্টিন সফলভাবে চলবে। এখানে দিনে অন্তত প্রায়৩০০ লোক আসবেন বলে আশা করা যায়। পরবর্তীকালে হয়তো আমরা যা আশা করেছিলাম তার থেকেও বেশি লোক আসবেন।

দুই দেশ সফরের দ্বিতীয় পর্যায়, স্লোভাকিয়া পৌঁছলেন রাষ্ট্রপতি মুর্মু

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিলঃ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু দুই দেশ সফরের দ্বিতীয় পর্যায়ে বুধবার ভোরে স্লোভাকিয়ার রাজধানী ব্রাতিসলাভায় পৌঁছেছেন। ব্রাতিস্লাভায় রাষ্ট্রপতি প্রাসাদে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে গার্ড অফ অনারে সম্মানিত করা হয়। গতকালই তাঁর পর্তুগাল সফর শেষ হয়। ২৭ বছরের মধ্যে রাষ্ট্রপতির প্রথম পর্তুগাল সফর কুটনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। বিদেশ মন্ত্রকের পশ্চিম বিষয়ক সচিব তন্ময় লাল সাংবাদিকদের জানান, রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সেদেশের প্রধানমন্ত্রী লুই মন্টেনিগরোর বৈঠক সফল হয়েছে। দুই নেতা দ্বিপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন, জোর দেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির ওপর। তন্ময় লাল জানিয়েছেন, রাষ্ট্রপতি মুর্মু এবং প্রধানমন্ত্রী মন্টে নিগরোর মধ্যে আলোচনার পাশাপাশি বিভিন্ন স্তরে দ্বিপাক্ষিক আলোচনাও হয়।২৯ বছর পর ভারতীয় রাষ্ট্রপতির ঐতিহাসিক স্লোভাকিয়া সফরে সেদেশের প্রেসিডেন্ট পিটার পেল্লেগ্রিনির সঙ্গে রাষ্ট্রপতি মুর্মুর প্রতিনিধি পর্যায়ের আলোচনা, বৈঠক হয়। স্লোভাকিয়ার প্রধানমন্ত্রী রবার্ট ফিকোর সঙ্গেও তাঁর বৈঠকের কর্মসূচি রয়েছে। সেদেশের ন্যাশনাল কাউন্সিলের স্পিকার রিচার্ড রাসির সঙ্গেও রাষ্ট্রপতি সাক্ষাৎ করেন।

বিদেশি ব্যাঙ্কগুলির জন্য ভারতে প্রবৃদ্ধির আকর্ষণীয় সুযোগ ঃ নির্মলা সীতারমন

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল ঃ বিদেশি ব্যাঙ্কগুলির জন্য ভারতে প্রবৃদ্ধির আকর্ষণীয় সুযোগ রয়েছে। জানালেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন বলেছেন, ভারত বিদেশি ব্যাঙ্কগুলির জন্য একটি আকর্ষণীয় প্রবৃদ্ধির সুযোগ প্রদান করে এবং সরকার ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে বিদেশি বিনিয়োগকে সক্রিয়ভাবে উৎসাহিত করছে। লন্ডনে ভারত-ব্রিটেন বিনিয়োগকারী গোলটেবিল আলোচনায় ভাষণ দিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা নতুন ভারত গঠনকারী নীতিগত সহায়তার মাধ্যমে সুস্থায়ী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং বিনিয়োগের সুযোগ তৈরির জন্য সরকারের অগ্রাধিকারের কথা তুলে ধরেন।তিনি ব্যবসা ও বিনিয়োগের জন্য একটি উপযুক্ত পরিবেশ তৈরির জন্য সম্মতির বোঝা কমাতে এবং নিয়ন্ত্রণ সহজ করার জন্য প্রক্রিয়া ও প্রশাসনিক সংস্কার অনুসরণের জন্য সরকারের প্রচেষ্টার কথা তুলে ধরেন। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন, ভারত ২০৩২ সালের মধ্যে ষষ্ঠ বৃহত্তম বীমা বাজারে পরিণত হবে, ২০২৪-২০২৮ সালের মধ্যে ৭.১ শতাংশ সিএজিআর প্রবৃদ্ধির প্রত্যাশা রয়েছে, যা জি-২০ দেশগুলির মধ্যে দ্রুততম ক্রমবর্ধনশীল বীমা বাজারগুলির মধ্যে একটি।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ মাকতুমের, রাজনাথের সঙ্গে বৈঠক

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল ঃ ভারতে সফরে এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন দুবাইয়ের যুবরাজ শেখ হামদান বিন মোহাম্মদ বিন রশিদ আল মাকতুম। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর এক্স হ্যান্ডেলে দুবাইয়ের যুবরাজ জানিয়েছেন, নতুন দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করে আনন্দিত হলাম। আমাদের কথোপকথন সংযুক্ত আরব আমিরশাহী-ভারত সম্পর্কের শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করেছে, যা বিশ্বাসের উপর নির্মিত, ইতিহাস দ্বারা গঠিত এবং সুযোগ, উদ্ভাবন এবং স্থাযী.সমৃদ্ধিতে পূর্ণ ভবিষ্যত তৈরির জন্য একটি ভাগ করা দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা পরিচালিত।দুবাইয়ের যুবরাজের সঙ্গে সাক্ষাতের পর প্রধানমন্ত্রী মোদী টুইট করে জানিয়েছেন, দুবাইয়ের যুবরাজ শেখ হামদান বিন মোহাম্মদ বিন রশিদ আল মাকতুমের সঙ্গে দেখা করে খুশি হলাম। ভারত-সংযুক্ত আরব আমিরাশাহীর ব্যাপক কৌশলগত অংশীদারিত্বকে এগিযে.নিতে দুবাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই বিশেষ সফর আমাদের গভীর বন্ধুত্বকে পুনঃনিশ্চিত করে এবং ভবিষ্যতে আরও শক্তিশালী সহযোগিতার পথ প্রশস্ত করে।এদিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গেও বৈঠক করেছেন দুবাইয়ের যুবরাজ। তাঁদের মধ্যে প্রতিনিধি পর্যায়ের বৈঠক হয়। এর আগে বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্করের সঙ্গেও সাক্ষা করেন দুবাইয়ের যুবরাজ।

গ্যাস সিলিন্ডারের মূল্য বৃদ্ধি নিয়ে ভোক্তাদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া

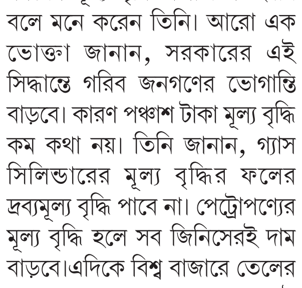

আগরতলা, ৯ এপ্রিলঃ গ্যাস সিলিন্ডারের মূল্য বৃদ্ধি নিয়ে জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হল গত মঙ্গলবার। ভোক্তারা জানান, একদিকে কর্মসংস্থানহীনতা এবং অন্যদিকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির এই সময়ে গ্যাস সিলিন্ডারের মূল্য বৃদ্ধিতে গরিব এবং মধ্যবিত্ত জনগণের ভোগান্তি বাড়বে।সোমবার দেশে রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারের দাম ৫০ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। ৫০ টাকা বৃদ্ধি পাওয়ায় যে গ্যাস সিলিন্ডারের মূল্য ছিল ৮২৯ টাকা, তা বেড়ে হয়েছে ৮৭৯ টাকা। গ্যাস সিলিন্ডারের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে এদিন গ্যাস এজেন্সিগুলিতে গ্রাহকদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। এক গ্রাহক জানান, সরকার বলছে এটা সাময়িক। কিছুদিনের জন্য। পরবর্তী সময়ে মূল্য কমানো হবে। কিন্তু বর্তমানে গ্যাস সিলিন্ডারের মূল্য বৃদ্ধিতে সবার ক্ষেত্রে এর প্রভাব পড়বে বলে মনে করেন তিনি। তিনি আরো জানান, একদিকে সারা দেশ এবং গোটা বিশ্বে কর্মসংস্থান হচ্ছে না, অপরদিকে দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি- এই অবস্থায .গ্যাস সিলিন্ডারের মূল্য বৃদ্ধির ফলে গরিব ও মধ্যবিত্ত জনগণের ভোগান্তি আরো বাড়বে।অপর এক ভোক্তা জানান, হঠা করে গ্যাস সিলিন্ডারের মূল্য বৃদ্ধি গরিব মানুষের জন্য খুব অসুবিধা সৃষ্টি করবে। হঠা করে এই ধরনের মূল্য বৃদ্ধি করা ঠিক হয়নি বলে মনে করেন তিনি। আরো এক ভোক্তা জানান, সরকারের এই সিদ্ধান্তে গরিব জনগণের ভোগান্তি বাড়বে। কারণ পঞ্চাশ টাকা মূল্য বৃদ্ধি কম কথা নয়। তিনি জানান, গ্যাস সিলিন্ডারের মূল্য বৃদ্ধির ফলের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাবে না। পেট্রোপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি হলে সব জিনিসেরই দাম বাড়বে।এদিকে বিশ্ব বাজারে তেলের দামের অনবরত পতনের মধ্যেই সোমবার থেকে পেট্রোল এবং ডিজেলের উপর আবগারি শুল্ক ২ টাকা করে বৃদ্ধি করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এর ফলে পেট্রোলের উপর আবগারি শুল্ক বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১৩ টাকা এবং ডিজেলের ক্ষেত্রে ১০ টাকা। কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তের পরই বিভিন্ন মহলে আশঙ্কা ফের বৃদ্ধি পেতে চলছে পেট্রোল-ডিজেলের মূল্য।

১১ এপ্রিল পর্যন্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস কাশ্মীরে, বইবে দমকা হাওয়াও

শ্রীনগর, ৯ এপ্রিল ঃ আগামী ১১ এপ্রিল পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টিতে ভিজবে কাশ্মীর উপত্যকা। এই সময়ে বইবে দমকা হাওয়াও। হালকা তুষারপাতও হতে পারে উঁচু পাহাড়ে। তবে, ১২ এপ্রিলের পর থেকে জম্মু ও কাশ্মীরে আবহাওয়ার উন্নতি হবে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ১১ এপ্রিল পর্যন্ত কাশ্মীরের নানা স্থানে হালকা বৃষ্টি হতে পারে এছাড়া দমকা হাওয়া হবে

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

২৭চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বৃহঃবার, ইংরেজীঃ১০ এপ্রিল ২০২৫, ৫৩৯ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ২৬ চৈত্র, চান্দ্র ৩০ বিষ্ণু মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৫ চৈত্র ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ২৪ চৈত্র ১৯৪৭, মৈতৈঃ৩০ লমতা, আসামঃ ১৫ চ'ত, মুসলিমঃ২৯-রমজান-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৩৪ঃ২৪ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ৪৮ঃ১১।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৫৩ঃ৪১(৩০) এবং অস্ত বিকাল ০৬ঃ৫৫ঃ১৮(৩০)।কৃষ্ণ পক্ষ ।তিথিঃঅমাবশ্যা (পূর্ণা) বিকাল ঘ ০৫ঃ০৫ঃ০৯ দং ২৮৪৬৩৭.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃউত্তরভাদ্রপদ রাত্রিঃ ০৮ঃ২১ঃ৪৩ দং ৩৬৫৮২.৫ পর্যন্ত পরে রেবতী করণঃনাগ বিকাল ঘ ০৫ঃ০৫ঃ০৯ দং ২৮৪৬৩৭.৫ পর্যন্ত পরে কিন্তুঘ্ন যোগঃব্রহ্ম রাত্রিঃ১১ঃ ১২ঃ৪৩ দং ৪৪৫৩২.৫ পর্যন্ত পরে ইন্দ্র অমৃতযোগঃদিন ০৯ঃ৩৯ঃ০৫ থেকে - ১২ঃ৫৪ঃ৪৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৮ঃ০৯ঃ৩১ থেকে - ১০ঃ ৩০ঃ৪৬ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ০৪ঃ ৫৬ থেকে - ০১ঃ৩৯ঃ০৫ পর্যন্ত, তারপর ০২ঃ২৬ঃ১০ থেকে - ০৪ঃ ০০ঃ২০ পর্যন্ত। কুলিকবেলাঃদিন ০৬ঃ২৩ঃ২৫ থেকে - ০৭ঃ১২ঃ২০ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ থেকে - ০৬ঃ৩৫ঃ২১ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০১ঃ১৩ঃ০৬ থেকে - ০২ঃ৪৪ঃ৫০ পর্যন্ত।কালবেলা দিন ০৫ঃ৩৪ঃ৩০ থেকে - ০৭ঃ ০৬ঃ১৩ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১৬ঃ ৩৩ থেকে - ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ থেকে - ০৭ঃ১৬ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ ০৬ঃ১৩ থেকে - ০৫ঃ৩৪ঃ৩০ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ১১১৫৯১৩ (২৬) ৪ পদচন্দ্রঃ ১১২০৫৬২৩ (২৭) ২ পদমঙ্গলঃ ২২৬৫৭৪৭ (৭) ৩ পদবুধঃ ১১৩২৪৪৮ (২৬) ১ পদ বৃহস্পতিঃ১২১৪১৫২ (৪) ৪ পদ শুক্রঃ১০২৭৩৯১৫ (২৫) ৩ পদ শনিঃ১০২৭২১১১ (২৫) ৩ পদ রাহুঃ১১৪৫৫১৯ (২৬) ১ পদকেতুঃ ৫৪৫৫১৯ (১২) ৩ পদবুধ বক্রি শুক্র বক্রি।লগ্নঃমীন রাশি সকাল ০৬ঃ২৩ঃ৩২ পর্যন্ত। মেষ রাশি সকাল ০৮ঃ০৪ঃ০৬ পর্যন্ত। বৃষ রাশি সকাল ১০ঃ০২ঃ২৯ পর্যন্ত। মিথুন রাশি সকাল ১২ঃ১৫ঃ৪৮ পর্যন্ত। কর্কট রাশি দুপুর ০২ঃ৩১ঃ৩১ পর্যন্ত। সিংহ রাশি বিকাল ০৪ঃ৪২ঃ ৫১ পর্যন্ত। কন্যা রাশি বিকাল ০৬ঃ ৫৩ঃ০২ পর্যন্ত। তুলা রাশি রাত্র ০৯ঃ ০৭ঃ১৩ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি রাত্র ১১ঃ২২ঃ৫৭ পর্যন্ত। ধনু রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ২৮ঃ১৫ পর্যন্ত। মকর রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ১৫ঃ০৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৪৮ঃ৩১ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

পশ্চিমবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতি মিটছেই না, পূর্বাভাস থাকলেও হচ্ছে না বৃষ্টি। ভ্যাপসা ও অস্বস্তিকর গরমে নাভিশ্বাস অবস্থা মহানগরী কলকাতায়। এমতাবস্থায় আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, সোমবার ও মঙ্গলাবার বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৬ ডিগ্রি বেশি।শনিবারও ভ্যাপসা গরম রয়েছে মহানগরী কলকাতায়, সকালের দিকে গরম তেমন অনুভূত না হলেও বেলা বা।ার সঙ্গে সঙ্গেই ভ্যাপসা গরম অনুভূত হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, সোমবার থেকে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ঝড়বৃষ্টি হতে পারে। কলকাতায় বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে হতে পারে বজ্রপাত। দমকা হাওয়ার বেগ থাকতে পারে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার। একই পূর্বাভাস রয়েছে হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ায়। বাকি জেলাগুলিতে ঝড়ের গতি হতে পারে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার। বেশ কয়েকটি জেলায় ঝড়বৃষ্টি হতে পারে মঙ্গলবারেও। জোয়ার-সকাল ৬ টা ৫১ মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫০ মিনিট। ভাটা-সকাল৭ টা ৫৬মনিট এবং রাত ৯ টা ৫৭মনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫টা ২৯মিনিট এবং অস্ত ৫টা ৫৩মনিট

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শুরু হলো এবছরের মধু সংগ্রহের কাজ সুন্দরবনে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,সুন্দরবন, ৯ এপ্রিল ঃ সুন্দরবনে শুরু হয়ে গেলো এ বছরের মধু সংগ্রহের কাজ। সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শুরু হল এই মধু সংগ্রহের কাজ। সোমবার সজনেখালি রেঞ্জের পর মঙ্গলবার থেকে রায়দিঘী রেঞ্জে আনুষ্ঠানিকভাবে মধু সংগ্রহের সূচনা হয়ে গেল। বন দপ্তর সূত্রে জানা গেল,এ বছর মোট ৫৫টি দলকে মধু সংগ্রহের জন্য পারমিট দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি দলে সদস্য সংখ্যা

পাঁচ থেকে সাত জনের মধ্যে। প্রথম পর্যায়ে পনেরো দিনের অনুমতি নিয়ে তাঁরা জঙ্গলে প্রবেশ করবেন। মধু সংগ্রহ মৌলেদের অন্যতম প্রধান জীবিকা হলেও এই কাজ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। বাঘের আক্রমণ কিংবা জঙ্গলের অন্যান্য বিপদের কথা মাথায় রেখেই এ বার নিরাপত্তায় জোর দিয়েছে বন দপ্তর। মৌলেদের আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে,জঙ্গলের কোন কোন অংশে তাঁরা যেতে পারবেন এবং কোন অংশে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।জঙ্গলে যাতে কোনও সমস্যা না হয় তাঁর জন্য বন দপ্তরের পেট্রোলিং চলবে নিয়মিত। এর পাশাপাশি মৈপীঠ উপকূল থানার পুলিশের তরফ থেকেও পুরোপুরি নজরদারি চালানো হবে।সুন্দরবন বায়োস্ফিয়ারের ডিরেক্টর নীলাঞ্জন মল্লিক বলেন,জীবনের দাম সব কিছুর থেকে অনেক বেশি।তাই মৌলেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই আমাদের প্রথম কাজ। সমস্ত মৌলেদের ফোন নম্বর বন দপ্তরের কাছে রাখা হয়েছে এবং বন দপ্তরের জরুরি নম্বর তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। কারও কোনও সমস্যা হলে সরাসরি তাঁরা যোগাযোগ করতে পারবেন। তাছাড়া নিরাপত্তার পাশাপাশি মৌলেদের জন্য ইনসিওরেন্সের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। কেউ আহত হলে ১ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ এবং কারও মৃত্যু হলে পরিবার পাবে ৫ লক্ষ টাকা। এছাড়াও মৌলেদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে মুখোশ, গ্লাভস,প্রয়োজনীয় ওষুধ। প্রতিটি দলের কাছে থাকা রেডিওর মাধ্যমে তাঁরা আবহাওয়া এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আপডেট পেয়ে যাবেন। সাধারণত ফাল্গুন মাসেই হেঁতাল গাছে ফুল ফোটে এবং তার পরেই অন্যান্য গাছ গুলিতে ফুল ফুটতে দেখা যায়। যেমন,আষাঢ় মাসের প্রথমদিকে খলসে ফুল ফোটে আর মৌমাছিরা এই সময় জঙ্গলে তাদের বাসা তৈরি করে এবং মধু সংগ্রহ করে চাক পরিপূর্ণ করে। সাধারণত ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ এই তিন মাস মৌলেরা মধু সংগ্রহ করে। অন্য সময় জঙ্গলে মৌচাক থাকলেও তাতে তেমন মধু থাকে না। অন্য সময়ে জঙ্গলের কোনো গাছে ফুল ফোটেনা ফলেমৌমাছিরা মধু সংগ্রহ করার পরিবর্তে বাসায় বসে মধু খেতে থাকে। এছাড়া ফাল্গুন চৈত্র মাসে তেমন ঝড় বৃষ্টি হয় না,ফলে মৌচাকের কোন ক্ষতি হয় না, আবার বৃষ্টি না হবার দরুণ ফুলের মধুতে জলের পরিমাণ কম থাকে ফলে মধু গাড় হয়।তাই ফাল্গুন চৈত্র এই দুই মাসই হল মৌলেদের মধু সংগ্রহের উপযুক্ত সময়।জঙ্গলে যাওয়ার পূর্বে মউলেরা মা বনবিবির উদ্দেশ্যে পুজো দেয়। ১৫ দিনের খাবার সামগ্রী বাদেও তাঁরা সঙ্গে নেয় একটি বড় দা বা হেসো, যা মধুর চাক কাটতে প্রয়োজন হয়। দলে যে কয়েকজন লোক থাকে, প্রত্যেকের জন্য ছোট অথবা মাঝারি দা থাকে, এ ছাড়া ও সঙ্গে থাকে বড় নেট জাল,৩টি হাড়ি, বালতি, বড় মোটা দড়ি,খড়, প্লাস্টিকের ড্রাম,টিনের ড্রাম। প্রত্যেকের জন্য একটি কদাকার মুখোশ, দুটি গামলা। এ সবই তাদের মধু সংগ্রহ করার সময় প্রয়োজন হয়। মৌলেরা সাধারণত জোয়ারের জলেই গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করার চেষ্টা করে।এদের জঙ্গলের পথঘাট সবই জানা থাকে,ফলে কোন পথে গেলে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছানো যাবে তা সহজেই নির্ধারণ করে নেয় তাঁরা। এই ভাবেই চলে মৌলেদের জীবন জীবিকা মৃত্যুকে হাতে নিয়ে।এই পনেরোটা দিন গ্রামের মহিলারা সারাদিন উপোস থেকে সন্ধ্যা নাগাদ ওরা বাড়ির পথে রওনা হচ্ছে ততক্ষণ ওরা মাছ মাংস শাক সবজি দিয়ে রান্না করবে না। আর এই ভাবে চলে সুন্দরবনের মউলে দের মধু সংগ্রহ। মধুর দামও এবার বাড়ানো হয়েছে। গতবারের তুলনায় কেজি প্রতি ৫ টাকা করে দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। বন দপ্তর মনে করছে এতে মৌলেরা কিছুটা হলে ও আর্থিকভাবে উপকৃত হবেন। এ বারের লক্ষ্য ১০ টন মধু সংগ্রহ।

ছাব্বিশের আগে দলীয় রিপোর্টে চিন্তায় সিপিএম

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ এপ্রিল ঃ পার্টি কংগ্রেস সবে শেষ হয়েছে। সামনেই ২৬-র নির্বাচন। সেই নির্বাচনের প্রস্তুতিতে নামার তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছে সিপিএম। তারা শূন্য থেকে ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া। কিন্তু পার্টির অভ্যন্তরীণ রিপোর্ট অন্য কথা বলছে। ভাবাচ্ছে আলিমুদ্দিনকে। দলের অভ্যন্তরীণ রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, তরুণদের মধ্যে পার্টি ও বামপন্থীদের আবেদন কম। এও বলা হয়েছে, তরুণদের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং তাদের চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করে এমন কোন বিষয় তুলে ধরা যায়, তাদের কাছে উপস্থিত করা যায় তা নিয়ে পার্টিকে বিবেচনা করতে হবে। পার্টির সাধারণ রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক দাবির মধ্যে তরুণদের জন্য উপাদানকে যুক্ত করতে হবে। পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়ায় পার্টির দুর্বলতার কথা মেনে নিয়ে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় দলের হস্তক্ষেপের মাত্রা কম হওয়াও একটা বাধা এক্ষেত্রে। কারণ, তরুণদের কাছে তথ্য সংগ্রহ ও মতপ্রকাশের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া প্রধান মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তরুণ প্রজন্মকে আকৃষ্ট করতে তাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যুব-ছাত্রদের আকর্ষণ করতে পারে এবং তাদের সমস্যা ও আকাঙ্ক্ষার কথা তুলে ধরতে পারে এমন রাজনৈতিক ও নির্দিষ্ট নীতিগত অবস্থান তৈরি করতে

হবে। পার্টি সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, ৩১ বছরের কম বয়সি তরুণ সদস্য সংগ্রহের ক্ষেত্রেও জোর দেওযা হচ্ছে। ৩১ বছরের কম বয়স এমন তরুণদের দলে যুক্ত করার ক্ষেত্রে ত্রুটি রয়েছে, এটা মেনে নেওয়া প্রয়োজন। সোশাল মিডিয়ায় তো এখনও বহু তরুণ বামেদের হয়ে গলা ফাটান কিন্তু বাস্তব অবস্থা বলছে, ওই গলা ফাটানোরা মূলত প্রচারের আলোয় থাকার জন্য। সংগঠনের কাজ করার মতো তরুণের অভাব রয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। আবার প্রায় সব তরুণ প্রজন্মের প্রার্থীরই জমানত জব্দ হয়েছে গত লোকসভা ভোটে। সেই তরুণ নেতৃত্ব অন্যান্য তরুণদের কোনও আস্থা অর্জন করতে পারেননি।

জেলা এবং রাজ্য কমিটিতেও তরুণ সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। তরুণ মুখ এনে ঘুরে দাঁড়ানোর মরিয়া চেষ্টা করছে সিপিএম। কিন্তু তারপরও পার্টির রোগমুক্তি হচ্ছে কি। তারা পাচ্ছে না হারিয়ে যাওয়া ভোট। যোগ্য তরুণ নেতৃত্ব এলাকায় এলাকায় উঠে আসতে দেখা যাচ্ছে না। সেভাবে আকৃষ্টই হচ্ছে না পার্টির দিকে। ২৬-র ভোটের আগে এটা সবচেয়ে বেশি ভাবাচ্ছে। আগামীদিনে বঙ্গ সিপিএমের মুখ হিসাবে তুলে ধরার লক্ষ্যেই তরুণ প্রজন্মের নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়কে দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে জায়গা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাতে কতটা কাজ হবে তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। অন্যান্য তরুনেরা দলের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার ক্ষেত্র তৈরীতে ব্যস্ত হওয়ার দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের অফিসের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় কমিটির সভায় মহাব্যবস্থাপক, শ্রীমতী সৌম্য মাথুর

গোরক্ষপুর, ৯ এপ্রিল ঃ উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের মহাব্যবস্থাপক, শ্রীমতী সৌম্য মাথুর, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের লখনউ ডিভিশনের মাননীয় সংসদ সদস্য এবং এমপি প্রতিনিধিরা আজ বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজারের অফিসের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় কমিটির সভায় অংশগ্রহণ করেন, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের সদর দপ্তরের প্রধান বিভাগীয় প্রধান এবং লখনউ ডিভিশনের বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার, শ্রী গৌরব আগরওয়াল এবং শাখা কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সভার শুরুতে, শ্রীমতী সৌম্য মাথুর উপস্থিত মাননীয় সংসদ সদস্য এবং এমপি প্রতিনিধিদের স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানান। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মহাব্যবস্থাপক শ্রীমতী সৌম্য মাথুর সংসদ সদস্য এবং সংসদ সদস্যদের প্রতিনিধিদের বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন যে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের কর্মব্যবস্থায লাইন ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি, যাত্রী সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, নিরাপদে ট্রেন পরিচালনা, কর্মচারী কল্যাণ, পরিবেশ সুরক্ষার জন্য পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। মহাব্যবস্থাপক বলেন যে, আমাদের নিবিড় পরিকল্পনা, কঠোর পরিশ্রম এবং উপলব্ধ সম্পদের দক্ষ ও উন্নত ব্যবহারের ফলে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের উল্লেখযোগ্য উন্নতির সাথে সাথে অনেক উসাহব্যঞ্জক সাফল্য অর্জিত হয়েছে।২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট ১০৫ কিমি। বুধওয়াল-গোন্ডা তৃতীয় লাইন প্রকল্পের আওতায় মাল্টি-ট্র্যাকিংয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে, যার মধ্যে

নেশামুক্ত গ্রাম গড়ে তুলতে পথে নেমেছে মানবাজারের বানসা গ্রামের মহিলারা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ এপ্রিল ঃ আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে দেশি মদ, চোলাই, মহুয়া খুবই প্রচলিত। আর গ্রামের পুরুষেরা এই নেশা করে পরিবারে অশান্তি করে - এই দৃশ্য বহু জায়গায় দেখা যায়। এবার তার বিরুদ্ধেই প্রতিবাদে সরব হলেন মানবাজারের কেন্দা থানার জামবাদ অঞ্চলের বানসা গ্রামে মহিলারা। সুস্থ সমাজ গড়ে তোলাই তাদের মূল লক্ষ্য। তাদের একটাই বার্তা, মদ বিক্রি বন্ধ করতে হবে ও নেশামুক্ত গ্রাম গড়ার তুলতে হবে। কারণ সুস্থ সমাজ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে মদ। এই মদের কারণেই প্রতিনিয়ত সংসারে অশান্তি হচ্ছে। পরবর্তী প্রজন্মের শিশুরা বেপথে চলে যাচ্ছে। সমাজ ধ্বংসের দিকে এগিযে যাচ্ছে। তাই যে কোনও উপায়ে মদ বিক্রি বন্ধ করতে হবে। গ্রামের মহিলারাই এই মুহূর্তে আন্দোলনের প্রথম সারিতে। কিছু পুরুষও তাদের সাথে যোগ দিয়েছে। এই বিষয়ে গ্রামের বাসিন্দা আলতা মাহাতো বলেন , এই মদের কারণে গ্রামের পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। বাড়ির পুরুষেরা প্রায় দিন মদ খেয়ে বাড়ি এসে অশান্তি করছে। মদ খাওয়া যদি বন্ধ না করা হয় তাহলে আগামী দিনে পরবর্তী প্রজন্মের ছেলেরাও মদের প্রতি আসক্ত হয়ে উঠবে। এতে সুস্থ সমাজ কোনওভাবেই গড়ে উঠবে না। নেশার কারণে যুব সমাজ ধ্বংসের পথে চলে যাচ্ছে। মদ বিক্রি বন্ধ হলে গড়ে উঠবে সুস্থ সমাজ। তা না হলে ধীরে ধীরে ধ্বংস হয়ে যাবে গ্রাম্য পরিবেশ। অন্ধকারে ঢেকে যাবে নবপ্রজন্ম।

প্রিয় শিক্ষকদের বিদ্যালয়ে ফেরানোর অনুরোধ নিয়ে পথে নামলো ছাত্র ছাত্রীরা

সৌরভ দাশ, বসিরহাট, ৯ এপ্রিল ঃ সুপ্রিম কোর্টের রায়ে চাকরি হারিয়েছেন হিঙ্গলগঞ্জের ভান্ডারখালি পূর্নচন্দ্র পাবলিক ইনস্টিটিউশানের তিন জন শিক্ষক। যার প্রভাব পরেছে বিদ্যালয়ের পঠন পাঠনে। প্রীয় শিক্ষক দের ফের বিদ্যালয়ে ফেরানোর আবেদন নিয়ে পথে নামলো ছাত্র ছাত্রীরা। বিদ্যালয়ে চলছে প্রথম পর্বের পরীক্ষা। বুধবার পরীক্ষা শেষে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিদ্যালয়ে ফেরানোর আবেদন নিয়ে প্ল্যাকার্ড হাতে পথে নামলো ভান্ডারখালি পি.সি.পি ইনস্টিটিউশানের ছাত্র ছাত্রীরা। প্রসঙ্গত এই বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণী পর্যন্ত প্রায় চারশতাধিক ছাত্র ছাত্রী পঠন পাঠন করে। চারশতাধিক ছাত্র ছাত্রীর জন্য বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সহ ছিলেন মোট আট জন শিক্ষক শিক্ষিকা।কিন্তু দেশের শীর্ষ আদালতের রায়ে রাজ্যে চাকরিহারা দের মধ্যে রয়েছেন এই বিদ্যালয়ের তিন জন শিক্ষক। তাদের অনুপস্থিতির প্রভাব পরেছে বিদ্যালয়ের পঠন পাঠনে। শিক্ষক দের ফিরে পেতে চেয়ে প্ল্যাকার্ড

হাতে বিদ্যালয়ের সামনে আবেদন জানায় ছাত্র ছাত্রীরা। পাশাপাশি বিদ্যালয় থেকে পুরানো জেটি ঘাট পর্যন্ত প্ল্যাকার্ড হাতে পথ হাটে তারা। তাদের সঙ্গে পথ হাটেন বিদ্যলয়ের শিক্ষক, পার্শ্বশিক্ষক সহ শিক্ষাকর্মীরা সকলেই।

বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক সব্যসাচী মন্ডল জানান,তিন শিক্ষক বিদ্যালয়ে না আসার প্রভাব পরেছে পঠন পাঠন সহ বিদ্যালয়ের পরীক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে। এই তিন শিক্ষক ই নবম ও দশম শ্রেণীর ইতিহাস,ভূগোল ও বিজ্ঞান বিষয়ক ক্লাস গুলি নিতেন।তাদের অঅনুপস্থিতিতে নবম দশমের সব ক্লাস করানোই দুস্কর হয়ে যাচ্ছে।পরীক্ষা চললেও পরীক্ষার খাতা দেখা কিভাবে হবে তানিয়েও সংশয় প্রকাশ করেন প্রধান শিক্ষক।

চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী কথা ও অভিনব চিত্র প্রদর্শনী

মলয় সুর ঃ সারা ভারতবর্ষের মধ্যে হুগলির চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পূজার উসব বিশ্ব বিখ্যাত। সেই পুজোকে ঘিরে ফরাসি শহরে প্রথম একটি চিত্র প্রদর্শনী ৪ ঠা এপ্রিল (শুক্রবার) শুরু হযেছে। চলবে ১০ই এপ্রিল পর্যন্ত। গ্যালারি দ্য মঁসিয়ে সুর আর্ট গ্যালারিতে। এই পুজোকে বিষয় করে প্রতিমা তৈরি থেকে গঙ্গায় বিসর্জন পর্যন্ত চিত্রগুলি বেশ দৃষ্টিনন্দনভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।। এমনকি শোভাযাত্রার আলোকসজ্জা বিভিন্ন আঙিনায় দেখানো হয়েছে। ৫০ টির বেশি ছবিগুলি তুলেছেন অর্থোপেডিক ডাক্তার ভাস্কর দাস। যদিও এর আগেও ভাস্কর বাবুর লেখা বই টাইমলাইন আলাস্কা প্রকাশিত হয়েছে। এদিন চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী কথা বইটি স্থানীয় বিধায়ক ইন্দ্রানীল সেন উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চন্দননগরের মেয়র রাম চক্রবর্তী, চন্দনগর কলেজের অধ্যক্ষ দেবাশীষ সরকার, কেন্দ্রীয় জগদ্ধাত্রী পূজা কমিটির সম্পাদক শুভজি সাউ, মায়া বুকস এর কর্ণধার শ্রীমতি ছন্দা সেন। বইটির লেখকরা হলেন আজকাল পত্রিকার প্রাক্তন কর্মী দেবাশীষ মুখোপাধ্যায় ও ইতিহাসবিদ ডক্টর বিশ্বনাথ বঃেদ্যাপাধ্যায। ১২১ পাতার বইটির মূল্য ৪০০ টাকা ধার্য হয়েছে। ফরাসি শাসনকালে ও এই শহরে জগদ্ধাত্রী পূজার প্রচলন ছিল। এই শহরে পুজোকে আরো জনপ্রিয .করার জন্য এই প্রচেষ্টা যা অতুলনীয। প্রদর্শনীতে শিল্পী হরে ঃদ্র রানার ডোকরার তৈরি জগদ্ধাত্রী প্রতিমা সকলের নজর কেড়েছে। অনুষ্ঠানটির উদ্যোক্তা বিশিষ্ট চিত্রকর প্রদীপ সুর ও অমিত মিত্র। এছাড়া অন্যান্য শিল্পীরা হলেন সুব্রত পাল, প্রবীর রায় ও চন্দন রায় প্রমুখরা। উল্লেখ্য, সংগঠনের পক্ষে প্রতিমা শিল্পী রবীঃদ্রনাথ পালকে মরণোত্তর সম্মানে ভূষিত করা হয়। অন্যদিকে দেবী মূর্তিকে যাঁরা রূপদান করেন সেই মৃশিল্পীরা হলেন বীরেন পাল, রাজকুমার পাল,অসিত পাল ও পুরোহিত জযন্ত ভট্টাচার্যকে সংস্থার তরফে সম্মানিত করা হয়।

পারদ হ্রাসের পূর্বাভাস, গরম কমারও ইঙ্গিত দক্ষিণবঙ্গে

কলকাতা, ৯ এপ্রিল ঃ তীব্র গরমে নাজেহাল অবস্থা সমগ্র দক্ষিণবঙ্গে, শহর থেকে জেলা সর্বত্রই অত্যধিক গরম। তবে, দক্ষিণবঙ্গে আগামী ৩ দিনের মধ্যে ২-৩ ডিগ্রি পারদ-পতনের পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। কমবে গরমও। সেই সঙ্গে আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হতে পারে। বুধবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৫ ডিগ্রি বেশি। মঙ্গলবারের তুলনায় বুধবার বেশ কিছুটা কমেছে নূন্যতম তাপমাত্রা। বৃহস্পতিবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে পারে, এমনটাই পূর্বাভাস আবহাওয়া দফতরের। বেশ কিছু জেলায় ঝড়বৃষ্টির জন্য সতর্কতাও জারি করা হয়েছে। সপ্তাহান্তে বৃদ্ধি পেতে পারে বৃষ্টি।

দক্ষিণ হাওড়ার একাধিক সেক্টর অফিসে আচমকা পরিদর্শনে পুরকর্তা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৯ এপ্রিল ঃ দক্ষিণ হাওড়ার একাধিক সেক্টর অফিসে এবার আচমকা পরিদর্শনে পুরকর্তা, গাফিলতি থাকলেই ব্যবস্থা সাফ জানালেন সৈকত চৌধুরী। রাস্তা সাফাই এবং নিকাশি নালার কাজ খতিয়ে দেখতে বুধবার দুপুরে দক্ষিণ হাওড়ার কয়েকটি সেক্টরে সারপ্রাইজ ভিজিটে যান উপ মুখ্য প্রশাসক সৈকত চৌধুরীর নেতৃত্বে পুরসভার কনজারভেন্সি দপ্তরের আধিকারিকরা। ওই সেক্টরগুলোতে কাজের অগ্রগতি দেখতে এদিনের এই পরিদর্শন বলে জানা গেছে। এই বিষয়ে সৈকত চৌধুরী জানান, দক্ষিণ হাওড়ায় পুরসভার কয়েকটি সেক্টরে এদিন পরিদর্শন করা হয। অভিযোগ রয়েছে মূলত চেষ্টা করেও সঠিকভাবে রাস্তা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা যাচ্ছে না। অনেক জায়গায় রাস্তায় জঞ্জাল পড়ে থাকছে। এটা দৃষ্টিকটু লাগছে। নর্দমাগুলো যাতে সঠিকভাবে পরিস্কার হয় সেগুলো কিভাবে কাজ করছে তা দেখার জন্য এদিন পরিদর্শনে যাওয়া হয়। কেউ যদি সঠিকভাবে কাজ না করেন তাহলে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কাজের কি উন্নতি হল তা দেখার জন্য ওয়ার্ডগুলিতে পরবর্তীকালে আবার পরিদর্শন করা হবে।

ঠাকুরপুকুর-কাণ্ডে ফুঁসে উঠলেন তৃণমূল নেতা কুণাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ এপ্রিল ঃ বুধবার ফের ঠাকুরপুকুর-কাণ্ডে ফুঁসে উঠলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। এ নিয়েই এদিন নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ শানান তিনি। অভিযুক্ত সেলেবরা কেন এখনও সকলে গ্রেফতার নয়, তা জানতে চাওয়ার পাশাপাশি আর জি কর হাসপাতালের প্রসঙ্গ টেনে এনে প্রশ্ন তোলেন, দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যুর পরও কেন ‘ বিপ্লবীরা’ প্রতিবাদ করছেন না? কুণাল ঘোষ প্রশ্ন তোলেন, যাঁরা বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালিয়ে একজন মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে তাঁদের এখনও কেন গ্রেফতার করা হল না? তৃণমূল নেতার প্রশ্ন, একজনের প্রাণ চলে যাওয়ার পরও কেন ‘ ইন্ডাস্ট্রি? তিনি লিখেছেন, টলিউডের বিপ্লবীরা ‘ ওয়াঃট জাস্টিস’ বলে মোমবাতি হাতে নামছেন না কেন? সঙ্গে এও বলেন, আপনাদের ইন্ডাস্ট্রি মদ্যপ, খুনি বলে? অর্থা ফের আরও একবার যে কুণালের নিশানায় টলিউডের তারকারা তা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রসঙ্গত, গত রবিবার ঠাকুরপুকুরে একটি গাড়ি ধাক্কা মারে সাত জনকে। পুলিশ সূত্রে জানা যায় সেই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে একজনের। পরবর্তীতে এই ঘটনায় নাম জড়ায় টলিউডের একাধিক সেলেবের। তাঁদের মধ্যে দু’জনকে জামিন দেয় আদালত।

হুগলি স্টেশন থেকে বিক্ষোভকারীদের মিছিল ডিআই অফিসে

হুগলি, ৯ এপ্রিল ঃ বুধবার হুগলির পথে চাকরিহারাদের বিক্ষোভের ছবি দেখা যায়। হুগলি স্টেশন থেকে মিছিল করে বিক্ষোভকারীরা ডিআই অফিসের দিকে মিছিল করেন। তাঁদের দাবি, যোগ্য ও অযোগ্যদের আলাদা করতে হবে। ফেরাতে হবে চাকরি। হুগলি মোড়ে জিটি রোড অবরোধ করেন চাকরিহারা শিক্ষকদের একাংশ। পরে শিক্ষা দফতরের ডিআই অফিসে গিয়ে গেটে তালা মারেন তাঁরা। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে চাকরিহারা তাঁরা। যদিও সরকারের তরফে এখনও বরখাস্তের চিঠি তাঁরা হাতে পাননি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বঃেদ্যাপাধ্যায় জানিয়েছেন, ‘ পাশে তিনি থাকবেন। কিন্তু তার পরও চাকরিহারাদের বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠেছে রাজ্যের কিছু অংশ।

ওয়াকফ সংশোধনী বিল বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল হয়ে গেল জয়নগরে

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৯ এপ্রিল ঃ ওয়াকফ সংশোধনী বিলবাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল হয়ে গেল জয়নগরে। ওয়াকফ সংশোধনী বিল বাতিলের দাবিতে জয়নগর থানার খাকুড়দহ জাঙ্গালিয়া ব্লক জমিয়তের উদ্যোগে মঙ্গলবার বিকালে খাকুড়দহ থেকে বেলিয়াচন্ডী বাজার ,বাংলার মোড় হয়ে গুদামের হাট হয়ে খাকুড়দহে গিয়ে মিছিল শেষ হয়। এপ্রিলের শুরুতে সংসদে পাস হওয়া ওয়াকফ সংশোধনী বিল সম্পূর্ণ প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত এই প্রতিবাদ কর্মসূচি চলবে বলে এদিন উদ্যোক্তাদের তরফে ঘোষণা করা হয়। আর এদিনের এই প্রতিবাদ মিছিলে যেকোনো ধরনের গন্ডগোল এড়াতে জয়নগর থানার আইসির নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল।

সুন্দরবনে বাঘে আক্রান্তদের দ্রুত সরকারি ক্ষতিপূরণ ও চাকরির দাবি তুললো এপিডিআর

দুরন্ত বার্তা, কুলতলি, ৯ এপ্রিল ঃ সুন্দরবনে বাঘে আক্রান্তদের দ্রুত সরকারি ক্ষতি পূরণ ও চাকরির দাবি তুললো এপিডিআর নামে একটি মানবাধিকার সংগঠন। তাঁরা সবার আগে গ্রামের যেখানে বাঘ ঢুকেছে সেখানে হাজির হয়ে যায় তাও বনদপ্তরের ফোন আসুক বা নাই আসুক। দেড় মাস আগে এই টাইগার রেসকিউ টিমের সদস্য

সুন্দরবন নিয়ে মানুষের আবেগের শেষ নেই। গত শীতের মরশুমে শুধু কুলতলির গ্রামে বাঘ ঢুকেছে ২৫ বার। সেই বাঘ আবার কোন ক্ষতি ছাড়া বনে ফেরানো সম্ভব হয়েছে। আর এই বাঘকে জঙ্গলে ফেরাতে বন দপ্তরের ব। ভূমিকার পাশাপাশি আরো বড় অবদান আছে গ্রামের মৎসজীবীদের যারা টাইগার রেসকিউ টিম নামে এলাকায় পরিচিত। সুন্দরবনে ৩৩ জনের একটি টাইগার রেসকিউ টিম (হুলো বাহিনী) ৫০০ টাকা রোজে বাঘ তাড়ায়। বনদপ্তরের আসার আগেই গনেশ শ্যামল কুলতলির মৈপিঠ নগেনাবাদ গ্রামে বাঘ রেসকিউ করতে গিয়ে তাঁর চোখ নষ্ট হয়ে যায় বাঘের আক্রমনে।এখন সে বাড়িতে কর্মহীন হয়ে নিদারুণ কস্টে দিনযাপন করছে। কুলতলি, মৈপীঠ সহ সু ন্দরবন এলাকায় বাঘে আক্রান্তদের পাশে থেকে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে চলেছে এপিডিআর নামে একটি মানবাধিকার সংগঠন। তাদের অধিকার ফিরিয়ে দিতে তাদের পাশে থেকে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে তাঁরা। আর সেই সংগঠনের দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলার সহ সম্পাদক মিঠুন মন্ডল বলেন,টাইগার রেসকিউ টিমের সদস্য গনেশ শ্যামল নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাঘ তাড়াতে গিয়ে বাঘের আক্রমনের শিকার হলো। বাড়ির একমাত্র রোজগেরে আজ করুন অবস্থা। তার বাড়িতে তিনটি মেয়ে আছে। তাঁর এই অবস্থার পরে প্রথম মাসে বনদপ্তর কিছু বাজার হাট ও ৪৫ দিন পর মাত্র ৫০ হাজার টাকা সাহায্য করেছে। অথচ ২০১৮ সালের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জয়েন্ট সেক্রেটারির অর্ডারে বলা আছে, রাজ্যে বাঘ আহতদের ২ লক্ষ টাকা ক্ষতি পূরনের কথা। সেখানে কেন মাত্র ৫০ হাজার টাকা দিয়ে চুপ করে গেল বন দফতর। তাঁর পরিবারের এক জনের কেন সরকারি চাকরি দেওয়া হবে না। আর বন দফতরের এই সহযোগিতায় বাকি ৩২ জন দিন মজুর টাইগার রেসকিউ টিমের সদস্যরা চিন্তায় পড়ে গেছে। আমরা চাই দ্রুত বন দফতর থেকে আহত ঐ রেসকিউ টিমের সদস্যকে সরকারি ক্ষতি পূরণের টাকা দেওয়া হোক এবং দ্রুত চাকরি দেওয়া হোক।

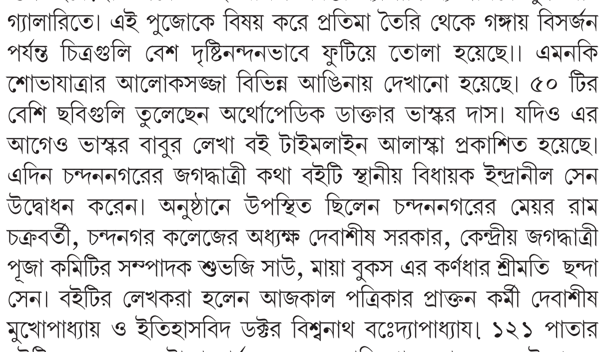

প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরও হুগলীর হরিপালে ডাকবাংলো মাঠে দেবী অন্নপূর্না তথা বাসন্তী পূজা করা হয়। দূর দূরান্ত থেকে ভক্তদের আগমন ঘটে। ভক্তিভরে পূজার্চনা মধ্যে দিয়ে সকলের উপস্থিতিতে উৎসবের আমেজ নিয়ে আসে। **ছবি বিনয় সিংহ রায়।**

মমতা দুর্নীতি করে শিক্ষকদের চাকরি জীবন সর্বনাশ করেছেন।, এখন লড়াই করতে গেলে লাঠিচার্জ ছাড়া আর কি করবেন ?’ হাওড়ায় মন্তব্য বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৯ এপ্রিল ঃ ’মমতা দুর্নীতি করে শিক্ষকদের চাকরি জীবন সর্বনাশ করেছেন। এখন লড়াই করতে গেলে লাঠিচার্জ ছাড়া আর কি করবেন ?’ হাওড়ায় মন্তব্য বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যের।তিনি বলেন, ’মমতা দুর্নীতি করেছেন। দুর্নীতি করে শিক্ষকদের চাকরি জীবনটা সর্বনাশ করেছেন। এরজন্য মমতা নিজেই দায়ী।’ বুধবার বিকেলে হাওড়ায় এক সমাবেশে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ওই মন্তব্য করেন বাম নেতা তথা বিশিষ্ট আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, ’মমতা দুর্নীতি করে এদের চাকরি জীবন সর্বনাশ করেছেন। এখন লড়াই

করতে গেলে লাঠিচার্জ ছাড়া আর কি করবেন ? মমতার নীতিই তাই। এই পুরো ঘটনাটির জন্য দায়ী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উনি দুর্নীতি করেছেন। টাকা দিয়ে শিক্ষকের চাকরি বিক্রি করেছেন। এখন কিছু ছেলেকে তিনি বিভ্রান্ত করছেন। তাঁরা বিভ্রান্ত না হয়ে আন্দোলনের পথে গেছেন। সেই কারণে তাঁদের পেটানো হচ্ছে। বিকাশ বাবু বলেন, এটা যোগ্য অযোগ্যের ব্যাপার নয়। এই নিয়োগ প্রক্রিয়াটাই দুর্নীতি। এখানে সবাই দুর্নীতির শিকার। শিক্ষকদের উপর লাঠিচার্জ করার নির্দেশ মমতার ছিল বলেই পুলিশ লাঠিচার্জ করেছে। দুর্নীতিতে সম্পূর্ণ মুখ্যমন্ত্রী জড়িত।’ উল্লেখ্য, হাওড়া পুরসভার অবিলম্বে নির্বাচন, বেলগাছিয়া ভাগাড়ে ক্ষতিগ্রস্থদের স্থায়ী পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ, সুষ্ঠু জলনিকাশি, জঞ্জাল অপসারণ, পরিশ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা করার দাবিতে বুধবার বিকেলে হাওড়ায় জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন ও হাওড়া ময়দান ফ্লাইওভারের নীচে বস্তি উন্নয়ন সমিতি, হাওড়া জেলা কমিটি আয়োজিত সমাবেশে এদিন বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য।

অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীদের ৩৭ তম বার্ষিক সাধারণ সভা

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ৯ এপ্রিল ঃ সু ন্দরবন অঞ্চল গভঃ পেনশনার্স এ্যাসোসিয়েশনের দক্ষিন ২৪ পরগনার উদ্যোগে বুধবার জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার আমন্ত্রন কমপ্লেক্সে ৩৭ তম বার্ষিক সাধারণ সভা হয়ে গেল।এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার সহ বিভিন্ন পেশার অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী গন।সংগঠনের বিভিন্ন ধরনের কাজের উপর এদিন আলোকপাত করা হয় এখানে।সংগঠনের বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করা হয় এদিন এখানে।জয়নগর ও তসংলগ্ন এলাকা থেকে বহু অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীরা এদিন এই সাধারণ সভায় উপস্থিত হয়ে তাদের মতামত প্রকাশ করেন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ১২৯ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৭ চৈত্র , ১৪৩১

আমেরিকার শুল্কের ধাক্কা

সম্পাদকীয়

অবশেষে আমেরিকার শুল্কের ধাক্কা ভারতকে সহ্য করতে হল। যে আশঙ্কা করা হয়েছিল, তা সত্য প্রমাণিত হল। আজ বুধবার থেকে কার্যকর হয়ে গিয়েছে। ট্রাম্পের 'শুল্কবাণে' বিশ্বজুড়ে বাণিজ্যযুদ্ধের আকার ধারন করেছে। প্রভাব পড়েছে ভারতের শেয়ার বাজারেও। এই পরিস্থিতিতে আজই জরুরী বৈঠকে বসতে চলছে নরেন্দ্র মোদির মন্ত্রিসভা। ট্রাম্পের নয়া শুল্কে ভারতের বাজারে যে ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে তার সমাধানের জন্যই এই বৈঠকে আলোচনা হয়। ভারতের উপর চড়া হারে শুল্ক চাপিয়ে ক্ষান্ত হলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রাম্প এটাকে একটা নাম দিয়েছেন, তিনি বলছেন 'পাল্টা শুল্ক'। ট্রাম্প তাঁর পাল্টা শুল্ক ঘোষণা করে ভারত সহ অন্যান্য দেশকে বুঝিয়ে দিলেন, তিনিও পারেন। হুঁশিয়ারি অনেক আগে থেকেই তিনি দিয়েছিলেন। আমেরিকার সঙ্গে যে যে দেশের বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে, তারা সকলেই ট্রাম্পের এই পাল্টা শুল্কের ধাক্কা খেতে হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, গোটা বিশ্বের উপর পাল্টা শুল্ক চাপিয়ে তিনি আমেরিকার শিল্প ও ব্যবসাকে স্বাধীনতা দিয়েছেন। তিনি দাবি করেন, আমেরিকায় ব্যবসা করে বহু দেশ বড়লোক হয়েছে। এবার আমেরিকার তাদের থেকে পাল্টা আদায় করার সময়। কোন দেশ মার্কিন পণ্যের উপর কত শুল্ক চাপায় সেই তালিকা নিয়ে হাজির হন ট্রাম্প। পাল্টা আমেরিকা কার উপর কত শুল্ক চাপাচ্ছে, সেই তালিকাও তুলে ধরেন। তালিকায় দেখা যাচ্ছে- ভারত মার্কিন পণ্যের উপর গড়ে ৫২ শতাংশ শুল্ক চাপায়, পাল্টা হিসেবে ট্রাম্প ভারতীয় পণ্যের উপর গড়ে ২৭ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছেন। অর্থাৎ, মার্কিন বাজারে যে কোনও ভারতীয় পণ্য ২৭ শতাংশ দামি হয়ে গেল। বাজারে জিনিসের দাম বাড়লে তার চাহিদা কমে। ফলে ট্রাম্পের পাল্টা শুল্কে মার্কিন বাজারে ভারতীয় পণ্যের বিক্রি আগের থেকে কমে যায়। আমেরিকায় ভারতের রপ্তানি কমবে, যার ধাক্কা এসে লাগবে ভারতীয় অর্থনীতিতে। তবে ভারতের ক্ষেত্রে আশার দিক হল, দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের উপর ট্রাম্প আরও বেশি হারে শুল্ক চাপিয়েছেন। ভিয়েতনামের পণ্যের উপর ৪৬ শতাংশ, থাইল্যান্ড ও বাংলাদেশের পণ্যের উপর ৩৭ শতাংশ, শ্রীলংকা ও পাকিস্তানের উপর যথাক্রমে ৪৪ ও ৩০ শতাংশ শুল্ক চেপেছে। সর্বোপরি চিনের পণ্যের উপর চেপেছে ৩৪ শতাংশ শুল্ক। আমেরিকার বাজারে পণ্য ও পরিষেবা বেচার ক্ষেত্রে এই দেশগুলি ভারতের প্রতিযোগী। ভারতের চেয়ে এদের উপর শুল্কের বোঝা বেশি হলে প্রতিযোগিতায় ভারতের তুলনামূলক সুবিধা। ট্রাম্প সেকথা ঘোষণাও করেছেন। জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার মতো আমেরিকার বন্ধু দেশও হুমকি দিয়েছে মার্কিন পণ্যের উপর চাপানো শুল্ক আরও বেশি করার। ভারতের বার্তা- শুল্ক কমানোর। ভারত-আমেরিকার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা এখনও চলছে। আলোচনা চলছে পরস্পরের জন্য বাজার পুরোপুরি উন্মুক্ত করার। ভারত একই ধরনের বাণিজ্য চুক্তি চাইছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গেও। তবে আপাতত ট্রাম্পের পাল্টা শুল্কের ধাক্কায় বিপন্ন ভারতের অলংকার শিল্প। আমেরিকায় ভারত থেকে সবচেয়ে বেশি যায় অলংকার। এই শিল্পকে বাঁচাতে কেন্দ্রের উচিত কোনও পদক্ষেপ করা। যা এই বাজারকে চাঙ্গা করতে সহায়তা করবে। এই মুহুর্তে মোদি সরকারের মুখ বন্ধ। তারা এই বিষয়ে কোনও কথা বলছেন না। ট্রাম্পের এই শুল্কের আঘাত ভারত কতটা সহ্য করতে পারে সেটাই দেখার। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্কবাণ আছড়ে পড়ার পরে অন্যান্য দেশের মতোই ধস নেমেছে ভারতের শেয়ার বাজারেও। গত সোমবার দিনের শেষে দেখা যায়, ২.৯৫ শতাংশ পড়েছে সেনসেক্স। এমনকি দুপুরের দিকে প্রায় চার হাজার পয়েন্ট পড়ে গিয়েছিল সূচক। তবে সোমবারের রক্তক্ষরণ হলেও পরের দিন মঙ্গলবার ঘুরে দাঁড়ায় বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ। বাজার খুলতেই একলাফে হাজার পয়েন্ট বেড়ে সেনসেক্স পৌঁছে যায় ৭৪ হাজারের ঘরে। স্বমহিমায় ফেরে নিফটিও। ২২ হাজার ৫০০ পেরিয়ে যায় নিফটির সূচক। কিন্তু একদিনের মধ্যে আজ ফের পতন শেয়ার বাজারের সূচকে। প্রায় ৫০০ পয়েন্টের নিচে নেমেছে সেনসেক্স। নিফটিও প্রায় ২০০ পয়েন্টের নিচে।

জাতীয় চেতনা

আমেরিকার পার্ল হারবার বন্দর একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছে জাপানের বিমান সেনারা। জাপানকে শায়েস্তা করতে আমেরিকা হিরোসিমা এবং নাগাসাকিতে আনবিক বোমা নিক্ষেপ করলো। হিরোসিমাতে আনবিক বোমা ফেলায় জাপান দুর্বল হল এবং আত্মসমর্পণ করলো। রাশিয়ার পথকে ভারতের কমিউনিস্টরা আদর্শ পথ বলে গ্রহণ করার ফলে সেই সময়ে রুশ বন্ধু ব্রিটিশ সরকার বিরোধী কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেনি। কমিউনিস্টরা মহাত্মা গান্ধিকে সমর্থন করলেও নেতাজি এবং রাসবিহারী বোসকে সমর্থন দিতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সমাজতান্ত্রিক ঘেঁষা মানুষ ছিলেন। তিনি রাশিয়ার সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে শুরু করলেন। চিনের কমিউনিস্ট নেতাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তুললেন। অতিরিক্ত চিন বন্ধুত্বের গুণগার দিতে হল। ভারত থেকে তিব্বত হাতছাড়া হল। তিন ভারত যুদ্ধ হল। যে তিব্বতে ভারত প্রবেশ করতে সমর্থ ছিল সেই তিব্বতকে চিন অধিকার করলো। সীমান্তে ম্যাকমোহন লাইন তৈরি হল। ভারত চিন সীমান্ত নির্ধারণ হয়ে গেল। চিন যদিও আজও পর্যন্ত ম্যাকমোহন লাইনকে ভারত চিন সীমান্ত বলে মেনে নেয় না। এই সব ভুলের সংশোধন শুরু হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদি কাশ্মীরটাকে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত করেছেন। কাশ্মীর থেকে লাদাখকে আলাদা কেন্দ্র শাসিত রাজ্য হয়েছে। জম্মু-কাশ্মীরের ভারতের জাতীয় পতাকা তুলতে গিয়ে ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মারা গিয়েছিলেন। তার প্রতিশোধ গ্রহণ করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা তুলে দিয়ে। কাশ্মীর ভারতের অন্য রাজ্যের মতো থাকবে। আলাদা করে তাদের কোনও সংবিধান থাকবে না। ভারতের সংবিধান সেখানে চালু থাকবে। কাশ্মীরের যে নিজস্ব পতাকা ছিল তা আর নেই। একমাত্র ভারতের জাতীয় পতাকা সেখানকার মূল সরকারি পতাকা। জাতীয়তাবাদ বিরোধী সিদ্ধান্ত নিয়ে এখন আর টিকে থাকা যাবে না সেটা ক্রমশ পরিস্কার হয়ে যেতে শুরু করে দিয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতা এবং ভারতের সংবিধানকে রক্ষা করতে গেলে জাতীয়বাদ ছাড়া আর কেনও ভিন্ন পথ খোলা নেই সেটা ক্রমশ পরিস্কার। অতীতের মতকে ভুলে গিয়ে বর্তমানকে গ্রহণ করতে হবে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন বদ বেদান্ত সব কিছুই ভরসা করে রয়েছে মায়ের শক্তির ওপরে। প্রকৃত মাতৃশক্তির সংজ্ঞাকে বুঝতে হবে। পড়তে হবে। তার থেকে জ্ঞান আহরণ করতে হবে। নিজেকে নিষ্ঠাবানে পরিণত করতে হবে। মনের এবং শরীরের শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। সব বিষয়ে ারদর্শি হতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ এই সময়ে দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। ঠাকুর বলতেন, সবার শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। রম সত্যের উপাসক হতে হবে। তবেই মা ভবানীর শক্তি অর্জন করা সম্ভব হবে। তিনি বললেন, মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সভ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেঅ অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে।

সঙ্গীতের দিকপাল জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ আজও অবিস্মরণীয়

কৌশিক দাস

(পূর্ব প্রকাশের পর) পড়তেন খ্রিস্টান মিশনারি স্কুল 'কলিনস ইনস্টিটিউট'-এ। স্কুলে তেমন একটা গানবাজনা না হলেও বাড়িতে পুরোদমে হত। তবে সে ব্রাহ্মসঙ্গীত এবং রবীন্দ্রনাথের গান। ঠাকুরদাদা দ্বারকানাথ ঘোষ ছিলেন হারমোনিয়মের ভারতীয় সংস্করণের স্রষ্টা। তাঁর হারমোনিয়ম প্রস্তুতকারক সংস্থার নাম 'ডোয়াকিন অ্যান্ড সন্স'। সেখানে হারমোনিয়ামের পাশাপাশি বিক্রি হত ক্ল্যারিওনেট, কর্নেট প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র। বাড়ির পিয়ানো অর্গ্যানের পাশাপাশি সেই সব যন্ত্রতেও হাত পাকাতেন ছোট জ্ঞানপ্রকাশ। পরিবারের সদস্যেরা মিলে অর্কেস্ট্রা তৈরি করেছিলেন। কোনও পয়সা না নিয়েই সেই অর্কেস্ট্রা তাঁরা বাজিয়ে আসতেন বিভিন্ন জায়গায়। এ সবের সঙ্গেই ক্রিক রো-র বাড়িতে খেলাধুলোর ক্লাব শুরু হয়। তখন জ্ঞানপ্রকাশ স্কুলে পড়েন। ছবি আঁকাতেও তাঁর হাত বেশ দড় ছিল। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর আঁকা দেখে জানিয়েছিলেন, ছেলেটির আঁকার সহজাত প্রবণতা আছে। ম্যাট্রিকুলেশনে পালি ভাষায় 'লেটার পেলেন। ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। সেখানে খেলাধুলো, গানবাজনা, অভিনয় সব কিছুতেই অংশ নিতেন। এর মধ্যেই প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে বিএ পাশ করলেন। এমএ-তে ভর্তি হলেন বিশ্ববিদ্যলয়ে। এর পাশাপাশি বাবা কিরণচন্দ্রের আগ্রহে আইন পড়াও শুরু করেন তিনি।

একবার জ্ঞান প্রকাশকে চোখের আঘাতে ধরাশায়ী করেছিল। সব কিছু থেকে সরিয়ে তাঁকে সঙ্গীতের দরবারে এনে ফেলল এই প্রতিকূলতা। ছোট থেকেই তবলার শিক্ষক থাকলেও জ্ঞানপ্রকাশের এ বিষয়ে প্রধান শিক্ষা হয় মসীত খানের হাতে। তার আগে যদিও আজীম খানের কাছে দীর্ঘ দিন তবলা শিখেছিলেন তিনি। বছর পঞ্চাশের মসীত খান বাইশ-তেইশের জ্ঞানপ্রকাশকে বাড়িতে এসে তবলা শেখাতেন। তখন পুরোদমে তবলা শেখা চলছে, পাশাপাশি গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তীর কাছে চলছিল গান শেখাও। বস্তুত, সঙ্গীতের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর অনায়াস যাতায়াত ছিল। শেখার আগ্রহ যেমন ছিল, তেমনই ছিল শেখানোর আগ্রহ। কিন্তু মসীত সাহেব এই শেখানোর ব্যাপারটা পছন্দ করতেন না। এক জন শিক্ষার্থী কি শেখাতে পারে? এই প্রশ্ন ছিল মসীত সাহেবের। কিন্তু জ্ঞানপ্রকাশের যুক্তি ছিল, তিনি যা শিখেছেন সেগুলি ছাত্রদের শেখালে শেখা বিষয়গুলি চর্চার পাশাপাশি রপ্তও হয় সহজে। সঙ্গীত জীবনে নতুন করে পথ চলার শুরু তাঁর এ ভাবেই। তার পর আর পিছনে তাকাতে হয়নি জ্ঞানপ্রকাশকে। শিক্ষকের সংখ্যাও দিন দিন যেমন বেড়েছে, তেমনই বেড়েছে শিক্ষার্থীর সংখ্যাও। সঙ্গীত শিক্ষার আশ্চর্য পদ্ধতি নেন জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ।

যৌবনের বেশির ভাগ সময় জুড়েই তিনি শুধু সংগ্রহ করে গিয়েছেন কখনও তবলার মহার্ঘ গত, কখনও আবার কণ্ঠসঙ্গীতের গায়কী। নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিলেন সঙ্গীতের কাছে। বড় কোনও শিল্পীর সঙ্গীত পরিবেশন শুনে তিনি শিখেছেন। শিখেছেন তাঁদের সঙ্গে বাজিয়েও। জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ বিশ্বাস করতেন, ভাল যা কিছু নিজের ভেতর গ্রহণ করা হয় তার পুরোটাই শিক্ষা। তাঁর ছাত্র অজয় চক্রবর্তীর কথায় গুরুজি সমস্ত মানুষের ভালটা গ্রহণ করার চেষ্টা করেছেন। যা শুনে তিনি ভাল বলতেন, সেটাকেও তালিম বলে মানতেন। তাই বাড়ির আসরে যখন বড়ে গোলাম আলি বা আমির খান সঙ্গীত পরিবেশন করতেন, তখন একনিষ্ঠ ছাত্রের মতো শিখতেন জ্ঞানপ্রকাশ। একই রকম ভাবে শিখতেন তাঁর ছাত্রদের কাছ থেকেও। আসলে সঙ্গীতচর্চায় এমন খোলা মনকেই বরাবর গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি।

সমকালীন শিল্পীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল খুব মধুর।তাঁর পুত্র তবলাবাদক মল্লার ঘোষ জানিয়েছেন, প্রাচী সিনেমার কাছে তাদের ডিক্সন লেনের বাড়িতে আচার্য বড়ে গোলাম আলি খান একাধিক বার থেকেছেন। তিনতলা সে বাড়ির উঠোনে আসর বসত। আচার্য আমির খান সাহেবও থেকেছেন। রবিশঙ্কর, আলি আকবর খানও সারা দিনের জন্য আসতেন। রেওয়াজ করতেন। মল্লারের কথায় , বাবা তাঁদের সঙ্গে

বাজাতেন। শিখতেন। যেন বাবাকে তালিম দিচ্ছেন সবাই। এটা ঠিক আদানপ্রদান নয়, তাঁরা ভালবেসে শিখিয়ে যেতেন। আসলে সে সময়ের শিল্পীদের কাছে জ্ঞানবাবুর সঙ্গ করাটা একটা বিরাট ব্যাপার ছিল। লখনউ থেকে আহমেদ জান থিরকৌয়া এমনই এক আসরে তবলা বাজিয়ে, জ্ঞানপ্রকাশকে তালিম দিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি সম্পর্কে আবার মসীত খানের বন্ধু ছিলেন। এখনকার তবলাবাদক জাকির হোসেনের বাবা আল্লারাখা খানও ডিক্সন লেনের এই বাড়িতে এসেছেন। জ্ঞানপ্রকাশের সঙ্গে এ বাড়ির উঠোনে আসরও বসিয়েছেন। হারমোনিয়ামের সঙ্গে জ্ঞানপ্রকাশের সম্পর্ক ছিল অটুট। সে কালের শিল্পীদের কাছে ' অ্যান্ড সন্স'-এর হারমোনিয়ম ছিল একটা আভিজাত্যের ব্যাপার। পারিবারিক কারণে ছোট থেকেই সেই হারমোনিয়ামের সঙ্গে বিশেষ ভাবে পরিচিত ছিলেন জ্ঞানপ্রকাশ। তবে তিনি নিজে শেষের দিকে সেই হারমোনিয়াম ব্যবহার করতেন না। 'সুর ও বাণী'র হারমোনিয়াম-ই ছিল তাঁর খুব প্রিয়। প্রস্তুতকারক যোগেশচন্দ্র বিশ্বাস। বছরে তিন-চার বার সেই হারমোনিয়াম 'টিউনিং করতে আসতেন যোগেশবাবু। সারা দিন তাঁর লেগে যেত জ্ঞানবাবুর দু'-তিনটি হারমোনিয়াম ঠিক সুরে বাঁধতে। মাঝে মাঝেই তিনি বলতেন, দেখুন তো জ্ঞানবাবু, 'নি-টা ঠিক সুরে লাগছে কি না? আচ্ছা গা-টা ' জ্ঞানপ্রকাশ রিডের তলায় থাকা পিতলের পাতগুলিকে আরও কতটা ঘষে বা চেঁচে সুর ঠিক করতে হবে, যোগেশবাবুকে বুঝিয়ে বলে দিতেন। আর যোগেশবাবুও লাফিয়ে উঠে বলতেন, উফ্ অসাধারণ! আসলে ঠিকঠাক ' করতে গেলে শুধু ভাল হারমোনিয়াম বাদক হলেই হয় না, কানে সুর থাকার প্রয়োজন। পাশাপাশি হারমোনিয়ামের প্রযুক্তিগত দিকটাও জানা দরকার। জ্ঞানপ্রকাশের এই তিনটি গুণই যথার্থ অর্থে ছিল। সাধে কি আর সঙ্গীতকার কবীর সুমন বলেন, আচার্য জ্ঞানপ্রকাশ হারমোনিয়াম বাদনেও প্রকৃত অর্থে গুরু ছিলেন।সুরকার জ্ঞানপ্রকাশের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের পুরো তালিম ছিল। ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রের যে মাদকতা আছে, সেই মহিমা সর্বসমক্ষে এনেছিলেন তিনি। ভারতে যতগুলি তালবাদ্য পাওয়া যায় তার সব ক'টি নিয়ে একটি অর্কেস্ট্রা সৃষ্টি করেছিলেন। নাম দিলেন 'ড্রামস অফ ইন্ডিয়া'। ষাটের দশকের শেষে সেটি এইচএমভি থেকে রেকর্ড হয়ে বেরোয়। সারা পৃথিবীতে এই রেকর্ড ভীষণ জনপ্রিয় হয়েছিল। অস্ট্রেলীয় সরকার সেই রেকর্ডের ১০ হাজার এলপি এইচএমভি কোম্পানির কাছে অর্ডার দিয়েছিল। কী ছিল না সেই তালবাদ্যের তালিকায়- ঢোল, খোল, নাল, নাকাড়া, পাখোয়াজ, ঢাক, তবলা, মৃদঙ্গ প্রভৃতি। বাংলা এবং হিন্দি ভাষার অসংখ্য চলচ্চিত্রে তিনি সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে কাজ করেছেন। সমস্ত ছবিই সেই আমলে ভীষণ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল- বিচার, বসন্তবাহার, রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত, আঁধারে আলো, যদু ভট্ট ইত্যাদি। তাঁর সুরে গান গেয়েছেন বড়ে গোলাম আলি খান, আমির খান, বিলায়েত খান থেকে শুরু করে মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। অনেক শিল্পী গান তুলতেও আসতেন তাঁর কাছে। তার মধ্যে উল্লেখ্য কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, সুমিত্রা সেন প্রমুখ। জ্ঞানপ্রকাশের সুরে পঞ্চাশের দশকে দু'টি ভজন রেকর্ড করেছিলেন কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৪১-'৪২ সাল নাগাদ জ্ঞানপ্রকাশ তখনকার বোম্বেতে পাড়ি দিলেন। এই সময়ে তিনি হিন্দি ছবি 'পরায়া ধন'-এ অভিনয় করেন। ছবিটির সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন জ্ঞানপ্রকাশ।

আকাশবাণীতে জ্ঞানপ্রকাশের অবদান ছিল অনবদ্য। দক্ষিণ ভারতের বালমুরলী কৃষ্ণ এবং জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ ছিলেন আকাশবাণীর প্রথম সঙ্গীত প্রযোজক। এই পদে তিনি প্রায় ১৫ বছর কাজ করেছেন। সহকর্মী হিসেবে পেয়েছেন সুদিন চট্টোপাধ্যায়, ভি জি যোগ, বিমান ঘোষ, সুরেন পাল প্রমুখকে। তাঁর আমলে আকাশবাণীর সঙ্গীত বিভাগ ঢেলে সাজা হয়েছিল। প্রযোজক থাকাকালীন 'রম্যগীত এবং সঙ্গীতাঞ্জলি ' নামের দু'টি অনুষ্ঠান শুরু করেন। শ্রোতৃমহলে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল এই অনুষ্ঠান দু'টি। আকাশবাণীর কাজ করতে গিয়ে নিত্যনতুন সঙ্গীতের উদ্ভাবনও করতেন জ্ঞানপ্রকাশ। বিদেশেও জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ নানান অনুষ্ঠান করেছিলেন। সঙ্গীতকার হিসেবে প্রায় সারা পৃথিবী ঘুরেছেন। জাপানে এবং রাশিয়ায় ভারতের হয়ে জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ প্রতিনিধিত্ব করেছেন কয়েকটি অনুষ্ঠানে। এ ছাড়া মার্কিন মুলুকের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতাও করেছেন প্রায় ৫ বছর। সানফ্রান্সিসকো স্টেট ইউনিভার্সিটি, বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি সঙ্গীত বিষয়ক শিক্ষক ছিলেন। বালিগঞ্জের কাছে 'হেমছায়া নামের বাড়িতে জীবনের শেষ ৩০ বছর কাটিয়েছেন ভারতীয় সঙ্গীতের এই দিকপাল ব্যক্তিত্ব। ১৯৯৫ সালে এক বার তিনি মস্তিস্কে রক্তক্ষরণের কারণে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। এর পর সুস্থ হয়ে উঠলেও বছর দু'য়েকের মধ্যে হৃদরোগে আক্রান্ত হলেন জ্ঞানপ্রকাশ। এ যাত্রা আর রক্ষা মিলল না। ৮৪ বছর বয়সে 'হেমছায়াতেই মারা যান বহু খ্যাতনামা শিল্পীর এই সঙ্গীতগুরু। (পুনঃপ্রকাশিত)

জ্ঞানই ধন উপার্জনের পথটাকে খুলে দেয়

যিনি জ্ঞানী তাদের ধন উপার্জন করতে আলাদা করে উদ্যোগী হতে হয় না। জ্ঞানই ধন উপার্জনের পথটাকে খুলে দেয়। মনের শক্তিটাকে খুলে দিতে হয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব সারা জীবন ধরে তিনি নারী জাগরণে কথা চিন্তা করে গেছেন। তিনি কোনও দিনই নারীদের অপমান তো দূরের কথা তাদেরকে শ্রদ্ধা করতেন। তিনি বলতেন, নারীরা প্রাচীন ভারতের আদর্শ ছিল। বর্তমান যুগেও নারীরা ভারতের আদর্শ। নারীদের সমানে রেখে দেশ এগিয়ে চলে। আজকের বিশ্বে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে নারীরা এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। নারীরা না থাকলে বা নারী শক্তি না থাকলে একটি দেশ কোনও সময়ে সমানের দিকে এগিয়ে যেতে পারে না। এখন প্রতিটি দেশের উন্নয়নের জন্য নারী শক্তির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। নারীরা হচ্ছে প্রেরণাদায়ী। তাঁরা পুরুষ জাতিতে প্রেরণা নামক শক্তি দিয়ে থাকেন। সেই শক্তি গ্রহণ করে পুরুরা কাজ করে চলে। সংসার নারীর দ্বারা পরিচালিত হয়। জীবন পরিচালিত হয়। সন্তান সন্ততিরা পরিচালিত হয়ে থাকে। নারী শক্তি সংসারে সবাই লাভ করতে পারলে সংসার সুখের হয়। দেশ সমৃদ্ধ লাভকরে। ধনবান হয় দেশ। চৈতন্যদেব শচীমাতাকে শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসতেন বলেই তিনি বড় হতে পেরেছিলেন। শচীমাতাও চৈতন্যদেবকে ভালোবাসতেন। মা সরদার ছিলেন ভক্তির প্রতীক। তিনি সবার ভালো করার কথা ভাবতেন। সবার উপকারের কথা ভাবতেন। মা সারদা ছিলেন নারী শক্তি জাগরণেপ্রতীক। তিনি নারী শক্তিকে জাগরিত করতে সক্ষম ছিলেন। করে। ধনবান হয় দেশ। চৈতন্যদেব শচীমাতাকে শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসতেন বলেই তিনি বড় হতে পেরেছিলেন। শচীমাতাও চৈতন্যদেবকে ভালোবাসতেন। মা সরদার ছিলেন ভক্তির প্রতীক। তিনি সবার ভালো করার কথা ভাবতেন। সবার উপকারের কথা ভাবতেন। মা সারদা ছিলেন নারী শক্তি জাগরণেপ্রতীক। তিনি নারী শক্তিকে জাগরিত করতে সক্ষম ছিলেন। চৈতন্যদেবকে ঘিরে একদল বৈষ্ণব পদাকারের দেখা মিলল। তাঁরা বৈষ্ণ পদাবলি রচনা করতে শুরু করেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন মুরারি গুপ্ত, রূপ ও সনাতন, উদ্বব দাস, নরহরি সহ আরও অনেকে। এনারা বৈষ্ণ পদাবলি রচনা করে বাংলার রাদা কৃষ্ণের প্রেম লীলাকে প্রচার করতে শুরু করলেন। ফলে তন্ত্র সাধনা বা শক্তি সাধনা থেকে বাংলার একটি অংশ বের হয়ে এসে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হল।

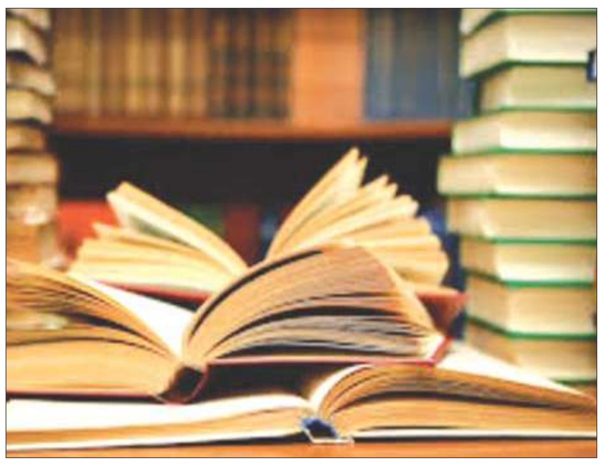

আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণে রামপ্রসাদ, বামাক্ষ্যাপা আরা বাংলার শ্যামা সাধনাকে নতুন আঙ্গিকে প্রকাশ করলেন। সেখানে শ্যামা বাংলার একজন মেয়ে হয়ে দেখা দিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মা কালীকে শুধু পুজো করলে হবে না। তার সাধনা করতে হবে। বেদ পড়লেই চলবে না। শাস্ত্র পাঠ করলেই চলবে না। পুজো অঞ্জলী দিলেই কালী সন্তুষ্ট হল না। মানুষের সেবা করতে হবে। তবেই মা কালী সন্তুষ্ট হন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ ধর্মীয় দর্শনটা ছিল সেবা করা। তিনি মানব সেবায় বিশ্বাসী ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি মানব সেবায় দীক্ষিত করে দিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন, শুধু ধর্ম শাস্ত্র পড়লেই দেবতার আরাধনা করা যায় না। তিনি মা ভবতারিণীকে নিজের কন্যার মতো দেখতেন বলেই তাঁকে সবাই পাগল ঠাকুর বলতো। রানী রাসমনি এই পাগল ঠাকুরকে আশ্রয় দিয়েছিলেন দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বরের সামান্য পুরোহিত তিনি তিনি জগত বিখ্যাত হয়ে ছিলেন তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে মানব সেবা মানুষের সেবা করতে হবে। তিনি পতিতদের সেবা করেছেন। গিরিশ ঘোষকে তিনি আশ্রয় দিয়েছিলেন। অভিনেতা গিরিশ ঘোষ যখন খুবই অসুবিধা পড়ে গিয়েছিলেন তখন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব গিরিশ ঘোষকে শাহস দিয়েছিলেন। শক্তি দিয়েছিলেন। অভিনেত্রী বিনোদিনীকে সবাই যখন ঘৃণা করতে শুরু করে দিয়েছিল তখন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব তাঁকে আর্শিবাদ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, তুই একদিন বিখ্যাত হবি। তোর নাম বাংলার যাত্রা জগতে ঘোরা ফেরা করবে। তোর খুব সুনাম হবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, শুধু ধর্ম করলে চলবে না। ধর্ম থেকে আদর্শকে গ্রহণ করতে হবে। শুধু পুজো করলে চলবে না। পুজোর মধ্যে দিয়ে মানব সেবাকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই মানুষ মহান হতে পারবে। মানুষ নিজের জীবনটাকে শ্রেষ্ঠ করতে পারবে। ধর্ম কর্ম করলে মনটা শুদ্ধ থাকে। পবিত্র থাকে। মনটাকে পবিত্র করতে হবে। মনকে শুদ্ধ করতে হবে। মন যদি শুদ্ধ না হল তাহলে পুজোপাঠ করে কী লাভ। মায়ের শক্তিকে ধারন করতে হবে। জাগরিত করতে হবে মন শক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনকে শুদ্ধি করতে হবে। পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে. মধ্যে থাকা সৎ শক্তিকে জাগরিত করতে হবে। জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি। শুধু নিজেকেই শক্তিধারক বা বাহক করলে চলবে না। সবাইকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সবাইকে সুদ্ধাচারে থাকতে হবে। না হলে দেশটা একেবারে পঙ্কিল হয়ে যাবে। শুভ্রতার প্রতীক হতে হবে। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সৎ শিক্ষা গ্রহণ করলে তার একটি মূল্য আছে। জীবন কোনও সময়ে কঠিন হয়ে উঠবে না যদি সেবা ধর্ম পালন করা যায়। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। এটাই হচ্ছে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জীবন দর্শন। তাঁর মতে মানব সেবায় কোনও ধর্ম লাগে না। সব ধর্মের সেরা ধর্ম হচ্ছে সেবা। মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে। মানবজাতিকে রক্ষা করতে হবে। দেশকে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করতে হবে। দেশকে রক্ষা করতে পারলে তবেই নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব। তিনি নরেনকে এই সব মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন। তিনি জানতেন যে নরেন একদিন তাঁর নামটাকে বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব নরেনকে আর একটি শিক্ষা দিয়েছিলেন সেটা হচ্ছে পতিতদের উদ্ধার করতে হবে। অনাথদের পাশে গিয়ে দাঁড়াবে হবে। শক্তিহীন মানুষকে শক্তি দিতে হবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব স্বামী বিবেকানন্দকে বলেছিলেন, মানব ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথকে অবলম্বন করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে থাকবে। জীবনকে শক্তিশালী করতে হবে। তার জন্য মায়ের ধ্যান করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। মা'ই হচ্ছেন আসল শক্তির আধার। তিনি সবাইকে শক্তি দান করে থাকেন। মা ভবতারিনী হচ্ছেন শক্তি। মা সারদা হচ্ছেন শক্তি। সেই কারণে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মা সারদা পুজো করে থাকেন। বেলুড় মঠে কুমারী পুজোর আয়োজন করা হয়ে থাকে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে মাতৃপুজো। মাকে পুজো করতে হবে। নারী শক্তির জাগরণ চাই। নারী শক্তিকে কোনও সময়ে অবদামিত করে রাখা যায় না। মায়ের প্রতি ভক্তি অবিচল হতে হবে। মায়ের আরাধনা করতে হবে। জাগাতে হবে মনের ভক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। ধন্য হয়ে উঠবে গোটা জগতটা। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে।

স্বামীজীর বাণী উদ্বুদ্ধ করে প্রতিটি সাধারণ মানুষকে

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী আজ আমাদের এই সমাজেও একইভাবে প্রযোজ্য। তাঁর বাণী উদ্বুদ্ধ করে প্রতিটি সাধারণ মানুষকে। সেই বিবেকানন্দের কয়েকটি বাণীই এখানে তুলে ধরা হলো।

১। অজ্ঞান ভেদবুদ্ধি ও বাসনা এই তিনটিই মানব জাতির দুঃখের কারণ, আর উহাদের মধ্যে একটির সহিত অপরটির অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। একজন মানুষের আপনাকে অপর কোনও মানুষ হইতে, এমনকী পশু হইতেও শ্রেষ্ঠ ভাবিবার কী অধিকার আছে? বাস্তবিক তো সর্বত্রই এক বস্তু বিরাজিত। ত্বং স্ত্রী, ত্বং পুমানসি, ত্বং কুমার উত বা কুমারী, তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার আবার তুমিই কুমারী।'

২। সত্য, পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থপরতা - যে ব্যক্তিতে এইগুলি বর্তমান, স্বর্গে মর্তে পাতালে এমন কোনও শক্তি নাই যে উহাদের অধিকারীর কোনও ক্ষতি করিতে পারে। এইগুলি সম্বল থাকিলে সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড বিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইলেও এই ব্যক্তি তাহাদের সম্মুখীন হইতে পারে। ৩। সর্বোপরি সাবধান হইতে হইবে, অপর ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের সহিত আপস করিতে যাইও না। আমার এই কথা বলিবার ইহা উদ্দেশ্য নহে যে, কাহারও সহিত বিরোধ করিতে হইবে কিন্তু সুখেই হউক, দুঃখেই হউক, নিজের ভাব সর্বদা ধরিয়া থাকিতে হইবে। দল বাড়াইবার উদ্দেশ্যে তোমার মতগুলিকে অপরের নানারূপ খেয়ালের অনুযায়ী করিতে যাইও না। তোমার আত্মা সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়, তোমার আবার অপর আশ্রয়ের প্রয়োজন কী? সহিষ্ণুতা, প্রীতি ও দৃঢ়তার সহিত অপেক্ষা কর যদি কোনও সাহায্যকারী না পাও, সময়ে পাইবে। তাড়াতাড়ির আবশ্যকতা কী? সমস্ত মহৎ কার্য আরম্ভের সময় উহার অস্তিত্বই যেন বোঝা যায় না, কিন্তু তখনই বাস্তবিক উহাতে যথার্থ কার্যশক্তি সঞ্চিত থাকে।

৪। জীবন ও চিন্তাধারা হয়ে উঠতে পারে আমাদের পাথেয়। সমগ্র মানব সমাজের জন্য যে বাণী তিনি দিয়ে গিয়েছিলেন তার আবেদন চিরকালীন। তবু বাঙালি তাঁর বলে যাওয়া কথা কি সম্যক অনুধাবন করতে পেরেছে? না হলে কেন গীতাপাঠ ও ফুটবল খেলা নিয়ে তাঁর কথা নিয়ে নানা সময়ে বিতর্ক হয়েছে। হয়েছে অপব্যাখ্যা।গত উনবিংশ শতকের শেষে মৃত্যুর মাত্র কয়েক বছর আগে মাদ্রাজে (আজকের চেন্নাই) গিয়েছিলেন বিবেকানন্দ। সালটা ছিল ১৮৯৭। সেখানে গিয়ে তিনি দিয়েছিলেন ' জীবনে বেদান্তর প্রয়োগ' শীর্ষক বক্তৃতা। আর সেখানেই উঠে আসে ফুটবল খেলা ও গীতাপাঠ প্রসঙ্গ। তিনি বলেন, আমরা দুর্বল, অতি দুর্বল। প্রথমত আমাদের শারীরিক দৌর্বল্য- এই শারীরিক দৌর্বল্য আমাদের অন্তত এক-তৃতীয়াংশ দুঃখের কারণ। পরে সেকথা বিশদে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিবেকানঃদ জানিয়েছিলেন, আমাদের যুবকগণকে প্রথমত সবল হইতে হইবে, ধর্ম পরে আসিবে। হে আমার যুবক বন্ধুগণ, তোমরা সবল হও-তোমাদের নিকট ইহাই আমার বক্তব্য। গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলিলে তোমরা স্বর্গের আরও নিকটবর্তী হইবে। আমাকে অতি সাহসপূর্বক এই কথাগুলি বলিতে হইতেছে কিন্তু না বলিলেই নয়। আমি তোমাদিগকে ভালোবাসি। তোমাদের বলি, তোমাদের শরীর একটু শক্ত হইলে তোমরা গীতা আরও ভাল বুঝিবে। তোমাদের রক্ত একটু তাজা হইলে তোমরা শ্রীকৃষ্ণের মহতী প্রতিভা ও মহান বীর্য ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে। এই বক্তব্য থেকে পরিষ্কার, শরীরকে মজবুত করতে না পারলে কোনও কিছুই করে ওঠা সম্ভব নয়, যুব সম্প্রদায়কে সেটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর এই বক্তব্যের খণ্ডিত অংশকে আলাদা করে তুলে ধরে এর অপব্যাখ্যা অনেক সময়ই হয়। কিন্তু ' ও আত্মার মহিমা ভালো' করে বুঝতেই যে শক্ত শরীরের কথা বলেছিলেন, তা বলা হয় না। এপ্রসঙ্গে মনে করা যেতে পারে, উপনিষদে বর্ণিত নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য শ্লোকটির কথাও। যার অর্থ ' দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হয় না।' সেদিন সেই কথাই পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছিলেন বিবেকানন্দ। তাঁর অন্য বাণীর মতো যা শাশ্বত, যা আজও জাজ্জ্বল্যমান দীপস্তম্ভের মতো আমাদের আলো দেখায়।বিবেকানঃদ নাকি বলতেন, চল্লিশ পেরবেন না তিনি। প্রয়াণও হল ৩৯ বছর বয়সে। তিনি কি সত্যিই বুঝতে পেরেছিলেন মৃত্যু সমাগত? জানা যায়, মারা যাওয়ার দুদিন আগে সিস্টার নিবেদিতাকে নিজের সামনে বসিয়ে পঞ্চব্যাঞ্জন খাইয়েছিলেন। তার পর তাঁর পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন। এমন আচরণে অবাক হয়েছিলে নিবেদিতা। জানতে চেয়েছিলেন কেন স্বামীজি এমন করলেন। উত্তরে বিবেকানন্দ মনে করিয়ে দেন, যিশুর কথা। তিনিও যে এমনই করেছিলেন শিস্যদের সঙ্গে। শুনে অবাক হয়ে নিবেদিতা বলেছিলেন, সে তো লাস্ট সাপারের সময়। উত্তরে সামান্য হেসে বিবেকানঃদ বলেছিলেন, সিলি গার্ল। দুদিন পরে নিবেদিতা অবশ্যই বুঝতে পেরেছিলেন, স্বামীজির কথার ভিতরে লুকিয়ে থাকা ইঙ্গিতকে। সকলকে এভাবেই অপ্রস্তুত করে দিয়ে অকালেই বিদায় নিয়েছিলেন বাংলার সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী।

শিক্ষকের অভাব মেটাতে ভরসা বি.এড প্রশিক্ষণরতরা

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ৯ এপ্রিল ঃ সুপ্রিম রায়ের পর চাকরি হারিয়েছেন প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী। সেইমত জেলা শিক্ষা সংশোধের পক্ষ থেকে জানা যায়, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় ৫৮১ জনের মধ্যে ৫১১ জন শিক্ষক ও ৭০ জন শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিলের রায় ঘোষণার পর জেলার বিভিন্ন স্কুলে নানা সমস্যা দেখা দিতে শুরু করেছে ইতিমধ্যেই। সেই মত বালুরঘাট গার্লস হাইস্কুলে চাকরি হারিয়েছেন ১১ জন। এর মধ্যে ১০ জনই শিক্ষিকা এবং একজন শিক্ষাকর্মী রযেছেন। ১০ জনের মধ্যে ইংরেজি, অর্থনীতি, ভূগোল, ফিলোসফি, অঙ্ক, কম্পিউটার, লিটারেচার এবং সায়েন্সের শিক্ষিকা রয়েছেন। জানা গেছে, চাকরি চলে যাওয়ার পরদিন থেকে তাঁরা কেউ স্কুলে আসেননি। এদিকে প্রত্যেক স্কুলে বর্তমানে পরীক্ষা চলছে। যার ফলে পরীক্ষা নেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাপক সমস্যায় পড়তে হয় স্কুল কর্তৃপক্ষকে। বহু স্কুলে শিক্ষিকার অভাব মেটাতে বিএড প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের পরীক্ষাকেন্দ্রে গার্ড হিসেবে রাখা হয়েছে। জেলার বেশিরভাগ স্কুলে একই সমস্যা দেখা দিয়েছে। এবিষয়ে ওই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা মহুয়া চৌধুরী বলেন, প্রত্যেক শিক্ষিকাই ভালভাবেই দক্ষতার সঙ্গে স্কুলের মেয়েদের পড়াতেন। ওই শিক্ষিকাদের মধ্যে একজন গোল্ড মেডেলিস্টও রয়েছেন। এতজন শিক্ষিকা চলে যাওয়ায় ছাত্রীদের পাঠদানের ক্ষেত্রে সত্যিই সমস্যা হবে। পরীক্ষায় গার্ড দেওয়ার পাশাপাশি সমস্যা দেখা দিয়েছে পরীক্ষা সংক্রান্ত খাতা নিয়ে। অনেক শিক্ষিকাই এখনও উচ্চ মাধ্যমিক, একাদশ এমনকি মাধ্যমিক পরীক্ষার খাতাও নিজের হেফাজতে রেখেছেন। এই খাতা কীভাবে ফেরত আনা হবে, তা নিয়ে প্রশাসনের মাথাব্যথা বেড়েছে। চরম সংকটে জেলার প্রতিটি স্কুল।

জঙ্গিপুরে হিংসাত্মক ঘটনায় ধৃত ২২, পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে শীর্ষ পুলিশ কর্তারা

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৯ এপ্রিল ঃ মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরে ওয়াকফ সংশোধনী আইন নিয়ে মঙ্গলবারের হিংসাত্মক ঘটনায় মোট ২২ জন দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বুধবার এমনটাই জানালেন জঙ্গিপুরের পুলিশ সুপার আনন্দ রায়। তিনি বলেছেন, এখনও পর্যন্ত ২২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। স্বতঃপ্রণোদিতভাবে মামলা দায়ের করা হয়েছে। ওয়াকফ (সংশোধিত) আইনের বিরোধিতায় মঙ্গলবার থেকে অশান্ত জঙ্গিপুরের বিভিন্ন এলাকা। প্রথমে সংখ্যালঘু ছাত্র ও যুব সংগঠনের ডাকে আন্দোলন এবং বিক্ষোভ কর্মসূচিতে গন্ডগোল হয় পুলিশের সঙ্গে। ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে অবরোধ তুলতে গেলে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধে বিক্ষোভকারীদের। অভিযোগ, পুলিশকে লক্ষ্য করে ইঁটবৃষ্টি শুরু করে বিক্ষোভকারীরা। পুলিশের গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয় তাঁরা। বুধবার সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন পুলিশের শীর্ষ কর্তারা। গতকাল জঙ্গিপুরে হিংসার পর এদিন পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেছেন জঙ্গিপুরের পুলিশ সুপার আনন্দ রায় এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তারা। জঙ্গিপুরের এসপি আনন্দ রায় বলেন, গতকাল এখানে হিংসা ছড়িয়ে পড়ে। আইনশৃঙ্খলার সমস্যা দেখা দিয়েছিল, পুলিশ ব্যবস্থা নিয়েছে এবং গ্রেফতার করেছে। এখানে ১৬৩ বিএনএসএস কার্যকর রয়েছে। এখানে ইন্টারনেট বন্ধ রয়েছে। পরিস্থিতি নিযন্ত্রণে রয়েছে, পাথর ছোঁড়ার ঘটনা ঘটেছে। পুলিশের দু'টি গাড়িতে আগুন দেওয়া হয়েছে। আমরা সমস্ত আইনি ব্যবস্থা নিয়েছি। ২২ জন দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করা হযেছে, তাদের মধ্যে ৮ জনকে আরও তদন্তের জন্য পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হচ্ছে, একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মুকুটমণিপুরে এক ধাক্কায় কমছে পর্যটক? চিন্তায় পর্যটন শিল্পে জড়িতদের

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৯ এপ্রিল ঃ বাঁকুড়ার রানি ভুগছে একাকিত্বে। কীএমন হল যার জন্য, কেউ পাত্তা দিচ্ছে না তাঁকে? এই প্রশ্ন উঠতেই পারে। বাঁকুড়া জেলার মুখ্য পর্যটনকেন্দ্র মুকুটমণিপুরকে বাঁকুড়ার রানী বলা হয়।

যেখানে পার্শ্ববর্তী জেলা পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে এখনও রয়েছে পর্যটক সেখানে খাঁ খাঁ করছে মুকুটমণিপুর। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য এবং ভূ-বৈচিত্র্যের দিক থেকে কোথায় পিছিয়ে রয়েছে মুকুটমণিপুর? নাকি ভাগ্যের কোনও পরিহাসে কাকতালীয়ভাবে আসছেন না পর্যটকেরা? গরম পড়েছে বলে দিঘা, অযোধ্যা, মন্দারমনি এবং তারাপীঠে কমেছে পর্যটকদের সংখ্যা। তবে মুকুটমণিপুর যথেষ্ট ফাঁকা। মুকুটমণিপুরের মত মনোরম সুন্দর একটি জায়গা পড়ে রয়েছে পর্যটকদের অপেক্ষায়। গুটিকয়েক পর্যটক যারা এসেছেন তারা নিজেরাই অবাক হয়েছেন। কেউ কেউ আবার পছন্দ করছেন এই ফাঁকায় মুকুটমণিপুর ঘুরে নেওয়ার সুযোগ। পর্যটক না আসার কারণে যথেষ্ট ক্ষতির মুখে পড়েছে বিভিন্ন মাঝারি এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা। মুকুটমণিপুরের কংসাবতী জলাধারের নৌকা চালকেরা বছরে এই সময়টাতে পর্যটকদের নৌকো বিহারে নিয়ে গিয়ে কিছুটা উপার্জন করে থাকেন সেই উপার্জনে ভাটা পড়েছে। এক নৌকো চালক জানান, এমনিতেই পর্যটক হচ্ছে না, তার মধ্যেও যে'কজন আসছেন তারা নৌকোয় চাপছেন না অংশীদারের অভাবে। কংসাবতী জলাধারের নীল জলরাশি, গোটা জলাধার বিস্তৃত ছোট - বড় টিলা। হরিণের দ্বীপ এবং পাহাড়ের উপরে শিবের মন্দির। সঙ্গে নৌকো বিহারের সুবিধা। সবকিছুই অপেক্ষা করছে পর্যটকদের জন্য। যারা আসছেন তারা ফাঁকায় ফাঁকায় ঘুরে নিচ্ছেন বাঁকুড়ার রানিকে। আর যারা আসছেন না তারা নিঃসন্দেহে মিস করছেন একটি সুবর্ণ সুযোগ। চিত্রটা অন্যরকম, সেই কারণে আপনার প্রিয়জন কিংবা পরিবারের সঙ্গে একাকিত্বে প্রকৃতির বুকে কাটাতেই পারেন কয়েকটা দিন মুকুটমণিপুরে।

ডিআই অফিসে তালা মেরে বিক্ষোভ দেখান সদ্য চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকারা

দুরন্ত বার্তা, তমলুক, ৯ এপ্রিল ঃ তমলুকেও ডিআই অফিসে তালা মেরে বিক্ষোভ দেখান সদ্য চাকরিহারা শিক্ষক -শিক্ষিকারা। পূর্ব মেদিনীপুরের ডিআই অফিসার পলাশ রায়কে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন চাকরিহারা বিক্ষোভকারীরা। ডি আই এর কাছে সদুত্তর না পেয়ে, ডিআই-কে সঙ্গে নিয়ে রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন কয়েক হাজার শিক্ষক, শিক্ষিকারা। ডিআই অফিসের সামনে ধর্ণায় বসে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তাঁরা। যোগ্য শিক্ষকদের চাকরি ফিরিয়ে দিতে হবে। তাঁদের সম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে কেন? এমন স্লোগান দিয়ে অফিসের তালা লাগিয়ে ডিআই অফিসের সামনেই ধর্ণায় বসে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকারা। সকাল প্রায় এগারোটা নাগাদ হলদিয়া মেচেদা রাজ্য সড়কের মানিকতলা মোড়ে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকারা। বেশ কিছু সময় পর তারা তাদের দাবি-দাওয়া লিখিত আকারে ডেপুটেশন দেন জেলা ডি আই অফিসার পলাশ রায়ের হাতে। এরপর সেখান থেকে মিছিল করে হাসপাতাল মোড় হয়ে নন্দকুমার মেছেদা ১১৬ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকারা। আগামী দিনে তাদের চাকরি ফিরিয়ে না দিলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন তারা। এদিন বিক্ষোভকারী এক শিক্ষিকা বলেন, যতদিন না যোগ্য অযোগ্য বিচার করে ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে, আমাদের সসম্মানে চাকরি না ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে ততদিন এই ধরনের বিক্ষোভ আন্দোলন চলতে থাকবে। আমরা কোন ভলেন্টিয়ার নয় আমরা বহু কষ্টে অনেকদিন পড়াশোনা করে এই চাকরি পেয়েছি তাই আমরা ভলেন্টারি সার্ভিস দিতে পারব না। যদি আমাদের কখনো অযোগ্য প্রমাণ করতে পারে তখন আমরা হাসতে হাসতে চাকরি ছেড়ে বেরিয়ে যাব।

এসএসসির সদ্য চাকরিহারাদের জেলা শিক্ষা দপ্তর অভিযান ঘিরে ধুন্ধুমার বর্ধমানেঃ লাঠিচার্জের অভিযোগ, প্রতিবাদে অবরোধ জিটি রোডে

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৯ এপ্রিল ঃ এসএসসির ২০১৬ সালের প্যানেল বাতিলজনিত সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে চাকরিহারা হয়েছেন প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী। পূর্ব বর্ধমান জেলার চাকরিহারাদের জেলা শিক্ষা দপ্তর অভিযান ঘিরে ধুন্ধুমার বেঁধে যায় বুধবার সকালে। এদিন বিক্ষোভকারীদের দপ্তরের ঢুকতে বাধা দেয় পুলিশ। উল্টে অফিসে তালা ঝুলিয়ে দেবার চেষ্টা করেন শিক্ষক- অশিক্ষা কর্মীরা। এর জেরে শিক্ষা দপ্তরের সামনেই পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি জড়িয়ে পরেন তারা। সেখানেই পুলিশ চাকরিহারা শিক্ষক, শিক্ষিকাদের ওপরও লাঠিচার্জ করেছে বলে অভিযোগ তুলেছেন সদ্য চাকরিহারা শিক্ষকরা। এদিন সকালেই বর্ধমানের শিক্ষা দপ্তরের সামনে চাকরিহারাদের বাধা দিতে পুলিশ ব্যারিকেড বসিয়েছিল। সেই ব্যারিকেড টপকে ডিআই অফিসে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন বিক্ষোভকারীরা। সেই সময় পুলিশের সঙ্গে প্রথমে বচসা ও

পরে ধস্তাধস্তি শুরু হয় আন্দোলনকারীদের। সেই সময় চাকরিহারা শিক্ষকদের ওপর পুলিশ মৃদু লাঠিচার্জ করে পুলিশ। বিক্ষোভ আন্দোলনের মাঝেই বহু শিক্ষক- শিক্ষিকা অসুস্থ হয়ে পড়েন। বুধবার সকাল থেকেই পূর্ব বর্ধমান জেলা ডি-আই অফিস ঘিরে চলে তুলকালামকাণ্ড। চাকরিহারাদের দাবি, আমরা অযোগ্য নই। তাই যোগ্যদের ওএমআর সিটের তালিকা প্রকাশ করে চাকরিতে বহাল রাখতে হবে। বিক্ষোভকারিদের সামলাতে উপস্থিত ছিল জেলা পুলিশের বিশাল পুলিশ বাহিনী। বুধবার সকাল এদিন পূর্ব বর্ধমানের বিভিন্ন স্কুলের চাকরিহারা শিক্ষক- অশিক্ষককর্মীরা শিক্ষা দপ্তর অভিযানের ডাক দেয়। এরপর বিকালের দিকে চাকরিহারা শিক্ষক শিক্ষিকারা ডি আই অফিসের সামনে থেকে মিছিল করে কার্জন গেট চত্বরে এসে জমা হয়। সেখানে তারা পুরো কার্জন গেট চত্বরে জিটিরোড গোল করে ঘিরে মানববন্ধন করে পথ অবরোধ করে। প্রায় পয়তাল্লিশ মিনিট পথ অবরোধ করায় স্বাভাবিকভাবেই জিটিরোডে যানজটের সৃষ্টি হয়। পথচলতি গাড়ির গাড়ির লম্বা লাইন পরে যায়। যদিও এই সময় পুলিশের পক্ষ থেকে কোন বাঁধা দেওয়া হয় নি আন্দোলনকারীদের। এরপর আন্দোলনকারী শিক্ষক-শিক্ষিকারা ষ্টেশন চত্বরে জড়ো হয়ে কিছুক্ষন বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। চাকরিহারা এক শিক্ষক সন্দীপ সাহা বলেন, অবিলম্বে যোগ্য-অযোগ্য লিষ্ট প্রকাশ করতে হবে, এসএসসি শিক্ষক, শিক্ষিকা ও অশিক্ষককর্মীদের ওএমআর এর মিরর ইমেজ প্রকাশ করতে হবে। আরেক চাকরিহারা শিক্ষক সৌরভ দে নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভলেন্টিয়ারি সার্ভিসের পরামর্শ কে সরাসরি খারিজ করে দিয়ে বলেন, আমরা উনার দেওয়া ললিপপ খাবো না। জালিয়াতি করে চাকরি দেওয়ার জন্য এই অবস্থা। আমরা চাই স্বচ্ছভাবে যোগ্যদের চাকরির ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক।

গৃহস্থ বাড়িতে চুরি করা সন্দেহে এক যুবককে খুন করার অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৯ এপ্রিল ঃ গৃহস্থ বাড়িতে চুরি করা সন্দেহে এক যুবককে খুন করার অভিযোগ। গলায় দড়ি পেঁচিয়ে মোটর বাইকে বেঁধে ছাঁচড়ানোর অভিযোগ। আর তাতেই শ্বাসরোধ হয়ে মৃত্যু যুবকের, অভিযোগ পরিবারের। মালদার ইংলিশ বাজার থানার নিত্যানন্দপুর এলাকার ঘটনা। জানা গেছে মৃত যুবকের নাম মিঠু ঘোষ। পেশায় শ্রমিক। আজ সকালে বাড়ি থেকে ৫০০ মিটার দূরে একটি ফাঁকা মাঠ থেকে তার দেহ উদ্ধার হয়। মৃত যুবকের পরিবারের অভিযোগ, গত পয়লা এপ্রিল সংশ্লিষ্ট এলাকায় এক গৃহস্থ বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। ঘটনার বেশ কয়েকদিন পর গৃহস্থ বাড়ির সদস্যরা মিঠু ঘোষ এবং তার ছেলের নামে ইংলিশবাজার থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগ পেয়ে গত ৭ তারিখ মিঠু ঘোষ কে জিজ্ঞাসাবাদেক জন্য আটক করে পুলিশ। কিন্তু পরের দিনই মিঠু ঘোষ কে ছেড়ে দেয় পুলিশ। পরিবারের অভিযোগ বাড়িতে এসেই গতকাল রাত থেকে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যায় মিঠু। আজ বাড়ি থেকে ৫০০ মিটার দূরে তার দেহ উদ্ধার হয়। শরীরের একাধিক জায়গায় ছ্যাঁকা এবং আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। পরিবারের অভিযোগ ওই গৃহস্থ বাড়িতে মিঠু ঘোষ চুরি করেছে এই সন্দেহেই তাকে মেরে ফেলা হযেছে। আমরা বিচার চাই। তবে যদিও এখনো পর্যন্ত এই ঘটনায় কোন খুনের অভিযোগ দায়ের করা হয়নি পরিবারের পক্ষ থেকে ইংলিশ বাজার থানায়।

ইসরোর শিবিরে যোগ দেওয়ার সুযোগ পেল বর্ধমানের দুই পড়ুয়া

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ৯ এপ্রিল ঃ ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর মহাকাশ বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশ নেওয়ার সুযোগ পেল মেমারি ক্রিস্টাল মডেল স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্রী কুশারী চক্রবর্তী ও সপ্তক ঘোষ। আগামী ১৮ মে ইসরোর সেন্টারে পৌঁছাবে কুশারী ও সপ্তক । শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টারে ৩১ মে পর্যন্ত প্রশিক্ষণ নেবে তারা । এই খবরে খুশির হাওয়া তার স্কুল ও এলাকায়। সপ্তক ও কুশারীর বাবা-মা এর কথায়, ছোটবেলা থেকেই মহাকাশ ওকে ভাবায় , ভবিষ্যতে তারা লক্ষ্য বিজ্ঞানী হওয়া। স্বপ্নের পেছনে ছুটতে তাঁকে বরাবর অনুপ্রেরণা দিয়ে চলেছেন তার বিদ্যালয় ও বাবা- মা। শিবিরে যোগ দেওয়ার সুযোগ পেতে অনলাইনে বিভিন্ন কঠিন পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে তাদের। সমগ্র ভারত থেকে দুই লক্ষাধিক ছাত্র ছাত্রীর মধ্য থেকে মাত্র ০.১৭৫ শতাংশ সুযোগ পেয়েছে । ৭ এপ্রিল ফল প্রকাশিত হতে দেখা যায়, সুযোগ পেয়েছে তারা । মেমারি ক্রিস্টাল মডেল স্কুলের প্রিন্সিপাল শ্রী অরুন কান্তি নন্দি বলেন, ' ছাত্র ছাত্রী দের প্রতিভা কে খুঁজে বার করা ও তাদের উদ্দীপিত করার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি আমরা, তার ই আবারও ফল পেলাম। এর আগেও ইসরোর এই শিবিরের আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্র যোগদানের সুযোগ পেয়েছিল ,তবে এবারে দুজন ছাত্র ছাত্রী এই সাফল্য সর্ব ভারতীয় স্তরে এক অনন্য মাত্রা যোগ করেছে।

সিলিন্ডারে গ্যাসের বদলে জল! অভিযোগ দায়ের হয় জেলাশাসকের কাছে

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ৯ এপ্রিল ঃ সিলিন্ডারে গ্যাসের বদলে জল! বারবার জানানোর পরেও গ্রাহকদের উপেক্ষা করছিল ডিস্ট্রিবিউটর। অবশেষে বুধবার বালুরঘাট শহরে এক গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটরের কার্যালয়ে হানা দিল জেলা কনজিউমার প্রটেকশন কাউন্সিল নামে একটি বিশেষ দল। জেলাশাসকের নির্দেশে এই দল গঠিত। তদন্তকারীরা যাবতীয় নথি এবং সিলিন্ডার খতিয়ে দেখেন। জেলা ক্রেতা সুরক্ষাদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ডিস্ট্রিবিউটের বিরুদ্ধে গত অক্টোবর মাস থেকে নিয়মিত অভিযোগ জমা পরছিল। গ্রাহকরা অভিযোগে বলছিলেন, গ্যাস ভর্তি সিলিন্ডার কেনার পর সামান্য কিছুদিন চলার পরই তা শেষ হয়ে যাচ্ছিল। এদিকে সিলিন্ডারের ভেতরে তরল কিছু রয়েছে বোঝা যাচ্ছিল। পরীক্ষা করে দেখা যায় সিলিন্ডার জলে ভর্তি! এরপর ডিস্ট্রিবিউটরের কাছে সিলিন্ডার বদলে দেওয়ায় আবেদন দিয়েছেন বহু গ্রাহক। কিন্তু গত অক্টোবর থেকে এযাবৎ বহু অভিযোগকারী গ্রাহকের সিলিন্ডার বদলে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। সম্প্রতি এই নিয়ে অভিযোগ দায়ের হয় খোদ জেলাশাসকের কাছে। এরপরই নড়েচড়ে বসে জেলা কনজিউমার প্রটেকশন কাউন্সিল নামে যৌথ দলটি। ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর, পুলিশের এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ, জেলা স্বাস্থ্যদপ্তরের পক্ষ থেকে ফুড সেফটি বিভাগ এবং লিগ্যাল মেট্রোলজি দপ্তরের কর্তাদের নিয়ে যৌথ দল তৈরি করা হয়। অবশেষে বুধবার সেই দল হানা দেয় শহরের ওই ডিস্ট্রিবিউটরের কার্যালয়ে। দ্রুত প্রতিটি অভিযোগকারী গ্রাহকের সিলিন্ডার বদল করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, সতর্ক করা হয় কর্তৃপক্ষকে। তা মানা না হলে বড় পদক্ষেপ করা হবে।

নববর্ষে তারাপীঠ মন্দিরে অনলাইনে পুজোর বিজ্ঞাপন! সতর্ক করল মন্দির কর্তৃপক্ষ

দুরন্ত বার্তা, তারাপীঠ, ৯ এপ্রিল ঃ নববর্ষে অনলাইনে মা তারার পুজো। আগাম পুরোহিতের এবং পুজোর উপকরণের টাকা পাঠালেই পুজো দেওয়া যাবে বাড়িতে বসে। ভিডিও করে প্রচার কয়েকজন সেবায়েতের। এই ভিডিও ঘিরেই বিতর্ক। পয়লা বৈশাখ তারপীঠে বিপুল ভক্তসমাগম হয়। এবারও তার অন্যথা হবে না। তাই ভিড় এড়াতে ও সময় বাঁচাতে কেউ চাইলে অনলাইনে পুজো দেওয়ার ব্যবস্থা করতে চান কয়েকজন সেবায়েত। তবে এতে আপত্তি মন্দির কমিটির। তারাপীঠ মন্দিরের কিছু সেবায়েত অনলাইনে ভিডিও করে বিজ্ঞাপনী প্রচার করেছেন। বিজ্ঞাপনে দাবি করা হয়েছে, অনলাইনে পুজো বুক করলে বাড়িতে বসে মিলবে প্রসাদ ও ভিডিও প্রুফ (রেকর্ড)। ক্যাশ অন ডেলিভারির ব্যবস্থা আছে। ৬০১ টাকা থেকে পুজো শুরু যত টাকা মূল্যের পুজো দিতে পারেন। তবে তারাপীঠ মন্দির কমিটির দাবি, এভাবে অনলাইনে পুজো দেওয়া অবৈধ। পুজোর সময় কোনও ভিডিও করা যাবে না-এই নিয়ম আগে থেকেই আছে। তারাপীঠ মন্দির কমিটির তরফে এমন কোনও ব্যবস্থা নেই বলে জানা গেছে। ভক্তদের আবেগকে শ্রদ্ধা জানিয়ে, মন্দির কমিটির তরফে বলা হয়েছে, তারা মায়ের কাছে পুজো নিবেদন করতে হলে আসতে হবে মন্দিরেই। তারাপীঠ মন্দির কমিটির সভাপতি তারাময় মুখোপাধ্যায় জানান, তারাপীঠ মন্দিরের কোনও নিজস্ব অনলাইন মাধ্যম বা পেজ নেই যেখানে ঘরে বসে পুজো দিয়ে প্রসাদ পেতে পারেন ভক্তরা। ফেসবুক ও ওয়েবসাইটে বিজ্ঞাপন দেখে অনেক ভক্তই তারাপীঠ মন্দিরে পুজো দেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা প্রতারিত হন। সেই কারণে আমরা একাধিকবার সাইবার ক্রাইমের দ্বারস্থ হয়েছি। ভক্তরা অনলাইনে তারাপীঠ মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রতারিত হয়েছেন। আর এই জন্যই ভক্তদের উদ্দেশ্যে আমাদের একটাই বার্তা। দয়া করে অনলাইনে কোনও বিজ্ঞাপন দেখে তারাপীঠ মন্দিরে পুজো দেবেন না। এভাবে অনলাইনে পুজো দেওয়ার ব্যবস্থা তারাপীঠ মন্দিরে নেই। তবে নিজের পরিচিত সেবায়েত যদি কেউ থাকে তাঁর মারফত পুজো দিতে পারেন। সে ক্ষেত্রে সেবায়েতরা ডাকযোগে প্রসাদ পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের উদ্বোধনে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়

দুরন্ত বার্তা, ব্যারাকপুর, ৯ এপ্রিল ঃ বুধবার বিকেলে ব্যারাকপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত আজমতলা পাতুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে শুভ উদ্বোধন হল কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। ফিতে কেটে ডব্লিউএম প্রজেক্টের উদ্বোধন করেন বিধায়ক তথা কৃষি ও পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। মন্ত্রী বলেন, গর্বের সাথে বলতে পারি সারা ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম নিজস্ব ল্যাবের পাতুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত অর্গানিক জৈব সারের প্রকল্প চালু করল। অর্গানিক জৈব সারে চাষ করা যায় ধারনা কৃষকদের ছিল না। চাষীদের বোঝাতে হবে। উন্নয়ন ও কার্যকরী করতে হবে। সমানভাবে চাষ করলে বিজ উৎপাদন ভাল হবে। পচনশীল ও পচনশীল বর্জ্য পৃথকীকরন করে রাসায়নিক সার তৈরি সুন্দর পদ্ধতি গ্রাম পঞ্চায়েতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবস্থা বেশ ভালো সাড়া ফেলবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্যারাকপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রবীর রাজবংশী, বিডিও জনাব সারোয়ার আলি, জয়েন্ট বিডিও ইন্দ্রজিত মন্ডল, রহড়া থানার আইসি ঋকবেদ সাহা,

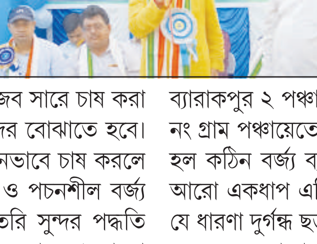

পাতুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান তপতী দাস বিশ্বাস, উপপ্রধান কিশোর বৈশ্য, শিউলি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অরুন ঘোষ, পঞ্চায়েত সদস্য সুকুমার সিং, সদস্যা সুজাতা মন্ডল সহ পঞ্চায়েত সদস্যরা। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রবীর রাজবংশী বলেন ব্যারাকপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির শিউলি, বিলকানন্দা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের পর পাতুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে চালু হল কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। নির্মল বাংলা প্রকল্প আরো একধাপ এগিয়ে গেল। ভ্যাট নিয়ে মানুষের মধ্যে যে ধারণা দুর্গন্ধ ছড়ায় সেটা ধীরে ধীরে আমুল পরিবর্তন হযেছে। এলাকায় পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা এই প্রজেক্টে অনেকেই উপকৃত হবেন।

মেডিক্যাল এডুকেশনের রিজিওন্যাল সেন্টার গড়ার পরিকল্পনা বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষের

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৯ এপ্রিল ঃ চিকিৎসক শিক্ষকদের পদন্নোতির পরীক্ষা নেওয়া হয় মেডিক্যাল এডুকেশনের রিজিওন্যাল সেন্টারে। মেডিক্যাল এডুকেশনের রিজিওন্যাল সেন্টারটি রয়েছে মেঘালয়ের শিলং -এ। ফলে পদন্নোতির পরীক্ষা দিতে অতদূরে যেতে বেশকিছু অসুবুধার সম্মুখীন হয় চিকিৎসক শিক্ষকদের। তাই এবার বর্ধমানেই মেডিক্যাল এডুকেশনের রিজিওন্যাল সেন্টার গড়তে উদ্যোগ নিতে চলেছে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ। উল্লেখ্য, গত সপ্তাহে বর্ধমান মেডিক্যালের কলেজ কাউন্সিলের বৈঠকে এবিষয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকের পর আগ্রহ প্রকাশ করে মেডিক্যাল এডুকেশনের রিজিওন্যাল সেন্টার গড়ার জন্য ন্যাশানাল মেডিক্যাল কমিশনের কাছে প্রস্তাব পাঠাবে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ বলে জানা গেছে। মেডিক্যালের কর্তাদের দাবি, রিসোর্স পার্সন, ফ্যাকাল্টি থেকে শুরু করে পরিকাঠামোর দিক থেকে কোনও সমস্যা হবে না। বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, চিকিৎসক শিক্ষকদের পদোন্নতির জন্য মেডিক্যাল এডুকেশনের রিজিওন্যাল সেন্টারে যেতে হয়। সেখানেই তাদের বিভিন্ন পরীক্ষা বা টেস্ট দিতে হয়। এই রিজিওন্যাল সেন্টার রয়েছে মেঘালয়ের শিলংয়ে। পদোন্নতির জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে চিকিৎসক শিক্ষকদের শিলং যেতে হয়। পাশাপাশি, পরীক্ষকদেরও যেতে হয় সেখানে। এক্ষেত্রে চিকিৎসকদের দূরবর্তী স্থানে যাওয়াটা খুবই সমস্যার। সেকারণে, বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ এই সেন্টার খুলতে চায়। সেক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের এবং পার্শ্ববর্তী রাজ্যের বিশেষ উপকার হবে। মেডিক্যাল কলেজ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, তাদের কাছে পর্যাপ্ত রিসোর্স পার্সন এবং ফ্যাকাল্টি রয়েছে। সেদিক থেকে কোনও সমস্যা হবে না। এই সেন্টারে সিআইএসপি (কারিকুলাম ইমপ্লিমেনটেশন সাপোর্ট প্রোগ্রাম) সহ বিশেষ কিছু কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজন হয় বিশেষ ল্যাব। যদি অনুমোদন আসে সেক্ষেত্রে এই ল্যাবের জন্য পরিকাঠামোগত কোনও সমস্যা হবে না বলেও বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষর দাবি। মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ মৌসুমি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, কলেজ কাউন্সিলের বৈঠকে এবিয়ে প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে। আমরা ন্যাশানাল মেডিক্যাল কমিশনের কাছে ইমেল করব। যদি অনুমোদন আসে, তাহলে আমরা মেডিক্যাল এডুকেশনের রিজিওন্যাল সেন্টার তৈরি করব। যদি এটা করা যায়, তাহলে এটা রাজ্যের পক্ষে একটা ব। পদক্ষেপ হবে। অনুমোদন এলেই কাজ শুরু করে দেবে মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ।

ভয়ংকর পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ডুয়ার্সের ২ যুবকের

দুরন্ত বার্তা, ডুয়ার্স, ৯ এপ্রিল ঃ ভয়ংকর দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ডুয়ার্সের ২ যুবকের। মঙ্গলবার রাতে ওই ঘটনা ঘটেছে ডুয়ার্সের চামুর্চি আউটপোস্ট সংলগ্ন চুনাভার্টি কার্লভার্ট এলাকায়। মৃত দুইজনই বানারহাট এলআরপি মোড় এলাকার বাসিন্দা। মৃত দুই যুবকের না শিব সাহা (২০) এবং সঞ্জীব মাহাতো (২১)। একই দিনে দুই বন্ধুর অকালপ্রয়াণে পুরো এলাকা শোকস্তব্ধ। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, সন্ধ্যায় তাঁরা দু'জন চামুর্চিতে এক আত্মীয়ের বাড়ি যাচ্ছিলেন। কিন্তু রাত দশটা পর্যন্ত বাড়ি না ফেরায় পরিবার তাঁদের খোঁজ করতে শুরু করে। এরপর বুধবার সকালে পুলিসের মাধ্যমে তাঁদের দুর্ঘটনায় মৃত্যুর খবর পরিবারের কাছে পৌঁছায়। পরিবারের সদস্যদের দাবি, এটি স্বাভাবিক দুর্ঘটনা নয়। তাঁদের আশঙ্কা, ফেরার সময় চুনাভাটি কালভার্টের কাছে পিছন দিক থেকে কোনও গাড়ি এসে ধাক্কা মারলে দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুর্ঘটনাস্থলে দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া বাইক উদ্ধার করে পুলিস। মৃত সঞ্জীব মাহাতো লুকসানের একটি গ্রিল দোকানে কাজ করত এবং শিব সাহা বানারহাটে নিজের দোকান চালাতেন। মৃতের ভাই রঞ্জিত মাহাত বলেন, কাল সকালে কাজে বেরিয়েছিল। বিকেলে কাজ থেকে ফিরে এল। তার পর খেয়েদেয় বলল বন্ধুর দিদার বাড়ি যাচ্ছে। তার পর থেকে রাত হয়ে যাওয়ার পরও বাড়ি ফেরেনি। রাত নটা নাগাদ ওকে ফোন করলাম। বলল, বেরিয়ে পড়ছি। তারপর ২-৩ ঘণ্টা পেরিয়ে যাওয়ার পরও ও ঘরে ফেরেনি। আরমা ফের ফোন করলাম। দেখলাম ওর মোবাইল সুইচড অফ দেখাচ্ছে। থানা, হাসপাতালে খোঁজ নিলাম। কোনও পাত্তা পাইনি ভাইয়ের। সকালে খবর পেলাম কোনও গাড়ি ওকে ধাক্কা মেরে চলে গিয়েছে। ভাই গ্রিল মিস্ত্রির কাজ করত।

ABRIDGE Notice Inviting Expression of Interest No - WBIW/EE/CID/EOI-04 of 2024-25.

Executive Engineer, Contai Irrigation Division, invites Expression of Interest for obtaining budgetary quotes for preparation of detailed estimate for the work "Supplying fitting, fixing of furniture, fixture, electronics & plumbing items along with allied items under Contai Irrigation Division Dist - Purba Medinipur". Requisite information is available in the web site www.wbiwd.gov.in. and also in Contai (I) Division's office notice board, last date of submission of E.O.I. on 02.04.2025 up to 14:00 Hrs.

(Sd/- K. Mandal)
Executive Engineer
Contal Irrigation Division.(I. & W Dte.)
Contai, Purba Medinipur.

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ঃ এসডিইএসটি-এমএসডিএসি-জেওএক্স-২৫-২৬, তারিখ ০৮.০৪.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক টেন্ডার নং এসডিইএসটি-এমএসডিএসি-জেওএক্স-২৫-২৬-এর পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। দরপ্রস্তাবদাতাগণ কেবলমাত্র বন্ধের তারিখ ও সময় পর্যন্ত তাঁদের প্রকৃত/সংশোধিত প্রস্তাব দাখিল করতে পারবেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এইরূপ হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না। **কাজের নাম ঃ** জনাই রোড স্টেশনে ডুয়াল ডিটেকশন মোড-এ ডিসি ট্র্যাক সার্কিট-এর স্থানে ডুয়াল এমএসডিএসি-র ব্যবস্থা। **দরপ্রস্তাব প্রদান পদ্ধতি ঃ** সিঙ্গল প্যাকেট। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ৮,৭৮,৬৪,২২২.৮০ টাকা। **বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ৫,৮৯,৩০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ৯ মাস। **টেন্ডার আপলোডের তারিখ ও সময় ঃ** ০৮.০৪.২০২৫ বিকেল ৫টা ৩৮ মিনিটে। **প্রস্তাবের বৈধতা ঃ** ৬০ দিন। **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরু ঃ** ১৮.০৪.২০২৫। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০২.০৫.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে। বিশদ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে।

HWH-20/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

ডিহাইড্রেশন নাকি অন্যকিছু! আচমকা হাতির মৃত্যু ঘিরে ছড়াচ্ছে চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ৯ এপ্রিল ঃ জঙ্গলমহলে হাতির আক্রমণে মানুষের মৃত্যু প্রায়ই লেগে থাকে, তবে এবার জঙ্গলমহলে একটি মাঝ বয়সী দাঁতাল হাতির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। হাতির মৃত্যুর পরেই চাঞ্চল্য তো ছড়িয়েছেই, সঙ্গে এলাকায় রয়েছে ভয়ের পরিবেশ। ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়গ্রাম জেলার নয়াগ্রামে। কলমা পুখুরিয়া বিটের অন্তর্গত ৭৬ নম্বর খাস জঙ্গলের মধ্যে হাতিটিকে বসে থাকতে দেখতে পাওয়া যায়। স্থানীয়রা হাতিটিকে বসে থাকতে দেখতে পান। এরপর গ্রামবাসীরা আসে ছুটে আসেন। দুপুর দুটো নাগাদ বন দফতরে খবর দেওয়া হয়। বনকর্মীরা জঙ্গলে দেখতে পায় হাতিটি বসে রয়েছে। তখনও পর্যন্ত হাতিটি মারা যাওয়া বিষয় সম্পর্কে তারা নিশ্চিত হতে পারেননি। কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করার পরেই তারা বুঝতে পারেন, হাতিটি মারা গেছে। হাতির দেহ উদ্ধারের কাজ শুরু করে বন দফতর। শিকল দিয়ে বেঁধে জেসিবির সাহায্যে হাতিটির দেহ উদ্ধার করে ট্রাক্টরে করে অন্যত্র স্থানান্তর করা হয়। খড়গপুরের ডিএফও মণিশ যাদব বলেন প্রায় ১৫ বছর বয়সী দাঁতাল হাতিটি যেমন ভাবে বসে ছিল তাতে প্রথমে দেখে বোঝা যায়নি হাতিটি মারা গিয়েছিল। পরে আমরা বুঝতে পারি হাতিটি মারা গেছে। তারপর তার ময়নাতদন্ত করা হয়। শরীরের বাইরে কোন ক্ষত ছিল না। ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট অনুসারে মৃত্যুর কারণ হিসেবে ডিহাইড্রেশনের কথা বলছেন চিকিৎসকরা। এসওপি মেনেই হাতির দাঁত কেটে পুড়িয়ে ফেলা হবে। জঙ্গলমহলের বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামে রয়েছে দলমার বেশ কিছু দাঁতাল হাতি। মাঝে মধ্যে এখানে হাতির আক্রমণে সাধারণ মানুষ মারা যায়। আবার কখনও হাতির মৃত্যু হয় মানুষের ভুলের কারণেও। তবে এই মৃত্যু কীভাবে ঘটল তা খতিয়ে দেখা হবে বলে বন দফতর সূত্রে খবর।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ঃ এসডিইএসটি-এমএসডিএসি-এসডিইএলই-২৫-২৬, তারিখ ০৮.০৪.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক টেন্ডার নং এসডিইএসটি-এমএসডিএসি-এসডিইএলই-২৫-২৬-এর পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। দরপ্রস্তাবদাতাগণ কেবলমাত্র বন্ধের তারিখ ও সময় পর্যন্ত তাঁদের প্রকৃত/সংশোধিত প্রস্তাব দাখিল করতে পারবেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এইরূপ হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না। **কাজের নাম ঃ** নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য স্বাধীনপুর স্টেশনে ডুয়াল ডিটেকশন নির্মাণের জন্য এমএসডিএসি কর্তৃক সেকেন্ড ডিটেকশনের ব্যবস্থা। **দরপ্রস্তাব প্রদান পদ্ধতি ঃ** সিঙ্গল প্যাকেট। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ৪,৩০,১৯,৯৪৬.৮৭ টাকা। **বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ৩,৬৫,১০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ৯ মাস। **টেন্ডার আপলোডের তারিখ ও সময় ঃ** ০৮.০৪.২০২৫ বিকেল ৫টা ৩৯ মিনিটে। **প্রস্তাবের বৈধতা ঃ** ৬০ দিন। **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরু ঃ** ১৮.০৪.২০২৫। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০২.০৫.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে। বিশদ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে থেকে পাওয়া যাবে।

HWH-18/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং ০৮_২০২৫-২৬, তারিখ ০৮.০৪.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, পিন-৭১১১০১ **(সিনি. ডিইএন/৩/হাওড়া-**র আওতাধীন) কর্তৃক সমতুল কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপূর্ণ টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/সিপিডব্লিউডি/এসইবি/এইএস অথবা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিকট থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **ক্র. নং ১, ই-টেন্ডার নং ঃ ০৮_২০২৫-২৬। কাজের বিবরণ ঃ** এইএন/কাটোয়ার অধীনে আজিমগঞ্জ (০১টি) এবং সালার (০১টি)-এ এবং এইএন/নবদ্বীপের অধীনে নবদ্বীপধাম (০১টি) এবং ত্রিবেণী (০১টি)তে আনুষঙ্গিক কাজ ও পাইপ লাইন সমেত ৫০০০০ গ্যালন ক্ষমতার আরসিসি ও.এইচ ট্যাঙ্ক দ্বারা স্টিল ও ও.এইচ ট্যাঙ্ক প্রতিস্থাপন। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৬,৬৯,৫৪,৩২০.৮৫ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৪,৮৪,৮০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** কাজের আদেশ জারির তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। টেন্ডার আহ্বান বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৯.০৪.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। প্রদেয় বায়না অর্থ এবং টেন্ডার নথির মূল্য (টিডিসি) - ই-টেন্ডারিং-এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেয় বায়না অর্থ (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথির মূল্য (টিডিসি) কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ে পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হবে। **দ্রষ্টব্য ঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-এ আহ্বান করা টেন্ডারগুলির ক্ষেত্রে প্রদেয় বায়না অর্থর পে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গৃহীত হবে না। হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না।

HWH-17/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

Vacancy for Sanskrit Teacher
BHAKTA BALA SANSKRIT COLLEGL
(Affiliated to Central Sanskrit University, New Delhi, Govt. of India)
Vill & P.O. Tilakpur, Dist Nadia, West Bengal-741164
Advertisement No. CSU/36011/W.B,/Misc/ S-II/ 2024-25/85, Dated- 08.04.2025

Applications are invited from eligible qualified candidates for 1 (one) Post of Sanskrit Teacher (Asst. Prof.) in Sahitya, Vyakaran, Yotish. karmakanda, Darshan under the Central Scheme of Sanskrit Teaching by Central Sanskrit University, New Delhi. Qualifications and Experiencc as per UGC/ State Government norms. Per month honorarium Rs. 20,000/- as per CSST/ CSU rules. The candidates are instructed to send their self attested document along with application, Bio-Data, Id cards & 2 passport size photo through Registered/ Speed Post or in person to The Principal, Bhakta Bala Sanskrit College, Vill. & P.O. Tilakpur, Dist. Nadia West Bengal- 741164
Helpline- 7718530332/ 9476280164

Preident
Bhakta Bala Sanskrit College

বিনোদন

বলিউড অভিনেত্রী মালাইকা আরোরার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি

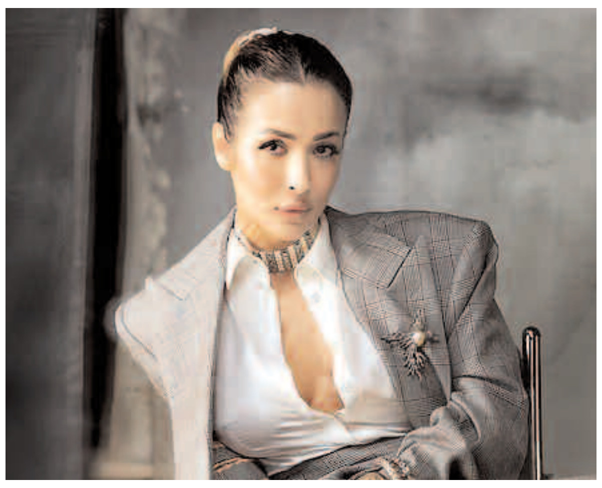

বলিউড অভিনেত্রী মালাইকা আরোরার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। ২০১২ সালের একটি মামলায় প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে তাঁকে হাজিরা দিতে বলা হলেও তিনি তা এড়িয়ে গিয়েছেন। সেই কারণে মুম্বাইয়ের ম্যাজিস্ট্রেট আদালত জামিনযোগ্য ধারায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন তাঁর বিরুদ্ধে। ঘটনার সূত্রপাত ২০১২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি। মুম্বাইয়ের কোলাবা এলাকার একটি পাঁচতারা হোটেলে শিল্পপতি ইকবাল শর্মার ওপর হামলার চালানোর অভিযোগ ওঠে অভিনেতা সাইফ আলী খান, শিল্পপতি বিলাল আমরোহি ও মালাইকার ভগ্নিপতি শাহিল লাদাখের বিরুদ্ধে।

দক্ষিণ আফ্রিকাপ্রবাসী ও ভারতীয় শিল্পপতি সাইফ ও তাঁর গ্রুপের বিরুদ্ধে চিৎচার-চেঁচামেচি এবং অশোভনীয় আচরণের অভিযোগ তোলেন। দুই পক্ষের মধ্যে বচসা বেধে যায়, যা ক্রমে হাতাহাতিতে গড়ায়। সাইফের বিরুদ্ধে ওই শিল্পপতিকে ঘুষি মেরে তাঁর নাক ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। ইকবাল শর্মার শ্বশুর রমনভাই প্যাটেলকেও হেনস্তার অভিযোগ ওঠে অভিনেতা ও তাঁর সঙ্গীদের বিরুদ্ধে। সেই ঘটনায় প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় মালাইকাকে। তিনি হাজিরা এড়িয়ে যাওয়ায় মুম্বাইয়ের ম্যাজিস্ট্রেট আদালত পাঁচ হাজার টাকায় জামিনযোগ্য ধারায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার রাতে কোলাবার পাঁচতারা হোটেলে সাইফ ও অন্যদের সঙ্গেই ছিলেন মালাইকা আরোরা। পুলিশের দাবি, ঘটনা ঘটে তাঁর চোখের সামনেই। ফলে প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে তাঁকে হাজিরা দিতে বলা হয়। সেই রাতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন অভিনেত্রী কারিনা কাপুর খান, অভিনেত্রী করিশমা কাপুর, অমৃতা আরোরা লাদাখ, ফ্যাশন ডিজাইনার বিক্রম পড়নিশও। ২০১৪ সালে এ ঘটনায় একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয় সাইফ আলী খান, শাকিল লাদাখ ও বিলাল আমরোহির বিরুদ্ধে। ২০১৭ সালে ইচ্ছাকৃত আঘাত করার অভিযোগে মামলা হয় সাইফের বিরুদ্ধে। অভিযোগ ওঠে শিল্পপতির শ্বশুরকেও হেনস্তা ও মারধর করা হয়েছে। সেশন আদালতের দ্বারস্থ হন সাইফ। তবে ২০১৯ সালের তাঁর মামলাটি খারিজ হয়ে যায়। এরপর ২০২৩ সালে সাইফকে বেকসুর খালাস করেন আদালত। তবে বিচার শেষ হওয়ার আগে ও বাকি অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে রায় দানের আগে বিশেষ নজর রয়েছে প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ানের ওপর। সেই কারণেই তলব করা হয় মালাইকা আরোরাকে।জানা গেছে, গত ২৯ মার্চ মালাইকা আরোরার বোন ও অভিনেত্রী অমৃতা আরোরা লাদাখ তৃতীয় প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে আদালতে হাজিরা দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, সাইফকেই উল্টে মারধর করেন ওই শিল্পপতি। এবার মালাইকা আদালতে কী জানান, সেটাই দেখার।

রিয়েলিটি শো ‘ইন্ডিয়ান আইডল’ ছেড়েছেন বলিউডের জনপ্রিয় গায়ক

রিয়েলিটি শো ‘ইন্ডিয়ান আইডল’ ছেড়েছেন বলিউডের জনপ্রিয় গায়ক ও সংগীত পরিচালক বিশাল দাদলানি। দীর্ঘ ছয় বছর বিচারক হিসেবে এই শোয়ের সঙ্গে ছিলেন তিনি। ৬ এপ্রিল শেষ হয়েছে ‘ইন্ডিয়ান আইডল সিজন ১৫’। শো শেষ হওয়ার পরই এ সিদ্ধান্তের কথা জানান তিনি। ইনস্টাগ্রামে শ্রেয়া ঘোষাল, বাদশার সঙ্গে একটি ভিডিও শেয়ার করে একটি দীর্ঘ পোস্ট লিখে এ ঘোষণা করেন তিনি। বিশাল লিখেছেন, ‘আমার পক্ষ থেকে এ পর্যন্তই! টানা ছয় সিজন শেষে আজ রাতটাই ইন্ডিয়ান আইডলের বিচারক হিসেবে আমার শেষ পর্ব।

আমি আশা করি, এই অনুষ্ঠান আমাকে যতটা মিস করবে, আমিও ততটাই মিস করব। শ্রেয়া, বাদশা, আদি, আরাধনা, চিত্রা, আনন্দ জি, সোনাল, প্রতিভা, সাহিল, সালোনি, মুসকান, আবিশা, পুরো প্রযোজনা দল, বিলাস, পাক্য, কৌশিক এবং বছরের পর বছর ধরে সমস্ত সহবিচারক, গায়ক ও সংগীতশিল্পীদের ধন্যবাদ।’ শো ছেড়ে দেওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিশাল বলেন, ‘গত ছয় সিজন ধরে প্রতিবছর শো চলাকালে ছয় মাস করে মুম্বাইয়ে আটকে থাকতে হয়েছে। কোনো শো করার সুযোগ পাইনি। এমনকি নতুন সুর নিয়ে কাজের অবকাশও হয়নি। এবার আমার নিজস্ব কাজে মন দিতে চাই। সুর ও কনসার্টের জগতে ফিরতে চাই।’ বিশালের পোস্টের প্রতিক্রিয়ায় আদিত্য নারায়ণ লিখেছেন, ‘একটি যুগের সমাপ্তি। বড় ভাই, তোমাকে ছাড়া ইন্ডিয়ান আইডল আর কখনো আগের মতো থাকবে না। একসঙ্গে কাটানো সব দুর্দান্ত সময়ের জন্য কৃতজ্ঞ।’ প্রসঙ্গত, বিশাল দাদলানি সিজন ১০ (২০১৮) থেকে এই শোয়ের বিচারক হিসেবে দায়িত্বপালন করছিলেন। এ ছাড়া ‘ওম শান্তি ওম’, ‘আনজানা আনজানি’, ‘দোস্তানা’, ‘আই হেট লাভ স্টোরিজ’, ‘ব্যাং ব্যাং’, ‘সুলতান’, ‘স্টুডেন্ট অব দ্য ইয়ার’, ‘ওয়ার’সহ অনেক বলিউড সিনেমার সংগীতের দায়িত্বে ছিলেন।

এবার বলিউডে নিজের ভাগ্য পরীক্ষায় নামছেন, ‘মহারাগনি’

দক্ষিণে ইতিমধ্যে নিজেকে প্রমাণ করেছেন অভিনেত্রী সংযুক্তা মেনন। এবার বলিউডে নিজের ভাগ্য পরীক্ষায় নামছেন, ‘মহারাগনি’ কুইন অব কুইনস’ দিয়ে হিন্দি সিনেমার দুনিয়ায় যাত্রা করছেন সংযুক্তা। এক সাক্ষাৎকারে জীবন আর নারীকেন্দ্রিক ছবির বিষয়ে কিছু কথা বলেছেন তিনি। ২০১৬ সালে মালয়ালম সিনেমা ‘পপকর্ন’ দিয়ে ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন এই অভিনেত্রী। দক্ষিণের সব ভাষার সিনেমায় তিনি বিচরণ করেছেন বিগত বছরগুলোতে। নিয়মিতই কাজ করছেন। তুলনামূলক বলিউড তারকাদের চেয়েও বেশি কাজ তাঁর। তবে তাঁর মতে, ‘লাইট, ক্যামেরা, অ্যাকশন’-এর বাইরে এক জীবন আছে। ‘আমি মনে করি পেশার বাইরে আমি যা কিছু করি, তার মধ্যে কিছু যেন আমাকে আরও উন্নত ব্যক্তি হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করে। জীবনকে আরও অর্থবহুল করে তুলতে আমি কোনো সুযোগ হাতছাড়া করতে চাই না। আর জীবনের কিছু শতাংশ সমাজের কাজের প্রতি উৎসর্গ করা উচিত বলে আমি মনে করি,’ বললেন সংযুক্তা। নারী চরিত্রকে ঘিরে ইন্ডাস্ট্রির চিন্তাভাবনায় আগে একবার বদল এসেছিল বলে মনে করেন সংযুক্তা। তাঁর কথায়, ‘একটা সময় ছিল, যখন নারী চরিত্র খুব সুন্দরভাবে গল্পের মধ্যে মিশে থাকত। মেয়েদের জন্য খুব গভীর আর বৈচিত্র্যময় চরিত্র লেখা হয়েছিল। তাই শ্রীদেবী গারু, সাবিত্রী গারু, বিজয় শান্তি গারুকে মনোমুগ্ধকর এবং আকর্ষণীয় চরিত্রে দেখা গেছে। আজ ২০ বছর পরও আমরা ওনাদের নিয়ে কথা বলি।

এখন আবার নতুন করে নারীদের জন্য উল্লেখযোগ্য চরিত্র লেখা হচ্ছে। আর সারা বিশ্বের কাছে এসব চরিত্রের আবেদন আছে। এমন এক সময়ে আমি সিনেমার জগতে আছি বলে নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করি। এই সময়ে সিনেমার জগতে অনেক পরিবর্তন হচ্ছে।’ এই দক্ষিণি নায়িকা আরও বলেছেন, ‘নির্মাতারা এখন নারীকেন্দ্রিক ছবি প্রযোজনার জন্য এগিয়ে আসছেন। নারীকেন্দ্রিক ছবিতে চরিত্রের পাশাপাশি বাজেটও ভালো রাখা হচ্ছে। আমরা যে পথ এখন দেখতে পাচ্ছি, তা বাঁধানো ছিল, এমনটা কখনো নয়। কিছু অভিনেত্রী নিজের শ্রম, মেধা দিয়ে আজকের এই অবস্থান তৈরি করেছেন। তাঁদের কারণেই আজ আমরা এই বদল দেখতে পাচ্ছি।’‘মহারাগনি’ কুইন অব কুইনস’ ছবির মূল চরিত্রে সংযুক্তা ছাড়া আছেন কাজল, প্রভু দেবা, নাসিরুদ্দিন শাহ, যীশু সেনগুপ্ত। এ ছবিতে সংযুক্তা অভিনীত চরিত্রের নাম ‘মোহিনী’। ছবিতে তাঁকে বলিউড তারকা কাজলের মেয়ের চরিত্রে দেখা যাবে। অ্যাকশন থ্রিলারধর্মী ছবিটি মা-মেয়ের গল্প নিয়ে।

স্কুলজীবনের একটা বড় সময় মাকে ছাড়াই কেটেছে

স্কুলজীবনের একটা বড় সময় মাকে ছাড়াই কেটেছে। তাই এখন আরও বেশি করে মায়ের সঙ্গে সময় কাটানোর চেষ্টা করেন অভিনেত্রী বিবৃতি চট্টোপাধ্যায়। মঙ্গলবার মায়ের জন্মদিনে এই অভিনেত্রী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক দীর্ঘ পোস্ট দিয়েছেন। মা চিত্রা চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিনে দুজনের একসঙ্গে তোলা একাধিক ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাগ করে নিয়েছেন বিবৃতি। অভিনেত্রীর কথায়, তাঁদের সম্পর্ক অনেকটা ‘টম অ্যান্ড জেরি’র মতো। মায়ের জন্মদিনে পেশাগত কাজও রয়েছে বিবৃতির। কিন্তু তার মধ্যেই চলছে উদ্‌যাপন। ভটভটি’ অভিনেত্রী বলেন, ‘রাতে কেক কাটায় মায়ের আপত্তি ছিল। তাই আজ সকালে মাসি ও মেসোমশাইয়ের উপস্থিতিতে আমরা কেক কেটে একসঙ্গে প্রাতরাশ সেরেছি।’ কর্মসূত্রে চিত্রাকে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয়েছে। কিন্তু রাজস্থানের স্কুলে পড়াকালে পাঁচ বছর মায়ের সঙ্গ পেয়েছিলেন বিবৃতি। কারণ, সেই স্কুলেই তখন চাকরি করতেন চিত্রা। অল্প বয়সে মায়ের সান্নিধ্য পাননি বলে মনের মধ্যে কোনো দুঃখ পুষে রাখেননি বিবৃতি বরং এখন আরও বেশি করে মায়ের সঙ্গে সময় কাটাতে চেষ্টা করেন। ২০২০ সালে বাবাকে হারিয়েছেন বিবৃতি। জীবনের চলার পথে মনোবল থেকে শুরু করে ইচ্ছাশক্তি ও স্বাধীন জীবনযাপনের আদর্শ তিনি মাকে দেখেই রপ্ত করেছেন বলে জানান। অভিনেত্রীর কথায়, ‘এখন পর্যন্ত ক্যারিয়ারে যেভাবে এগিয়েছি, সেখানে মায়ের নীরব সমর্থন পেয়েছি। মা এবং আমার পরিবার কিন্তু আমাকে প্রতিমুহূর্তে সমর্থন করে।’ এই মুহূর্তে নিজের ক্যারিয়ারের দিকে মনোযোগ দিতে চাইছেন বিবৃতি। ছোট থেকে দীর্ঘ সময় অভিভাবকের উপস্থিতি ছাড়াই সময় কেটেছে তাঁর। তাই একা থাকতে কোনো সমস্যা হয় না বিবৃতির। করোনা মহামারির পর চিত্রা কলকাতায় ফিরে আসেন। এখন দুজনে একসঙ্গে থাকেন। বিবৃতির কথায়, ‘তথাকথিত মা-মেয়ের বদলে আমাদের সম্পর্কটা অনেকটাই বন্ধুর মতো।’ কিন্তু প্রেম বা বিয়ে নিয়ে মায়ের তরফে কোনো চাপ কি আসে? বিবৃতি হেসে বললেন, ‘মা আমাকে বলেই দিয়েছেন সম্পর্কে না জড়াতে।

আর কোনো দিন বিয়ে না করারই পরামর্শ দিয়েছেন।’ কিন্তু ভবিষ্যৎ কেউই জানে না। তাই আগামী দিনে যদি সম্পর্কে জড়ান? বিবৃতির উত্তর, ‘এই মুহূর্তে কাজে মন দিতে চাই। কোনো রকম সম্পর্কে জড়াতে চাই না।’ বিবৃতি অভিনীত ‘দেবী চৌধুরাণী’ ছবিটি মুক্তি পাবে আগামী আগস্ট মাসে। এ ছাড়া রাজ চক্রবর্তীর হিন্দি ওয়েব সিরিজ ‘পরিণীতা’য় তাঁকে দেখবেন দর্শক।

‘তাঁরা আমাদের সঙ্গে চুক্তি করতে মরিয়া’

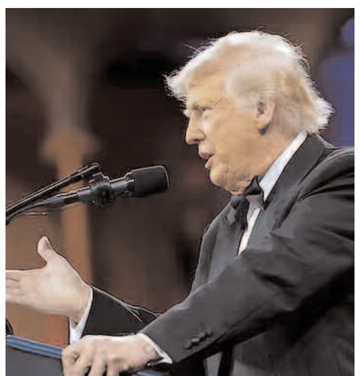

ওয়াশিংটন, ৯ এপ্রিলঃ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ওপর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আরোপ করা পাল্টা শুল্ক যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় বুধবার (৯ এপ্রিল) থেকে কার্যকর হচ্ছে। কার্যকর হওয়ার আগেই বিশ্বনেতারা ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন, চেষ্টা করছেন শুল্ক কমাতে। ট্রাম্পের ভাষায়, ‘বিশ্বনেতারা এখন আমাকে ‘স্যার’ ‘স্যার’ করছেন। তাঁরা আমাদের সঙ্গে চুক্তি করতে মরিয়া।’ স্থানীয় সময় মঙ্গলবার নিজ দল রিপাবলিকান পার্টির নেতাদের সঙ্গে এক বৈঠকে ট্রাম্প এ মন্তব্য করেন। ট্রাম্প বলেন, ‘এসব দেশের নেতারা আমাদের ফোন করছেন। আমার পশ্চাদ্দেশে চুমু খাচ্ছেন। চুক্তি করার জন্য তাঁরা মরিয়া হয়ে পড়েছেন।’ হোয়াইট হাউসের তথ্যমতে, যুক্তরাষ্ট্রের আরোপ করা নতুন শুল্ক কমাতে এরই মধ্যে ইসরায়েল চুক্তির চেষ্টা করছে। তাদের প্রতিনিধিদল ওয়াশিংটনে মার্কিন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করছে। জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিনিধিদল যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার পথে রয়েছে। আগামী সপ্তাহে ওয়াশিংটন সফর করবেন ইতালির প্রধানমন্ত্রী। ৯ এপ্রিল থেকে পাল্টা শুল্ক কার্যকর হলেও তা আলোচনা সাপেক্ষে কমানো যাবে বলে জানিয়েছেন ট্রাম্প প্রশাসনের কর্মকর্তারা। তাঁদের মতে, এ জন্য সংশ্লিষ্ট দেশগুলো উল্লিখিত দেশের পথ অনুসরণ করতে পারে। তবে বিভিন্ন চুক্তির বিনিময়ে শুল্ক কতটুকু কমানো হবে, তা স্পষ্ট নয়। আরোপিত শুল্ক নিয়ে কী করা উচিত, সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর অনেকে তা ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারছে না। কী করা যায়, তা নিয়ে এসব দেশের কর্মকর্তাদের উপদেশ দিচ্ছেন মার্কিন কর্মকর্তারা। হোয়াইট হাউসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সূত্রগুলো নতুন শুল্কের মুখে থাকা দেশগুলোকে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য উৎসাহিত করছে। তাদের পরামর্শ, শুল্ক কমানোর জন্য শুধু বাণিজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা ঠিক হবে না। অন্যান্য খাতে কোনো সুযোগ আছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে হবে। তাদের বার্তায় একটি বিষয় স্পষ্ট। তারা বলতে চাইছে, আপনাদের যদি বিশেষ কোনো কার্ড থাকে, তা ব্যবহার করা উচিত।

পানামা খাল ফেরত নেবে যুক্তরাষ্ট্র

বেজিং, ৯ এপ্রিলঃ চীনকে পানামা খালের কার্যক্রম হুমকির মুখে ফেলতে দেবে না যুক্তরাষ্ট্র। মঙ্গলবার মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ মধ্য আমেরিকার দেশ পানামা সফরকালে এ সতর্কবার্তা দিয়েছেন। জানুয়ারিতে ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর হেগসেথ হলেন দ্বিতীয় কোনো শীর্ষ মার্কিন কর্মকর্তা, যিনি পানামা সফর করছেন। তিনি জলপথে চীনের প্রভাব মোকাবিলায় যুক্তরাষ্ট্রের খনন করা খালটি ‘ফেরত নেওয়ার’ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। প্রবেশপথে অবস্থিত একটি পুলিশ স্টেশনে বক্তৃতাকালে হেগসেথ বলেন, ‘আজ পানামা খাল ক্রমাগত হুমকির সম্মুখীন। কমিউনিস্ট চীন কিংবা অন্য কোনো দেশকে এই খালের অখণ্ডতা বা কার্যক্রমকে হুমকির মুখে ফেলতে দেবে না যুক্তরাষ্ট্র।’ যুক্তরাষ্ট্র শতাব্দীরও বেশি পুরোনো এই খালটি খনন করে এবং ১৯৯৯ সালে এটি পানামার কাছে হস্তান্তর করে। মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পানামার প্রেসিডেন্ট হোসে রাউল মুলিনোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। নিরাপত্তা সম্পর্ক নিশ্চিত করে উভয় পক্ষ একটি যৌথ বিবৃতি দিয়েছে।

যদিও খালের ওপর পানামার সার্বভৌমত্বের বিষয়ে উভয় পক্ষের প্রকাশিত ঘোষণায় একটি উল্লেখযোগ্য অসংগতি ছিল। মুলিনোর কার্যালয় থেকে স্প্যানিশ ভাষায় প্রকাশিত বিবৃতিতে ‘হেগসেথ পানামা খাল এবং এর আশপাশের এলাকার ওপর পানামার নেতৃত্ব এবং অবিচ্ছেদ্য সার্বভৌমত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছেন।’ কিন্তু মার্কিন সরকার প্রকাশিত ইংরেজি ভাষার বিবৃতিতে এই বাক্যটি উল্লেখ করা হয়নি। হংকংয়ের একটি কোম্পানি আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরকে সংযুক্তকারী পানামা খালের উভয় প্রান্তে দুটি বন্দর পরিচালনা করে। বিশ্বব্যাপী মোট জাহাজ চলাচলের ৫ শতাংশ হয় এই জলপথ দিয়ে। ট্রাম্প প্রশাসন পানামার ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেছে, যাতে দেশটি খালের ওপর চীনা প্রভাব কমাতে পারে। ওয়াশিংটন এই প্রভাবকে জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসেবে দেখে।তবে এই জলপথের ওপর চীনের ব্যাপক নিয়ন্ত্রণের দাবি অস্বীকার করেছে পানামা। যদিও এ বিষয়ে দেশটির প্রতিবাদ দুর্বল হয়ে পড়েছে। হেগসেথের সফরের প্রাক্কালে পানামা হংকংয়ের কোম্পানিটির বিরুদ্ধে চুক্তিগত বাধ্যবাধকতা পূরণে ব্যর্থতার অভিযোগ তুলেছে। হেগসেথ বলেন, ‘আমি খুব স্পষ্ট করে বলতে চাই, চীন এই খালটি তৈরি করেনি।

চীন এই খালটি পরিচালনা করে না। আর চীন এই খালটিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করবে না।’ মুলিনোর সঙ্গে কথা বলার সময় হেগসেথ বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ও পানামা একসঙ্গে ‘চীনের প্রভাব থেকে পানামা খালকে পুনরুদ্ধার করবে। পাশাপাশি বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী, সবচেয়ে কার্যকর এবং সবচেয়ে মারাত্মক যুদ্ধ বাহিনীর প্রতিরোধক্ষমতা ব্যবহার করে এটিকে সব দেশের জন্য উন্মুক্ত রাখবে।

মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী দাবি করেন, খাল এলাকার গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর ওপর চীনের নিয়ন্ত্রণ বেইজিংকে পানামাজুড়ে গুপ্তচরবৃত্তি করার সুযোগ এনে দিয়েছে।

এর ফলে পানামা এবং যুক্তরাষ্ট্র ‘কম নিরাপদ, কম সমৃদ্ধ এবং কম সার্বভৌম’ হয়ে পড়েছে।

নির্বাচনের পর জোট সরকার গঠনের লক্ষ্যে দুই দল বৈঠক করেছে ১৯ বার

বার্লিন, ৯ এপ্রিলঃ দীর্ঘ আলোচনা ও টানাপোড়েনের পর শেষমেশ জার্মানির ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রেটিক ইউনিয়ন পার্টি (সিডিইউ ও সিএসইউ) ও সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এসপিডি) একটি জোট গঠনের চুক্তিতে পৌঁছেছে। বুধবার চুক্তির বিষয়টি সামনে আসে। নির্বাচনের প্রায় ছয় সপ্তাহ পর এই জোটভুক্ত সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত এল। নির্বাচনের পর জার্মানিতে নতুন সরকারের গঠন নিয়ে অনিশ্চয়তা ছিল। গত ২৩ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের পর জোট সরকার গঠনের লক্ষ্যে দুই দল ১৯ বার বৈঠক করেছে। নতুন জোট সরকার যে সব মূল বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে তা হলো, নতুন করে কোনো কর বাড়ানো হবে না। তবে সাবেক পূর্ব জার্মানির পুনর্গঠনে সংহতি কর বজায় থাকবে। করপোরেট কর ২০২৮ সাল থেকে কমবে। সরবরাহ শৃঙ্খল আইনের বিষয়ে যে নিয়মগুলো ছিল তার অবসান ঘটবে। সামাজিক ভাতাবিষয়ক বুরগারগেল্ড নিয়মের সংস্কার এবং দ্রুত নাগরিকত্ব দেওয়া বন্ধ করা হবে। অতিরিক্ত সময়ে কাজের জন্য করমুক্ত ভাতা চালুর পরিকল্পনা করা হবে। নির্বাচনের তিন সপ্তাহ পর গত ১৩ মার্চ জোট সরকার গঠনের লক্ষ্যে এই আলোচনা শুরু হয়েছিল। পূর্ববর্তী সমঝোতা অনুযায়ী, প্রতিরক্ষা খাতে ঋণসীমা শিথিল করে এবং অবকাঠামোতে ৫০০ বিলিয়ন ইউরোর বিনিয়োগের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

Name Change

I, Md. Motiur Rahaman Mollick S/O Imalack Mollick resident of Vill. Chandai, P.O. Pearbera, P.S. Barjora, Dist. Bankura-722208 WEST BENGAL, do hereby solemnly affirm & declaring my & my father's actual name Md. Motiur Rahaman Mollick S/O Imalack Mollick instead of Md. Motiur Rahaman Mallick S/o Md. Imlack Mallick and Mohammed Motiur Rahaman Mollick S/o Imalack Mollick, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman on 08/04/2025. Md. Motiur Rahaman Mollick S/O Imalack Mollick, Md. Motiur Rahaman Mallick S/o Md. Imlack Mallick and Mohammed Motiur Rahaman Mollick S/o Imalack Mollick all are same person.

Name Change

I, Bindia Saha (Old Name) wife of Subarna Saha, residing at Arabinda Pally, PO & PS - Duttapukur, Norh 24 Parganas-743248, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Bindia Saha Sarkar (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 09/04/2025. Bindia Saha Sarkar (New Name) and Bindia Saha (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Sadgaba Sarjar (Old Name) wife of Babla Sarkar, residing at Arabinda Pally, PO & PS - Duttapukur, Norh 24 Parganas-743248, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sadhana Sarkar (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 09/04/2025. Sadhana Sarkar (New Name) and Sadgaba Sarjar (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Lal Mohammad Khan S/O- Mojaffar Khan resident of Shaluka Gere, Balitha, Kotolpur, Dist- Bankura, West Bengal, PIN-722141, have changed my name and shall henceforth be known as ‘LAL MAHAMMAD KHAN’ vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 09/04/2025. That Lal Mohammad Khan and Lal Mahammad Khan both are same and one identical person.

Name Change

I , Kanchan Kanti Gorai S/O- Biswanath Garai resident of Itbhata Road, Chotonilpur,P.O.- Sripally, P.S.- Burdwan, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713103, have changed my name and shall henceforth be known as ‘KANCHAN KANTI GARAI’ vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 09/04/2025. That Kanchan Kanti Gorai and Kanchan Kanti Garai both are same and one identical person.

Name Change

I , Moni Patel W/O- Nanji Patel resident of Memari krshna Bazar, Hatpukur Purba Dik, P.O.- Memari, P.S.-Memari, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713146, have changed my name and shall henceforth be known as ‘MANI PATEL’ vide an affidavit before The Executive Magistrate at Purba Bardhaman on 24/03/2025. That Moni Patel and Mani Patel both are same and one identical person.

Name Change

I, Mohammed Talha Sarkar S/O- Sultan Salauddin Sarkar resident of Kashiara,Moktar Bagan, P.O.- Memari, P.S.-Memari, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713146, have changed my name and shall henceforth be known as ‘MD TALHA SARKAR’ vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 07/04/2025. That Mohammed Talha Sarkar and MD Talha Sarkar both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Firoj Hossain S/o Md Anowar Hossain Residing at Vill.Barnanpukur, P.O. Sree Mayapur P.S. Nabadwip, Dist- Nadia, WB do hereby solemnly affirm and declare my actual name Md Firoj Hossain instead of Firoj Hossain, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Nabadwip, Nadia on 08/04/2025. Md Firoj Hossain instead and Firoj Hossain both are same and identical person.

Name Change

I, Rishi Kumar Singh (Old Name) son of Narbdeshwar Singh, residing at 44, Maulana Abul Kalam Azad Road, Howrah AC Market, P.S.- Golabari, Dist.- Howrah- 711101, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Rishi Singh (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 09/04/2025. Rishi Singh (New Name) and Rishi Kumar Singh (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Taposi Halder (old name) S/O Uttam Halder, residing at Gobinda Khatick Road,Tangra, P.S.- Tangra, Kolkata-700046, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Tapashi Halder (new name) as declared before the notary public at kolkata, dated 07/04/2025. Tapashi Halder (new name) and Taposi Halder (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Sankari Biswas (old name) wife of Ratan Biswas, residing at Rajipur Charpara, Taki(m), P.O & P.S- Hasnabad, Basirhat, Pin: 743426, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Shankari Biswas (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 07/04/2025. Sankari Biswas (old name) and Shankari Biswas (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I, AB RAJJAK MOLYA (Old Name) S/O Late KHALEK MOLLA Residing at Vill- Balihati, P.O.-Malancha, P.S.- Minakhan, District - North 24 Parganas, Pin - 743425, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as ABDUL RAJJAK MOLLA (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India at Kolkata vide affidavit Dated 09-04-2025. AB RAJJAK MOLYA (Old Name) and ABDUL RAJJAK MOLLA (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, KRIHSNA CHOWDHURY (Old Name) D/O BRAJENDRA LAL DEB Residing at Ghola Kachari Road Satya Narayan Pally P.S.-Barasat, District - North 24 Parganas, Pin - 700124, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as KRISHNA CHOWDHURY (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India at Kolkata vide affidavit Dated 09-04-2025. KRIHSNA CHOWDHURY (Old Name) and KRISHNA CHOWDHURY (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Ananda Mohan Bhowmick S/o Manmatha Bhowmik Residing at Vill - Melahait, P.o - Naikuri, P.s - Tamluk, District - East Medinipur, Pin- 721653 West Bengal India shall henceforth be known as Ananda Mohan Bhowmik. I declare that Ananda Mohan Bhowmick and Ananda Mohan Bhowmik is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 09-04-2025.

Name Change

I, Khuku Rani Bhowick W/o Ananda Mohan Bhowmik Residing at Vill - Melahait, P.o - Naikuri, P.s - Tamluk, District - East Medinipur, Pin- 721653 West Bengal India shall henceforth be known as Khuku Rani Bhowmik. I declare that Khuku Rani Bhowick and Khuku Rani Bhowmik is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 09-04-2025.

Name Change

I, Manmatha Bhowmick S/o Late Sripati Bhowmik Residing at Vill - Melahait, P.o - Naikuri, P.s - Tamluk, District - East Medinipur, Pin- 721653 West Bengal India shall henceforth be known as Manmatha Bhowmik. I declare that Manmatha Bhowmick and Manmatha Bhowmik is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 09-04-2025.

Name Change

I, Pusparani Bhowmick W/o Manmatha Bhowmik Residing at Vill - Melahait, P.o - Naikuri, P.s - Tamluk, District - East Medinipur, Pin- 721653 West Bengal India shall henceforth be known as Pushpa Bhowmik. I declare that Pusparani Bhowmick and Pushpa Bhowmik is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 09-04-2025.

Name Change

I, Prasanta Kumar Saha S/o Late Upendranath Saha Residing at Vill - Padmajala Road, Puratan Bazar, P.o+P.s - Baruipur, District - South 24 Parganas, Pin- 700144 West Bengal India shall henceforth be known as Prasanta Saha. I declare that Prasanta Kumar Saha and Prasanta Saha is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 09-04-2025.

Name Change

I, Ashok Jaiswal S/o Late Thakur Prashad Jaiswal Residing at 44/H/1, Beniapukur Lane, P.o - Entally, P.s - Beniapukur, District - Kolkata, Pin- 700014 West Bengal India shall henceforth be known as Ashok Kumar Jaiswal. I declare that Ashok Jaiswal and Ashok Kumar Jaiswal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 09-04-2025.

Name Change

I, AB RAJJAK MOLYA (Old Name) S/O Late KHALEK MOLLA Residing at Vill- Balihati, P.O.-Malancha, P.S.- Minakhan, District - North 24 Parganas, Pin - 743425, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as ABDUL RAJJAK MOLLA (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India at Kolkata vide affidavit Dated 09-04-2025. AB RAJJAK MOLYA (Old Name) and ABDUL RAJJAK MOLLA (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, KRIHSNA CHOWDHURY (Old Name) D/O BRAJENDRA LAL DEB Residing at Ghola Kachari Road Satya Narayan Pally P.S.-Barasat, District - North 24 Parganas, Pin - 700124, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as KRISHNA CHOWDHURY (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India at Kolkata vide affidavit Dated 09-04-2025. KRIHSNA CHOWDHURY (Old Name) and KRISHNA CHOWDHURY (New Name) both are same and identical person.

প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির তার চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, ডিআই অফিস অভিযান থেকে স্পষ্ট বার্তা চাকরি হারা শিক্ষক- শিক্ষিকাদের

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ৯ এপ্রিল ঃ গত ৩ তারিখ রায় ঘোষণার পর থেকেই ক্ষোভে ফুসছে চাকরি হারা শিক্ষক এবং শিক্ষিকারা। আর বুধবার রাজ্য জুড়েই এর প্রতিবাদে ডি আই অফিস ঘেরাও ও বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দেয় শিক্ষক অধিকার মঞ্চের তরফে। আর সারা রাজ্যের পাশাপাশি বুধবার নদীয়ার কৃষ্ণনগরেও এই কর্মসূচীতে সামিল হয় শিক্ষক, শিক্ষিকারা। আর বুধবারের এই কর্মসূচীকে ঘিরে দফায় দফায় সৃষ্টি হয় উত্তেজনা। যদিও শুরুতে বিক্ষোভ ছিলো যথেষ্ট শান্তিপূর্ণই। এদিন সকালে শহর জুড়ে একটি প্রতিবাদী মিছিল করে তারা, এরপর কৃষ্ণনগর সদর মোড়ে রাস্তার উপর টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ করে চাকরি-হারা শিক্ষক-শিক্ষিকারা। সেখান থেকেই তারা তাদের দাবী গুলো নিয়ে সোচ্চার হয়, তারা জানায় , তারা যোগ্য চাকরিজীবী, গত ৩ তারিখের পরে তাদের চাকরি চলে গেছে। ২০১৬ সালে এস এল এস টিতে চাকরি পাওয়ার যোগ্য শিক্ষক এবং শিক্ষিকা শিক্ষা কর্মী। আজকে সরকারের অপদার্থতার কারণে, প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতির কারণে এবং আধিকারীদের অপদার্থতার কারণে তাদের চাকরি চলে গেছে। প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতির দায় তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই দায় তারা কোনোভাবেই স্বীকার করতে চান না। এই দায় প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠানের আধিকারিকদের। মুখ্যমন্ত্রীকে এর সঠিক বিচার করতে হবে। তারা যোগ্যতা নিরিখে চাকরিতে বহাল ছিল, বর্তমান পরিস্থিতিতে চাকরিহারা অবস্থায় তারা সমাজে মুখ দেখাতে পারছেন না। তাই রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ ছাড়া আর কোন উপায় নেই। অন্যদিকে বুধবার সকাল ১০টা থেকে শুরু হয় দফায় দফায় বিক্ষোভ কর্মসূচি, চলতে থাকে লাগাতার। এবং বিক্ষোভ কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে জ্বালানো হয় কুশপুতুল। পরিস্থিতি সামাল দিতে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। পরবর্তী সময়ে তারা DI অফিস অভিযান করে, ডিআই অফিস ভাঙচুরের ঘটনাও সামনে আসে শুরু হয় পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি। অফিসের গেটে তালা লাগিয়ে দেয়, সেখানেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, অসুস্থ হয়ে পরে একাধিক বিক্ষোভকারী। পরবতী সময়ে তারা নদীয়ার কৃষ্ণনগর ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন।

কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড (সিআইএল) পাটনার গাইঘাটে অবস্থিত সরকারি আম্বেদকর আবাসিক বিদ্যালয়ে তফসিলি জাতি সম্প্রদায়ের মেয়েদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে 'লক্ষ্যা' উদ্যোগ চালু করেছে। এই উদ্যোগে ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেডিকেল প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রস্তুতিতে সহায়তা করার জন্য কেন্দ্রীভূত প্রশিক্ষণ, বিস্তৃত অধ্যয়ন সামগ্রী এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশের সেশন সরবরাহ করা হবে। এই উদ্যোগটি এক্স-নবদয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে এবং একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য দুই বছর ধরে সিআইএল দ্বারা সমর্থিত হবে। বিহার সরকারের মুখ্য সচিব শ্রী অমৃত লাল মীনা, বিহার সরকারের তফসিলি উপজাতি ও তফসিলি জাতি কল্যাণ সচিব শ্রী দিবেশ সেহরা, কোল ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান শ্রী পি.এম. প্রসাদ, কোল ইন্ডিয়ার পরিচালক (মানবসম্পদ), ডঃ বিনয় রঞ্জন এবং বিহার সরকার এবং কোল ইন্ডিয়ার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ময়নাগুড়িতে জল না পেয়ে বিক্ষোভ স্থানীয়দের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৯ এপ্রিল ঃ জলের দাবিতে বুধবার জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়িতে বিক্ষোভে শামিল হলেন ৮ থেকে ৮০ সব বয়সের মানুষ। কেউ কোলে বাচ্চা নিয়ে, কেউ ছোট সন্তানকে নিয়ে জলের দাবিতে বিক্ষোভে শামিল হন। বুধবার ময়নাগুড়ি ব্লকের লাটিমের বাড়ি এলাকায় জল না পেয়ে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, গোটা এলাকায় নেই জল। ফলে ভরসা একমাত্র নদী। নদীর জল দিয়ে সব কাজ করতে হচ্ছে। এলাকায় এখনও পৌঁছায়নি বাড়ি বাড়ি জল। শুকিয়ে গেছে কুয়োও। দীর্ঘদিন ধরেই জলের দাবি জানিয়ে আসছিলেন তাঁরা, অবশেষে ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙে বুধবার। এদিন জলের দাবিতে বিক্ষোভে শামিল হন স্থানীয় বাসিন্দারা।

e- Tender invitation of Srinagar Gram Panchayat under Kakdwip Block, **Nit no.SNGP/NIT/-01(e)/2025-26** & Publishing dated **07/04/2025** , Last date of submission **22/04/25 before 14.00 PM** & Opening date, **23/04/2025**/ in website. **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-Pradhan,
Srinagar Gram Panchayat

লামডিং ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ এসসিএল-ইএনজিজি-৪০-২০২৫, তারিখঃ ০৭-০৪-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ ক্র. নং. ১। **আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** এডিইএন/আগরতলার অধিক্ষেত্রের অধীনে ১×৬.০মি× ৩.৫০মি আরসিসি বক্স দ্বারা অ্যাডিশনাল ওপেনিং-এর ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্যঃ ৪,৮৯,৯৯,৩১৪.৮৮ টাকা; বায়নার ধনঃ ৩,৯৫,০০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার** ০৫-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **বন্ধ হবে ও খুলবে** ০৬-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৫-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টাপর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম/ওয়ার্কস, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

অনলাইন গেমের ফাঁদে বিপুল দেনা, আত্মহত্যা যুবকের

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ৯ এপ্রিল ঃ মোবাইলে অনলাইন বেটিং গেমে আসক্ত হয়ে দেনা, আত্মহত্যা ছাত্রের, চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মহিষাদলে। বর্তমান সময়ে অনলাইন বেটিং গেম খেলে কেউ কেউ করছে উপার্জন আবার কেউ কেউ খোয়াচ্ছেন হাজার হাজার টাকা। এবার গেম খেলে বিপুল টাকা ঋন হয়ে পড়ায় অবসাদে কলেজ হোস্টেলে সিলিং ফ্যানে ঝুলে আত্মহত্যা করার ঘটনা ঘটল মহিষাদলের ক্ষুদিরাম বোস কলেজ অফ ফার্মাসীতে। মৃত ছাত্রের নাম অভিজিত পাত্র (২২)। বাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সবং এলাকায়। অভিজিত ব্যাচেলার অফ ফিজিও থেরাপি বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিল। এদিন হোস্টেলের অন্যান্য পড়ুয়ারা কলেজে চলে গেলেও বেলা গড়িয়ে দুপুর হয়ে গেলেও অভিজিতকে দেখা যাচ্ছিলো না। পাশের রুমের একছাত্র অভিজিতকে ফোনে না পেয়ে নিরাপত্তারক্ষীকে ফোন করে বলে অভিজিতকে ফোনে পাচ্ছিনা রুমে গিয়ে দেখুন একবার কোথায় আছে। নিরাপত্তারক্ষী জানায়, রুমে গিয়ে ডাকাডাকি করেও সাড়া মেলেনি। ভেতর থেকে লক করা ছিলো। দরজা ভেঙে দেখে অভিজিত ফ্যানের সঙ্গে গলায় গামছা ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছে। এরপর খবর দেওয়া হয় মহিষাদল থানায়। মহিষাদল থানার পুলিস দেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। নিরাপত্তারক্ষী জানায় রুম থেকে একটি সুসাইড নোট উদ্ধার হয়েছে। অনলাইন বেটিং গেম খেলে প্রচুর টাকা দেনা হয়ে গেছে তাই এই চরম সিদ্ধান্ত। কলেজের হোস্টেল আবাসিক ছাত্র মৃদুল পাল জানান, আমি ওর থেকে জুনিয়র। পাশের রুমে থাকতাম। একটি দরকারের জন্য সকাল থেকে বেশ কয়েকবার ফোন করেও না পাওয়ায় নিরাপত্তা রক্ষীকে বিষয়টি জানাই । তার পর জানতে পারি রুমের মধ্যে আত্মহত্যা করেছে। শুনে খুব খারাপ লাগছে। সিকিউরিটি সুমন্ত দে বলেছেন, পুলিস একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনার মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

পানবাজার নতুন আরওবি নির্মাণে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ভালো অগ্রগতি অর্জন

মালিগাঁও, ৯ এপ্রিল ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ৬০ মিটার দৈর্ঘের বো স্ট্রিং গার্ডারের সফলভাবে চালু করার সাথে পানবাজারে নতুন রোড ওভার ব্রিজ (আরওবি) নির্মাণে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছে। এই গুরুত্বপূর্ণ কার্যটি ৮ এপ্রিল ২০২৫-এর রাতে ৩ ঘন্টার সু-সমন্বিত ট্র্যাফিক ব্লক সময়ের মধ্যে ত্রুটিহীনভাবে সম্পাদিত করা হয়। সম্পূর্ণ হওয়ার পর এই নতুন আরওবি ১৯৬৫-তে নির্মিত আগের পরিকাঠামোর স্থানে প্রতিস্থাপিত হবে, যা ইতিমধ্যে ভেঙে ফেলা হযেছে। পুরানো আরওবি দীর্ঘদিন ধরে পরিকাঠামোগত এবং পরিচালন সম্বন্ধীয় প্রত্যাহ্বানের সম্মুখীন হয়েছিল। সীমিত উল্লম্ব এবং অনুভূমিক ক্লিয়ারেন্সের জন্য, পুরানো ব্রিজে ১৫ কিমিঘন্টার একটি স্থায়ী গতিবেগ সীমাবদ্ধতা বলবৎ ছিল এবং একটি 'ডেড ওয়ার জোন' -এ পরিণত হচ্ছিলো, ফলে বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভ চলাচলকে প্রভাবিত হয়েছিল। এছাড়াও, ভারী বৃষ্টির সময় বারবার জলাবদ্ধতার ফলে আশেপাশে ট্রেন চলাচল এবং যাত্রী পরিষেবাকে আরও ব্যাহত করেছিল। এই সীমাবদ্ধতাগুলিকে সামাল দিতে ডিজাইন করা নতুন ৬০ মিটার দৈর্ঘ্যের সেতুটি উন্নত ক্লিয়ারেঞ্চ নিশ্চিত করবে, গতিবেগের সীমাবদ্ধতা দূর করবে এবং বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভগুলির বাধাহীন চলাচলকে সুবিধাজনক করবে। ট্র্যাকের স্তর উঁচু হওয়ার ফলে জলাবদ্ধতার সমস্যাগুলিকে প্রশমিত করবে, এবং বর্ষাকালেও সুগম যাতায়াত নিশ্চিত করবে। প্রযুক্তিগত আপগ্রেডের ছাড়াও, এই প্রকল্পটি গুয়াহাটি স্টেশন ইয়ার্ড পুনর্নির্মাণে কৌশলগত ভূমিকা পালন করবে, ফলে অতিরিক্ত প্ল্যাটফর্ম এবং উন্নত যাত্রী সুযোগ-সুবিধার জন্য পথ প্রশস্ত করবে। নতুন তিন লেনের চওড়া ক্যারেজওয়ে - আগের দুই লেনযুক্ত আকৃতি থেকে উন্নতমানের - সড়ক যানজট কমে দেবে এবং শহরের যাতায়াতকে উন্নত করবে। ফায়ার ব্রিগেড স্টেশনের কাছে স্থান সম্বন্ধীয় বাধা থাকা সত্ত্বেও উপাদান সঞ্চয়স্থান এবং রসদকে প্রভাবিত করা স্বত্তেও, প্রকল্পটি এখনও পর্যন্ত ক্রমাগতভাবে এগিয়েছে। দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্ব এবং স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য জিও-সেল প্রযুক্তির মাধ্যমে ভিত্তিগত পরিকাঠামো, বো স্ট্রিং গার্ডার তৈরি এবং অবস্থান নির্ধারণ ও উদ্ভাবনী সাব-সোইল শক্তিশালীকরণের মুখ্য সাফল্যসমূহ অন্তর্ভুক্ত। অনুমোদিত এজেন্সিগুলির দ্বারা নিয়মিত নজরদারি নির্মাণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে কঠোর গুণমান এবং সুরক্ষা সম্বন্ধীয় মান বজায় রেখেছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব ব্যক্তিগতভাবে প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন এবং আধিকারিকদের সময়মত প্রকল্প সমাপ্তি নিশ্চিত করার নির্দেশ দেন। গার্ডারের সফল চালুর সাথে, আরওবি প্রকল্পটি এখন তার চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রবেশ করেছে, যা গুয়াহাটিতে রেল এবং সড়ক সংযোগ উভয়কে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করবে।

পুরসভা ঘেরাও ও অবস্থান বিক্ষোভের হুঁশিয়ারি বৈদ্যবাটির পুর কাউন্সিলের

বনস্পতি দে, হুগলি, ৯ এপ্রিল ঃ বৈদ্যবাটি পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের বেহাল রাস্তা, বেহাল নিকাশি, জলের পাইপ লাইনের কাজ সঠিক ভাবে হচ্ছে না বলে অভিযোগ শাসক দলের কাউন্সিলর হরিপদ পালের। ওয়ার্ডে হচ্ছে না কাজ। এই অভিযোগ তুলে পুরপ্রধান ও বিধায়ককে চিঠি করলেন কাউন্সিলর। কাজ সঠিকভাবে না হলে পুরসভা ঘেরাও করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন কাউন্সিলর। পুরসভা ঘেরাও ও অবস্থান বিক্ষোভের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। আর তা নিয়েই রাজনৈতিক চর্চা। কাউন্সিলরের অভিযোগ, প্রায় এক বছর ধরে রাস্তার বেহাল অবস্থা, জলের পাইপ লাইন রাস্তার মাঝখান দিয়ে নিয়ে যাওয়ার ফলে সামান্য বৃষ্টি হলে এলাকায় জল জমছে। পাশাপাশি নিকাশি সমস্যা নিয়েও চেয়ারম্যান জানানোর পরেও কোন কাজ হয়নি। সাধারণ মানুষকে জবাব দেওয়া যাচ্ছে না। স্থানীয় বাসিন্দাদেরও সেই একই অভিযোগ। যদিও পুরপ্রধান পিন্টু মাহাতোর পাল্টা অভিযোগ, ওয়ার্ডে সময় দেন না কাউন্সিলর। ২৩ টা ওয়ার্ডের মানুষকে নিয়ে ঘেরাও করবে বলছেন। নিজের ওয়ার্ডে থাকেন না। আবার ঘেরাও করবেন বলছেন আমার জানা নেই। ওয়ার্ডগুলো অনুন্নত রয়েছে, সেখানে ফান্ড দিয়েছি। ওকে আলাদা করে টাকা দেওয়া হয়েছে। উনি যা বলছেন ভিত্তিহীন কথা। স্থানীয় বিধায়ক অরিন্দম গুঁই বলেন, আমাকে চিঠি দিয়েছে। নতুন কাউন্সিলর হয়েছে। এই বিষয়ে অভিজ্ঞতা কম। এই কাজ গুলো কেএমডিএ করছে। উনি জানেন না টাকাগুলো কীভাবে আসে। তার জন্য পুরসভার সঙ্গে যুক্ত থাকতে হয়। ইচ্ছাকৃত আটকে রাখার কিছু নেই।

হাওড়া পৌর নিগম

৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া- ৭১১১০১
ফোন ঃ ০৩৩ ২৬৩৮-৩২১১/ ১২ / ১৩ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
দেখুন www.hmc.org.in
সংরক্ষণ বিভাগ
কাগজ প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

ওএসডি এবং পদাধিকারবলে নির্বাহী প্রকৌশলী, এইচ.এম.সি. নীচের তথ্য অনুযায়ী ই-দরপত্র আহ্বান করছেন। আগ্রহী দরদাতাদের বৈধ প্যান কার্ড, জিএসটি, পি.টি., আইটিআর, ট্রেড লাইসেন্স এবং পরিস্রপত্র সহ দরপত্র জমা দিতে হবে।

ক্রম নং	কাজের বিবরণ	টেণ্ডার নং. ও তারিখ	দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ (অনলাইন) এবং সময়
১	এইচএমসি এলাকার বিভিন্ন রাস্তার ইটের নর্দমা (ডাবল ব্যারেল) সংস্কার।	নং. ০২ / কন / ২৫-২৬ তারিখ- ০৫ ।০৪ ।২০২৫	২৪ ।০৪।২০২৫ বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত
২	সংরক্ষণ বিভাগের অধীনে ৪৭২০ জন কর্মীকে সম্মানিত করার জন্য স্বচ্ছতা হি সেবা ২০২৪ বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন আইটেমের প্রয়োজনীয়তা।		
৩	ওয়ার্ড নং - ০২, ০৫, ০৯ (জোন-২), ০৯ (জোন-৩), ১৬, ১৮, ২২ (জোন-১), ২২ (জোন-২), ২৩ (জোন-১), ২৩ (জোন-২), ২৬, ৩০ (জোন-২), ৩২, ৩৫ (জোন-১), ৩৬, ৩৮ (জোন-২), ৪১ (জোন-১), ৪১ (জোন-২), ৪৩ (জোন-২), ৪৬ (জোন-২), ৪৮ (জোন-২), এইচ.এম.সি. (২ কল) এর আওতাধীন বিভিন্ন স্থানের ড্রেন অপসারণ।	নং. ০৩ / কন / ২৫-২৬ তারিখ- ০৫ ।০৪ ।২০২৫	২৪ ।০৪।২০২৫ বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত

অনুগ্রহ করে দেখুন- https://wbtenders.gov.in
12(3)/25-26
9.4.25

ওএসডি এবং পদাধিকারবলে নির্বাহী প্রকৌশলী
হাওড়া পৌর নিগম

আমতায় বেঙ্গল সফট বল প্রিমিয়ার লিগ

অভিজিত হাজরা, হাওড়া, ৯ এপ্রিল ঃ এই প্রথম গ্রামীণ হাওড়া জেলায় সারা বাংলা সফট বল প্রিমিয়ার লিগ সুরঞ্জন দত্ত মেমোরিয়াল ট্রফি দ্বিতীয় সিজন, ওয়েষ্ট বেঙ্গল সফট বল অ্যাসোসিয়েশন এর সহযোগিতায় শিবাজী স্পোর্টস অ্যাকাডেমি হাওড়ার আয়োজনে এবং আমতা স্পোটিং ক্লাব,বেতাই - জযন্তী অ্যাথলেটিক ক্লাব ও আমতা পল্লীকল্যাণ সমিতির সহ সহযোগিতায় দু ' দিন ব্যাপী এই ক্রীড়া উৎসব অনুষ্ঠিত হল আমতা স্পোটিং ক্লাব মযদান ও বেতাই -

জযন্তী অ্যাথলেটিক ক্লাব ময়দানে। এই খেলায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত ও পাশ্ববর্তী রাজ্য ঝাড়খণ্ড থেকে পুরুষ বিভাগের ৮ টি দল যথাক্রমে দত্তফুলিয়া অ্যানহলিক কড়িয়া সংস্থা, বি . কে. টি . সি অ্যাকাডেমি চন্ডিল, জলপাইগুড়ি, রাণাঘাট ফ্রেন্ডস ক্লাব, শিবাজী স্পোর্টস অ্যাকাডেমি, বীরভূম রাইডার্স, গৌড় মালদা, কান্দি নরেন্দ্রনাথ পাঠচক্র অংশগ্রহণ করে। মহিলা বিভাগের ৮ টি দল যথাক্রমে বি . কে. টি . সি.অ্যাকাডেমি চন্ডিল, বীরভূম রাইডার্স, হুগলি ওয়ারিয়র, বেঙ্গল বাইসন, জলপাইগুড়ি, রাণাঘাট ফ্রেন্ডস ক্লাব, গৌড় মালদা, শিবাজী স্পোর্টস অ্যাকাডেমি অংশ গ্রহণ করে। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন আর্গানাইজার টিমের কার্যকরী সভাপতি ও সমাজসেবী তাপস বাকুলী। দু ' দিন ব্যাপী এই ক্রীড়া উৎসবের বিভিন্ন দিনে উপস্থিত ছিলেন ওয়েষ্ট বেঙ্গল সফট বল অ্যাসোসিয়েশন এর ভাইস প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক জয়ন্ত কুমার দেবনাথ, ড. মৃত্যুঞ্জয় দাস, ড. সুজিত দাস, বিশিষ্ট অধ্যাপক সন্দীপ শঙ্কর ঘোষ, সৌর্যদীপ্ত নস্কর, দীপঙ্কর পোড়েল সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এই প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগে প্রথম স্থান অর্জন করেন জলপাইগুড়ি। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান অর্জন করেন যথাক্রমে রাণাঘাট ফ্রেন্ডস ক্লাব, বীরভূম রাইডার্স, শিবাজী স্পোর্টস অ্যাকাডেমি। সেরা পিচার এর পুরস্কৃত হন জলপাইগুড়ি দলের দুর্বার রায়। সেরা ক্যাচার এর পুরস্কৃত হন জলপাইগুড়ি দলের দ্বীপেন দাস।এই প্রতিযোগিতায় মহিলা বিভাগে প্রথম স্থান অর্জন করেন জলপাইগুড়ি। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান অর্জন করেন যথাক্রমে রাণাঘাট ফ্রেন্ডস ক্লাব, বেঙ্গল বাইসন, হুগলী ওয়ায়ির। সেরা পিচার এর পুরস্কৃত হন জলপাইগুড়ি দলের সোনাই রায়, সেরা ক্যাচার এর পুরস্কৃত হন জলপাইগুড়ি দলের পূজা রায়। দু ' দিন ব্যাপী সফট বল প্রিমিয়ার লিগ এ উত্তেজনার পারদ ছিল তুঙ্গে। এই ধরণের খেলা এই প্রথম আমতাবাসীরা উপভোগ করলো।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর লোনের টাকা আত্মসাতের অভিযোগে গ্রেফতার ২ মহিলা

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ৯ এপ্রিল ঃ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর লোন পরিশোধের টাকা আত্মসাতের অভিযোগে অন্ডালের রামপ্রসাদপুরের নাজিরাবাদ এলাকা থেকে দুই মহিলা গ্রেফতার হয়েছেন। ধৃতদের নাম চাঁদনী খাতুন ও রেনু মন্ডল। মঙ্গলবার রাতে তাদের গ্রেফতার করে অন্ডাল থানার পুলিশ। বুধবার ধৃতদের দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের জামিনের আবেদন খারিজ করে দেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত দুই মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যাদের কাছ থেকে লোন পরিশোধের জন্য টাকা সংগ্রহ করতেন। কিন্তু সেই টাকা ব্যাংকে জমা না দিয়ে নিজেদের কাছে রেখে প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছেন বলে অভিযোগ। প্রতারিত সদস্যারা প্রথমে বিষয়টি জানিয়ে অন্ডালের বিডিও-র দফতরে অভিযোগ জানান। কিন্তু সেখান থেকে কোনও সুরাহা না হওয়ায় অন্ডাল থানায় চাঁদনী খাতুন ও রেনু মন্ডলের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ তদন্তে নেমে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে। গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছে অন্ডাল থানার পুলিশ।

E-Tender Notice

e-Tenders are invited for ACR, Dining Hall, & Toilets under RIDF fund in N.I.e.T. No.— 01 (1st Call) Documents and other details is available in the website **tenders.gov.in.** The last date of submission for all the tenders are **up to 14.00 hours on dated 23/04/2025 respectively.** Further, contact with the office of the undersigned for any quarries in the office hours.

Sd/-
Block Development officer
Hariharpara, Murshidabad

OFFICE OF THE KALMA GRAM PANCHAYAT
P.O.-KALMA, Dist.- PURULIA
W.B., PIN: 723202
NITe No. WB/KGP/NITe-1/ 2025-2026

The Prodhan, Kalma Gram Panchayat under Jhalda-1 Development Block, Purulia invites e-tender from the bonafide, resourceful contractor for total 10(Ten) Nos. different works. Last date of submission of Bid on or before 21/04/2025 up to 01.00 P.M. Bid Opening Date 24/04/2025 at 11.00 A.M. For more details visit website **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- PRADHAN
KALMA GRAM PANCHAYAT

Jiaganj–Azimganj Municipality
PO-Azimganj, Dt.-Murshidabad.

Chairman of J.A Municipality invites open Tender as below :-

Sl	Name of Work	Tender ID	Last Date Bid submission
1.	**Supply and delivery at site of ISI Mark Socket and Spigot jointing system, centrifugally cast K7 and K9 Pipes conforming to IS 8329: 2000 with latest amendments in standard length as per NIeQ within Jiaganj - Azimganj Municipal area for Water Supply Scheme under State Fund.**	2025_MAD_834849_1	02.5.2025 at 6-00 PM
2.	**Renovation of Existing R.C.C Overhead Reservoir (OHR) of Capacity 455 Cum. for Zone C (Ward no. 7) including connection by M.S/D.I Pipes & Specials with inlet and delivery D.I pipe within Jiaganj-Azimganj Municipality for Water Supply Scheme under State Special Infrastructure Fund.**	2025_MAD_834867_1	02.5.2025 at 6-00 PM
3.	**Protection work of Road and Extension of Bathing Ghat at Neemtala Ferry Ghat at Ward No - 17 Under Jiaganj-Azimganj Municipality.**	2025_MAD_834888_1	22.4.2025 at 12-00 PM

Please see the details on **https://wbtenders.gov.in/**

Sd/- Chairman
Jiaganj- Azimganj Municipality

GOVT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE SHYAMPUR-II PANCHAYAT SAMITY
SASATI, HOWRAH,711312
Tender Ref No-WB/HOW/SHY-II/NIT-24/2024-25 Vide Memo No-250/Shy-II Dated-08.04.2025 & WB/HOW/SHY-II/NIT-25/2024-25 Vide Memo No-251/Shy-II Dated-08.04.2025

On line e-Tender are Invited from Bonafide Contractor for this work. The details of Tender and Tender document will be made available on website **https://wbtenders.gov.in.** The last date of tender submission **-19.04.2025 at 05.00 PM & 28.04.2025 at 10.00 AM.**

SD/-EXECUTIVE OFFICER
SHYAMPUR–II PANCHAYAT SAMITY
SASATI, HOWRAH, 711312

কৃষ্ণনগর রাজবাড়ী প্রাঙ্গণে শুরু হল ঐতিহ্যমন্ডিত বারোদোল মেলা

দুরন্ত বার্তা, কৃষ্ণনগর, ৯ এপ্রিল ঃ একাদশী তিথিতে নদীয়ার কৃষ্ণনগর রাজবাড়ী প্রাঙ্গণে শুরু হলো শতাব্দী প্রাচীন ঐতিহ্যমন্ডিত বারো দল। থাকবে এক মাস অব্দি। প্রতিবছরের মতন এই বছরও মেলার প্রথম দিনে অসংখ্য দর্শনার্থীর ঢল নামল রাজবাড়ি প্রাঙ্গণে। রীতি অনুযায়ী বিভিন্ন স্থান থেকে রাজবাড়ীর বিভিন্ন পূজিত বিগ্রহ রাজবাড়ী প্রাঙ্গনে পদার্পণ করেন ভক্তদের দর্শন দেবার উদ্দেশ্যে। পরপর তিনদিন এই বিগ্রহ দর্শন করা যায়। প্রথম দিন রাজ বেশ দ্বিতীয় দিন ফুলবেশ এবং তৃতীয় দিনের রাখাল বেশে বিগ্রহদের সাজানো হয়। দূর দূরান্ত থেকে বহু ভক্ত সমাগম হয় এই বারো দোলের মেলার বিগ্রহ দর্শনের উদ্দেশ্যে। ভক্তরা বিগ্রহ দেবতাকে আবির ফুল অর্পণ করেন। পাশাপাশি বিভিন্ন আখড়া মঠ মন্দির থেকে অগণিত সাধুসন্ত এসে তারা ভগবানের প্রসাদ লাভ করেন। ১২ দল মেলা কৃষ্ণনগর তথা নদীয়ার মানুষের কাছে একটি আবেগ। মেলার প্রথমদিনে দর্শনার্থীদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মত। আর এক মাস ব্যাপী এই মেলায় অসংখ্য মানুষের আনাগোনা লেগেই থাকবে।

আম ছাড়াই কাটবে চলতি বছর, আমরসিকদের কপালে চিন্তার ভাঁজ

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৯ এপ্রিল ঃ আমের নাম মুখে আনলেই পশ্চিমবঙ্গের যে দু'টি জেলা সবার প্রথমে মনে আসত সেগুলি হল মালদা এবং মুর্শিদাবাদ। বর্তমানে এই দুই জেলার সঙ্গে নতুন সংযোজন হয়েছে বাঁকুড়া জেলার নাম। বরং বলাই যায় যে স্বাদে ও গন্ধে মালদা, মুর্শিদাবাদের আমকে প্রায়ই পিছনে ফেলে সামনের দিকে এগিয়ে আসছে বাঁকুড়া জেলার আম। শুধুমাত্র স্থানীয় বাজারগুলি নয়, জেলা এবং রাজ্যের আমের চাহিদা মিটিয়ে গত কয়েক বছর ধরে দেশের বিভিন্ন অংশে পৌঁছে গেছে বাঁকুড়া জেলার উৎপাদিত আম। বর্তমানে বাঁকুড়া সিমলাপাল রায়পুর এবং শালতোড়ার পতিত জমি আর কংসাবতীর সেচ খালের দুপাশের লাগানো গাছ থেকে উৎপাদিত আম্রপালি, হিমসাগর, চৌষা, মল্লিকা ,ল্যাংড়া এখন পশ্চিমবঙ্গের আপামর বাঙালির পরম প্রিয়। তবে এই বছর আমের চাহিদা থাকলেও বাঁকুড়ায় আমের ফলন একেবারে তলানিতে। ৪০০০ আম গাছের মধ্যে মাত্র ২০ টি গাছে আম। বাজারে আম্রপালি আম ঢোকার কথা ১০-১৫ দিনের মধ্যে। গত বছর আম চাষিদের গাছে ছিল আম। এইবছর ছবিটা পাল্টে গেছে। ফলন কমেছে অর্ধেকের চেয়েও অনেকটা নীচে। এই অবস্থায় সামান্য ঝড় ঝাপটা হলেই ২০২৫ সালে বাঙালির পাতে পড়বে না আম্রপালি। ২০২৩ সালের গ্রীষ্মকালে ৫০-৭০ টাকা কিলো দরে এই আম বিক্রি হলেও এই বছর যোগান না থাকায় আম্রপালি আমের দাম বেড়ে যেতে পারে আরও কিছুটা। তবে কি বাঙালির শেষ পাতে দু এক কুঁচি আম্রপালি পড়বে? এই প্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট হবে আর কয়েকটা দিন পরেই। তখন গাছের আম ঘরে তুলতে পারবেন বাঁকুড়ার চাষিরা। বাঁকুড়ার বাজারে কিছুটা আম সরবরাহ করতে পারলেও বাইরের বাজারে রফতানির সম্ভাবনা খুবই কম।

ই-নিলামের মাধ্যমে গুজরাট এনআরই কোক লিমিটেড (তরলীকরণে) এবং ভারত এনআরই কোক লিমিটেড (তরলীকরণে) এর সম্পত্তির যৌথ বিক্রয়

নিলামের জনসাধারণের বিজ্ঞপ্তি

নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, **গুজরাট এনআরই কোক লিমিটেড-লিকুইডেশনে, জিএনসিএল** এবং ভারত এনআরই কোক লিমিটেড-লিকুইডেশনে বিএনসিএল-এর যৌথ মালিকানাধীন নিম্নোক্ত সম্পদ এবং আইটেমগুলি নীচে উল্লেখিত শর্তাবলীর অধীনে **'ই-নিলামের মাধ্যমে'** বিক্রি করা হচ্ছে। বিক্রয়টি কোনও ওয়ারেন্টি বা ক্ষতিপূরণ ছাড়াই।

১.	নিলামের তারিখ এবং সময়	মঙ্গলবার, ৬ মে, ২০২৫, সকাল ১১ৃ০ টা থেকে দুপুর ২ৃ০ টা পর্যন্ত। প্রতিটি নিলামের সময়সীমা ৫ মিনিট পর্যন্ত সীমাহীনভাবে বাড়ানো হবে অর্থাৎ নিলাম শেষ হওয়ার আগের ৫. মিনিটের মধ্যে যদি কোনও বিড করা হয় তবে ই-নিলামের শেষ সময় প্রতিবার ৫ মিনিট বাড়ানো হবে।
২.	বিক্রয়ের জন্য সম্পদ জিনিসপত্র	বেলুড় শিল্প এলাকা, মুম্মিগাট্টি, হুবলি, গরগ, ধরওয়াদ, কর্ণাটক-এ অবস্থিত কর্পোরেট ঋণগ্রহীতাদের জমি, ভবন, কারখানা ও যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম, আসবাবপত্র ও আসবাবপত্র এবং অন্যান্য সম্পদ (বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে www. gujaratnrecoke.com এবং www. baanknet.com ওয়েবসাইটে প্রক্রিয়া স্মারকলিপি দেখুন)।
৩.	রিজার্ভ মূল্য	আইএনআর ১২১,০০,০০,০০০- টাকা (একশ একুশ কোটি টাকা মাত্র)
৪.	আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট	১২,১০,০০,০০০- টাকা (মাত্র বারো কোটি দশ লক্ষ টাকা)
৫.	নিলামে অংশগ্রহণ	সকল আগ্রহী ক্রেতাকে প্রাসঙ্গিক এবং প্রযোজ্য শর্তাবলী বা প্রক্রিয়া স্মারকলিপি (যেখানে প্রযোজ্য) মেনে চলতে হবে।
৬.	যোগ্যতার নথি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	সোমবার ২১শে এপ্রিল, ২০২৫
৭.	যোগ্য দরদাতার ঘোষণা	বুধবার, ২৩শে এপ্রিল, ২০২৫
৮.	ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	২রা মে, ২০২৫, শুক্রবার সন্ধ্যা ৭,০০ টায় বা তার আগে

আগ্রহী সকল দরদাতাদের কেবলমাত্র ইমেলের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সাথে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, অথবা liquidator.gncl@gmail.com / liquidator.gncl@decoderesolvency.com / bha6750@rediffmail.com ঠিকানায় লিখিতভাবে যোগাযোগ করতে হবে।

দ্রষ্টব্যঃ সম্ভাব্য দরদাতাদের একটি অঙ্গীকারপত্র জমা দিতে হবে যে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কোডের ধারা ২৯এ এর অধীনে তারা কোনও অযোগ্যতার সম্মুখীন নন এবং যদি কোনও পর্যায়ে অযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে জমাকৃত জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করা হবে।

সুমিত বিনানী, লিকুইডেটর, জিএনসিএল
sumit_binani@hotmail.com
IBBI রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃIBBI/IPA-001/IP-N00005/2016-17/10025

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ বৃহস্পতিবার, ১০ এপ্রিল, ২০২৫

বর্ষা বাগরি, লিকুইডেটর, বিএনসিএল
varsha_bagri@yahoo.com
IBBI রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃIBBI/IPA-001/IP-P-01812/2019-2020/12783

RAMJIBONPUR MUNICIPALITY
NOTICE INVITING E-TENDER
e-NIT No.: 01,Dated: 09.04.2025

The Chairman, on behalf of the Board of Councillors of Ramjibonpur Municipality invites Tender on Percentage-Rate-Basis by two bid system for the Construction of concrete road and surface drain at different location under HFA-PMAY(U) of FY 2020-21, within Ramjibonpur Municipality through electronic tendering (e-Tendering) from the enlisted contractor of Municipalities & reliable bonafied resourceful tenderers/Bidders. Tender Ref.no.: WBMAD/ULB/RM/NIeT-01/2025-26,Tender ID:2025_MAD_834827 Last date & time for submission of bid through online is 30.04.2025 upto 2:00 P.M. The details will be available on website: www.wbtenders.gov.in (or) www.etender.wb.nic.in or www.ramjibonpurmunicipality.org.in and Office Notice Board.

Sd/-
Chairman,
Ramjibonpur Municipality

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil) Br.-XII, KMC invites e-tender online percentage two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/EE(C)/Br.-XII/107/76/24-25

Name of work: **Renovation of footpath near 378 Prantickpally & surrounding places etc. in Ward No.-107, Br.-XII, K.M.C.** Estimated Cost : **₹ 4,98,604.00.** Earnest Money: **₹ 10,000.00**. Period of Completion: **90 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **21.04.2025 - 12 noon.** Date & Time of opening of Bid : **23.04.2025 - 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **11.04.2025 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in.**

The Executive Engineer (WS/BDT) invites e-tender online percentage two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/WS/SINK/XII/107/24-25/01/2nd Call

Name of work: **Installation of 1 no. power driven deep tubewell of size 200 mm x 150 mm dia. at P. Majumdar Road, Battala near Canal Wd-107, Br.-XII.** Estimated Cost : **₹ 4,86,263.49.** Earnest Money: **₹ 9,750.00**. Period of Completion: **15 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **26.04.2025 - 2 p.m.** Tender will be opened on : **29.04.2025 - 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **08.04.2025 (2 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in.**

The CME (SWM), KMC invites e-tender online percentage two bid system for the following work.

NIT No.: SWM-II/SRC/01/2025-26
Tender ID : 2025_KMC_834496_1

Name of work: **Overhauling of 4-Cylinder Neptune engine (Make - Ashok Leyland, Model-1619, BS-IV) of Hook Loader WB-03D-2143 under SRC Garage/SWM-II.** Estimated Amount : **₹ 3,52,584.00.** Earnest Money: **₹ 7,100.00**. Period of Completion: **20 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **24.04.2025 up to 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **08.04.2025 (6 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in** or **https://wbtenders.gov.in.**

he Executive Engineer/WS/(ARSM SQ.BPS) invites e-tender online percentage two bid system for the following work.

NIT No.: KMC/WS/ARSM/02/2025-26

Name of work: **Shifting of 6KV, 3 ph, 1150 kW induction motor from Tallah Pumping Station to Bagmari BPS.** Estimated Amount : **₹ 1,14,471.00.** Earnest Money: **₹ 2,300.00**. Period of Completion: **5 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **23.04.2025 up to 2 p.m.** For detailed information please visit website : **https://wbtenders.gov.in.**

The Executive Engineer (Roads), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work.

NIT No.: KMC/ROADS/2024-2025/908

Name of work: **Restoration of trench disturbed due to laying of 150 mm dia filter water main at Strand Road from 67/39, Strand Road to Brajogobinda Saha Lane in Ward No.-21 under Br.-IV.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) : **₹ 4,38,122.44.** Earnest Money: **₹ 9,000.00.** Period of Completion: **30 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **28.04.2025 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **16.04.2025 (12 noon)** in the website : **https://wbtenders.gov.in.**

The Executive Engineer (C), Br.-V, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works.

1) NIT No.: KMC/EE(C)/Br.-V/048/36/2024-2025

Name of work: **Restoration of footpath along with kerb channel and allied works to be cut by Lighting Dept. at R. R. Sarani, S. B. Dey St. in Ward No.-48, Br.-V.** Estimated cost (Incl. GST & CESS) : **₹ 2,44,416.13.** Earnest Money: **₹ 5,000.00**. Period of Completion: **30 Days.**

2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br.-V/048/35/2024-2025/R

Name of work: **Restoration of I.P.S. Concrete & Paver Block Passage due to natural wear and tear & cutting by PU Agency at 6, Netai Babu Ln., 6, Gabinda Sen Ln., and other different places in Ward No.-48, Br.-V.** Estimated cost (Incl. GST & CESS) : **₹ 3,14,974.39.** Earnest Money: **₹ 7,000.00**. Period of Completion: **60 Days.**

3) NIT No.: KMC/EE(C)/Br.-V/049/031/2024-2025

Name of work: **Restoration of I.P.S. and concrete passages and footpath at 86/1B, Akhil Mistry Lane, 11, Dr. D. M. Row etc. in Ward No.-49, Br.-V.** Estimated cost (Incl. GST & CESS) : **₹ 3,10,804.97.** Earnest Money: **₹ 7,000.00**. Period of Completion: **40 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **21.04.2025 - 11 a.m. (For Sl. No. 1 to 3)**. Date and Time of opening of Tender : **23.04.2025 - 11 a.m. (For Sl. No. 1 to 3)**. The bid forms and other details are available on and from **11.04.2025 (5 p.m.)** from the website : **https://etender.wb.nic.in.**

47/25-26

ভারতীয় দলের বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছেন রোহিত-বিরাট!

বিস্ফোরক কেকেআর অলরাউন্ডার মঈন আলি

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ভারত এমন একটি দেশ যেখানে ক্রিকেট তারকারা ভক্তদের কাছে দেবতুল্য। কিন্তু এই অতিরিক্ত ভালোবাসা প্রায়ই দলের বড় শিরোপা জয়ের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় বলে সমালোচনা উঠে আসে। সম্প্রতি, ভারতীয় দলে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, রবীন্দ্র

জাদেজার মতো অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের জায়গা নিয়ে আলোচনা তুঙ্গে। আন্তর্জাতিক মঞ্চে তাদের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স সেরা না হলেও, তাদের জনপ্রিয়তার কারণে দলে টিকে থাকার বিষয়টি প্রশ্নের মুখে পড়েছে। সম্প্রতি এই প্রসঙ্গে কলকাতা নাইট রাইডার্স (কেকেআর)-এর অলরাউন্ডার মঈন আলি সম্প্রতি এক সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে স্পষ্ট মত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, শুধুমাত্র বিশাল ফ্যান ফলোয়িংয়ের জন্য কোনো খেলোয়াড়ের দলে টিকে থাকা উচিত নয়। মঈনের মতে, ''ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট যেমন আইপিএল একটি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের মতো। সেখানে ফ্র্যাঞ্চাইজি যদি রাজি থাকে, তাহলে কোনো খেলোয়াড় তার সেরা ফর্মে না থাকলেও খেলা চালিয়ে যেতে পারে।'' তিনি বলেন, ''ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট এক জিনিস, এটা ব্যক্তিগত মালিকানাধীন একটা উদ্যোগের মতো। ফ্র্যাঞ্চাইজি যদি ঠিক থাকে, তাহলে আপনি খেলতে পারেন। আর এটা টি-টোয়েন্টি ফরম্যাট। কিন্তু যখন আপনি একটি দেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন, সেটা টেস্ট হোক বা ওয়ানডে, তখন নিজের প্রতি আরও কঠোরভাবে ভাবা উচিত। আমি যদি ইংল্যান্ডকে ফ্র্যাঞ্চাইজি হিসেবে দেখতাম, তাহলে আমি খেলা চালিয়ে যেতাম। কারণ আমি জানি আমার ক্ষমতা আছে। কিন্তু ইংল্যান্ড আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের প্রতিনিধিত্ব করে, আর সেখানে বেছে নেওয়ার জন্য অনেক খেলোয়াড় থাকে। তাই আমি অবসর নিয়েছি, যাতে নতুনদের জায়গা করে দেওয়া যায়।'' যখন তাকে বলা হয় যে রোহিত শর্মা বা বিরাট কোহলির মতো ভারতীয় তারকাদের জন্য তাদের বিশাল ভক্তবাহিনীর কারণে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ নয়। মঈন জোর দিয়ে বলেন, ''এই সিদ্ধান্ত খেলোয়াড়দের নিজেদের থেকেই আসা উচিত। রোহিত শর্মার কথাই ধরা যাক-তিনি ব্যাট হাতে দীর্ঘদিন ধরে ধারাবাহিকভাবে রান করতে পারছেন না। চলমান আইপিএলেও তার পরিসংখ্যান তার পারফরম্যান্সের উদ্বেগজনক পতনের চিত্র তুলে ধরছে।'' মঈন বলেন, ''আমি নিশ্চিতভাবে মনে করি, শুধু আপনি বড় নাম বা আপনার বিশাল ফ্যান ফলোয়িং আছে বলে দলে টিকে থাকা উচিত নয়। এটা কখনোই আপনার ব্যক্তিগত লক্ষ্যের জন্য হওয়া উচিত নয়।'' তিনি আরও বলেন, ''এমনভাবে দলে টিকে থাকার প্রবণতাকে 'স্বার্থপরতা' হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।'' তিনি জোর দিয়ে বলেন, ''শুধু টিকে থাকার জন্য স্বার্থপরের মতো টিকে থাকবেন না। একটু বাস্তববাদী হোন এবং ভাবুন, আমি কি টিকে থাকার যোগ্য? আমি কি দলকে আরও কিছু দিতে পারি? যদি দল নতুন দিকে যেতে চায়, তাহলে আমার মনে হয় সেই সুযোগ দেওয়া উচিত। যদি আপনার পারফরম্যান্স ভালো না হয়, আপনার বয়স একটু বেশি হয়ে যায়, আর তরুণ খেলোয়াড়রা উঠে আসছে এবং তারা এখন আপনার থেকে ভালো খেলছে, তাহলে নিজের প্রতি সৎ হওয়া উচিত। এটা মানে এই নয় যে তারা আপনার থেকে সবসময় ভালো, কিন্তু এই মুহূর্তে তারা আপনার থেকে ভালো খেলছে। তখন আপনার আরও বাস্তববাদী এবং সৎ হওয়া উচিত।''

আমার ব্যাটিং অহংকারের বিষয় নয় বিরাট কোহলি

বেঙ্গালুরু, ৯ এপ্রিলঃ নিজে কত বড় ক্রিকেটার, কখনও মাথায় রাখেন না। বরং ম্যাচের পরিস্থিতি অনুযায়ী খেলাই তাঁর ব্যাটিংয়ের মূলমন্ত্র। মর্ডান ক্রিকেটে অন্যতম সফল ব্যাটসম্যান বিরাট কোহলি। সম্প্রতি আরও একটি মাইলফলক অতিক্রম করেছেন। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ১৩০০০ রান করা প্রথম ভারতীয় খেলোয়াড় হিসেবে। এ বারের আইপিএলের শুরু থেকে ছন্দে রয়েছেন বিরাট। প্রায় প্রতি ম্যাচেই রান পাচ্ছেন। সবচেয়ে বড় কথা হল, সাবলীল এবং চেনা ছন্দেই দেখা যাচ্ছে তাঁকে। মনে হচ্ছে যেন, এই আইপিএলের জন্যই নিজেকে তৈরি করেছেন। ১৮ বছরে পা দিয়েছে আইপিএল। কিন্তু কখনও ট্রফি জেতেনি বিরাটের আরসিবি। সেই যন্ত্রণা নানা সময় উগড়ে দিয়েছেন। কেরিয়ারের শেষ দিকে এসে দাঁড়িয়েছেন। এ বার সেই আক্ষেপ মেটাতে মরিয়া বিরাট। জিওহটস্টারে এক সাক্ষাৎকারে ভিকে বলেছেন, ''আমার কাছে ব্যাটিং কখনই অহংকারের বিষয়

নয়। কখনওই কাউকে ছাপিয়ে যাওয়ার চেষ্টা ছিল না। সবসময় পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করেছি। আমি এর জন্য গর্বিত। পরিস্থিতির অনুযায়ী খেলতে চাই।'' তিনি আরও যোগ করেন, ''যে কোনও ছন্দে থাকা ক্রিকেটার মাঠে নামলে যা করত, আমিও তাই করি। শুধু নিজের কথা ভেবে খেলি না। টিমের জন্য অবদান রাখার চেষ্টা করি।'' আইপিএলের ইতিহাসে বিরাট ইতিমধ্যেই সর্বোচ্চ রানের মালিক। ২৫৬ ম্যাচ খেলে ৮১৬৮ রান করেছেন। তাঁর কথায়, ''রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে প্রথম তিন বছরে আমি টপ অর্ডারে ব্যাট করার খুব বেশি সুযোগ পাইনি। নীচের দিকে ব্যাট করতে পাঠানো হত। কিন্তু ২০১০ সাল থেকে আমি ভালো পারফর্ম করতে শুরু করি। ২০১১ সাল থেকে আমি পাকাপাকি ভাবে ৩ নম্বরে ব্যাটিং শুরু করি। সেই কারণে আইপিএলে ভালো জায়গায় আসতে পেরেছি।''

রোহিতকে লক্ষ্য বেঁধে দিলেন শাস্ত্রী

মুম্বই, ৯ এপ্রিলঃ মঞ্চ তৈরি ছিল। রোহিত শর্মা বনাম বিরাট কোহলি। একজন ফর্মে নেই। অন্যজন ধীরে ধীরে ফর্মে ফিরছেন। সোমবারের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের দ্বৈরথে শেষ হাসি হাসলেন বিরাটই। নিজে রান পেলেন। দলও জিতল। অন্যদিকে মরশুমের চতুর্থ পরাজয়ের সাক্ষী থাকলেন রোহিত। পাশাপাশি নিজেও হারানো ছন্দ ফিরে পেলেন না। অনামা পেসার যশ দয়ালের ইনসুইং ডেলিভারিতে ক্লিন বোল্ড হলেন মুম্বইয়ের প্রাক্তন অধিনায়ক। কোন যুক্তিতে এখনও খেলানো হচ্ছে তাঁকে-জটিল হচ্ছে বিতর্ক। এবার নিয়ে মুখ খুললেন রবি শাস্ত্রী, ইয়ান বিশপদের মতো প্রাক্তন ক্রিকেটার। ধারাভাষ্য দিতে গিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রাক্তন খেলোয়াড় যেমন বলে দেন, ''মুম্বই রোহিত শর্মার থেকে অনেকখানি আশা করে। স্রেফ ১২-১৫ রানের ছোট ছোট ইনিংস নয়।'' একই সুর শোনা যায় রবি শাস্ত্রীর গলাতেও। বলেন, ''সত্যি বলতে ধারাবাহিকতা জরুরি। যে সমস্ত দল টুর্নামেন্টে অনেক দূর যেতে চায় তাদের লাইন আপের গোড়ার ব্যাটসম্যানদের রান তুলতে হয়। রোহিত শর্মার থেকে ৪০০ রানের মরশুম প্রত্যাশিত। ফলে ১৫ রান, ২০ রানের ইনিংসকে ৪০ কিংবা ৬০-এ নিয়ে যেতেই হবে।''

১৭ মিনিটের আর্সেনাল-ঝড়ে বিধ্বস্ত রিয়াল

লন্ডন, ৯ এপ্রিলঃ চ্যাম্পিয়ন্স লিগে কোয়ার্টার-ফাইনালের প্রথম লেগে মঙ্গলবার রাতে রিয়ালকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে আর্সেনাল। রাইসের জোড়া গোলের পর জালের দেখা পেয়েছেন মিকেল মেরিনো। সেট পিস নিয়ে ম্যাচের আগে সতীর্থদের সতর্ক করেছিলেন রিয়াল মাদ্রিদ গোলরক্ষক থিবো কোর্তোয়া। সেই সেট পিসেই মূল সর্বনাশ হলো তাদের। দুর্দান্ত দুটি ফ্রি কিকে জালের দেখা পেলেন রাইস। এরপর আর ম্যাচে ফিরতে পারল না কার্লো আনচেলত্তির দল। প্রায় ৫৪ শতাংশ সময় বল দখলে রেখে গোলের জন্য ১২টি শট নেয় আর্সেনাল, বিস্ময়করভাবে এর ১১টিই ছিল লক্ষ্যে। অন্য দিকে রিয়াল ৯ শটের কেবল তিনটি লক্ষ্যে রাখতে পারে। যোগ করা সময়ের শেষ দিকে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠে ছাড়েন রিয়াল মাদ্রিদ মিডফিল্ডার এদুয়ার্দো কামাভিঙ্গা। প্রতিপক্ষের মাঠে প্রথম মিনিটেই আচমকা শটে চেষ্টা করেন কিলিয়ান এমবাপে। ৩০ গজ দূর থেকে শট লক্ষ্যেই রাখেন তিনি কিন্তু অনায়াসেই ফেরান আর্সেনাল গোলরক্ষক দাভিদ রায়া। ষষ্ঠ মিনিটে বুকায়ো সাকার ক্রস বিপদমুক্ত করতে গিয়ে উল্টো বিপদ ডেকে আনছিলেন আন্টোনিও রুডিগার। তার শট কামাভিঙ্গার গায়ে লেগে পোস্ট ঘেঁষে বেরিয়ে যায়! পরের মিনিটে কর্নারে গোল হজম থেকে একটুর জন্য বেঁচে যায় রিয়াল। সাকার চমৎকার ইন সুইঙ্গারে টমাস পার্টির হেড গোললাইন থেকে ফেরে আর্সেনাল সতীর্থ উইলিয়াম সালিবার মাথায় লেগে! ত্রয়োদশ মিনিটে ডি বক্সের বাইরে থেকে পার্টির গতিময় শট ঠিক মতো ধরতে পারেননি কোর্তোয়া। তবে রিয়াল গোলরক্ষকের ভাগ্য ভালো, সামনেই থাকা ডিফেন্ডার রাউল আসেন্সিওর পায়ে লেগে ফিরে আসে তার কাছেই। ২১তম মিনিটে ডি বক্সের ভেতর থেকে বাঁকানো শট একটুর জন্য লক্ষ্যে রাখতে

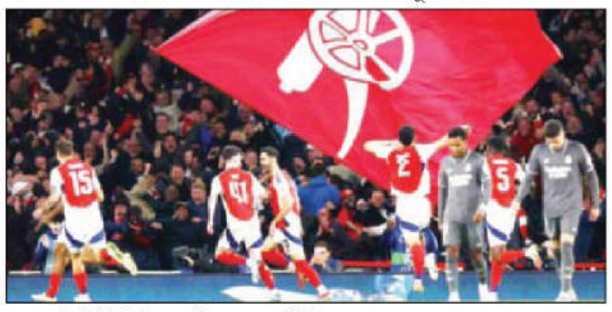

পারেননি ভিনিসিউস জুনিয়র। দশ মিনিট পর দারুণ সুযোগ হাতছাড়া করেন এমবাপে। জুড বেলিংহ্যামের রক্ষণ চেরা পাসে গোলরক্ষক রায়াকে একা পেয়েও অনেকটা তার বরাবর শট নিয়ে হতাশ করেন ফরাসি ফরোয়ার্ড। ৩৭তম মিনিটে সাকার দারুণ ক্রসে পা ছোঁয়াতে পারেননি রাইস। হাতছাড়া হয় গোলের দারুণ সুযোগ। সাত মিনিট পর দারুণ রিফ্লেক্সে ডাবল সেভে জাল অক্ষত রাখেন কোর্তোয়া। রাইসের হেড ঝাঁপিয়ে এক হাতে ঠেকিয়ে দেন মাদ্রিদ গোলরক্ষক, ফিরতি বলে গাব্রিয়েল মার্তিনেল্লির শট দাঁড়িয়ে ব্যর্থ করে দেন তিনি। প্রায় ৫৫ শতাংশ সময় বল দখলে রেখে প্রথমার্ধে গোলের জন্য পাঁচটি শট নেয় আর্সেনাল, এর চারটি ছিল লক্ষ্যে। অন্য দিকে ছয় শটের কেবল দুটি লক্ষ্যে রাখতে পারে রিয়াল। দ্বিতীয়ার্ধে রাইসের নৈপুণ্যে এগিয়ে যায় আর্সেনাল। ৫৮তম মিনিটে দুর্দান্ত ফ্রি কিকে কাছের পোস্ট ঘেঁষে জাল খুজে নেন ইংলিশ মিডফিল্ডার। ঝাঁপিয়েও বলের নাগাল পাননি বেলজিয়ান গোলরক্ষক। নয় মিনিট পর কোর্তোয়ার ডাবল সেভের মাঝে গোললাইন থেকে বল ফিরিয়ে ব্যবধান বাড়তে দেননি আলাবা। পরের মিনিটে গোললাইন থেকে বল ফিরিয়ে দেন বেলিংহ্যাম, ফের গোল হজম থেকে বেঁচে যায় রিয়াল! তবে প্রবলভাবে চেপে ধরা আর্সেনাল ৭০তম মিনিটে ঠিকই ব্যবধান বাড়ায়। আরেকটি দুর্দান্ত ফ্রি কিকে জাল খুঁজে নেন রাইস! পোস্ট ঘেঁষে যাওয়া তীব্র গতির শট ফেরানোর কোনো সুযোগই ছিল না কোর্তোয়ার। বিপজ্জনক জায়গায় আর্সেনাল দুটি ফ্রি কিক-ই পায় সাকাকে ফাউল করায়। প্রথমবার তাকে ফাউল করেন আলাবা, পরেরবার কামাভিঙ্গা। পাঁচ মিনিট পর রিয়ালকে একরকম স্তব্ধ করে দেন মেরিনো। ডি বক্সের মাথায় মাইলস লুইস স্কেলির কাছ থেকে বল পেয়ে পোস্ট ঘেঁষে জাল খুঁজে নেন এই স্প্যানিশ মিডফিল্ডার। বাকি সময়ে গোলের তেমন কোনো সুযোগ তৈরি করতে পারে কোনো দলই। যোগ করা সময়ের শেষ দিকে হতাশা প্রকাশ করে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখেন কামাভিঙ্গা।

Ministry of Ports, Shipping & Waterways
Government of India
SAGARMALA

ভারতের জলপথ
ব্যবসার জন্য উন্মুক্ত
বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য নতুন যুগ

"অভ্যন্তরীণ জলপথ পরিবহন একটি যুগান্তকারী পরিবর্তনকারী হিসেবে প্রমাণিত হচ্ছে এবং পরিবেশ বান্ধব এবং সাশ্রয়ী পরিবহন ব্যবস্থা হিসেবেও আবির্ভূত হচ্ছে।''
-নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

পরিবহনের ভবিষ্যৎ এখানে!

জাতীয় জলপথ (জেটি/টার্মিনাল নির্মাণ) বিধিমালা, ২০২৫ বেসরকারী, সরকারী এবং যৌথ উদ্যোগের সংস্থাগুলিকে ১১১টি জাতীয় জলপথে বিশ্বমানের টার্মিনাল এবং জেটি নির্মাণের অনুমতি দেয়।

প্রথমবারের মতো, বেসরকারি ব্যবসাগুলি জাতীয় জলপথে জেটি স্থাপন করতে পারে যাতে নিরবচ্ছিন্ন পণ্য পরিবহন এবং কম সরবরাহ খরচ হয়।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা সমর্থিত, আইডব্লুএআই সরবরাহ ব্যবস্থাকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করছে - আরও স্মার্ট, দ্রুত এবং সাশ্রয়ী।

জলপথ কেন?

- **অভূতপূর্ব প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা** - মাত্র ১০ বছরে পণ্য পরিবহন ১৮ থেকে ১৩৩ মেট্রিক টন বেড়েছে
- **নৌপথই ভবিষ্যৎ** - এটি সবুজ, পরিস্কার এবং লাভজনক
- **আইডব্লিউএআই প্রদান করছে ন্যায্য পথ,** নেভিগেশনাল মার্ক, চ্যানেল মার্কিং **'পানি'** মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে
- **ডাইমেনশনাল কার্গোর উপর** দিয়ে সহজেই ভারী পণ্য পরিবহন
- যানজটপূর্ণ সড়ক ও রেলের তুলনায় **ব্যয়-সাশ্রয়ী লজিস্টিকস**
- আইডব্লিউটি সেক্টরের উত্থানের **সুবিধাগুলি অর্জন** করুন

প্রধান বৈশিষ্ট্য

- **নমনীয় মালিকানা** - পরিচালনার অধিকার সহ স্থায়ী বা অস্থায়ী জেটি স্থাপন
- ব্যবসা **করার সহজতা**
- **অনলাইনে আবেদন** করুন এবং সময়সীমাবদ্ধ পদ্ধতিতে 'নো অবজেকশন সার্টিফিকেট' (এনওসি) পান
- আবেদন এবং দ্রুত অনুমোদনের জন্য **মসৃণ এবং ঝামেলামুক্ত ডিজিটাল প্রক্রিয়া**

ভারতের জলপথ বিপ্লবের অংশ হোন!

জাতীয় জলপথে অবকাঠামো স্থাপনের মাধ্যমে আপনার ব্যবসা সম্প্রসারণ, পরিবহন খরচ কমানো এবং টেকসই সম্পদ অর্জনের এই ঐতিহাসিক সুযোগটি কাজে লাগান।

কারা আবেদন করতে পারবেন?

- বেসরকারি খাতের কোম্পানি/স্বতন্ত্র
- সরকারি সংস্থা ও ট্রাস্ট
- সরকারি খাতের উদ্যোগ (পিএসইউ)
- যৌথ উদ্যোগ ও সমবায়

আজই অ্যাপ্লাই করুন! শুরু করতেএডব্লিউএআই-এর সাথে যোগাযোগ করুন অথবা আমাদের অনলাইন পোর্টাল www.iwai.nic.in-এ যান।

CBC 37211/15/0001/2526

ভারতের জলপথ ● আপনার সুযোগ ● অসীম সম্ভাবনা

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com